খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

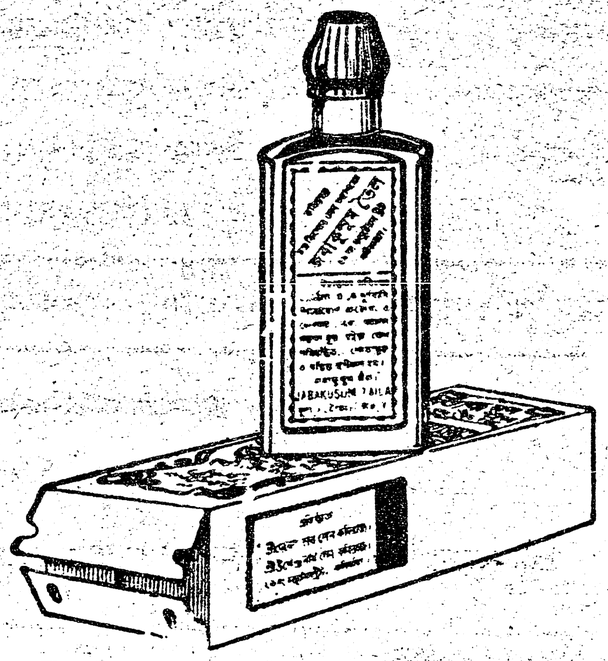

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন
এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

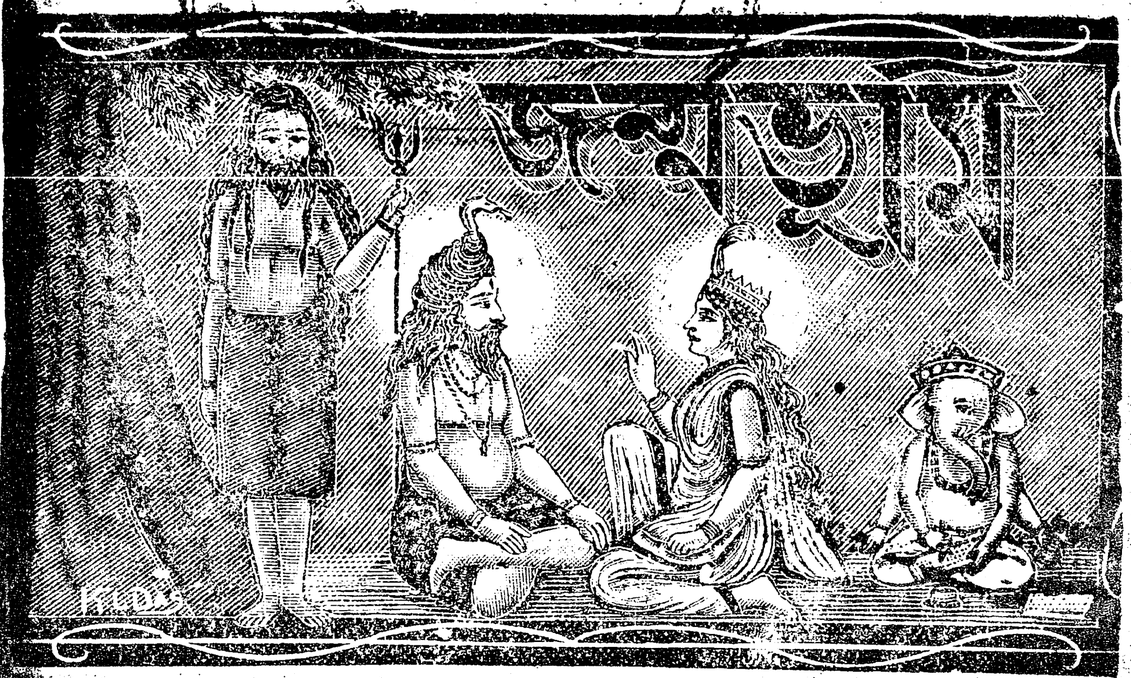

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩১শ, বর্ষ। | ১৩৩২ সাল, ভাদ্র। | ৫ম, সংখ্যা

নামব্রহ্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

স্পন্দন ও পবনের ন্যায় নাম ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ। স্পন্দন বাদ দিয়া আমরা যেমন বায়ুর পৃথক রূপ বা সত্তা অনুভব করিতে পারি না, ঠিক তেমনি নাম বা শব্দ ছাড়িয়া ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ইহার কারণ শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। সূর্য্য ও আলোক, প্রদীপ ও প্রকাশের ন্যায় শব্দ ও অর্থের অবিনাভাব বা সহাবস্থিতি (Nonseparation) নিত্য প্রত্যক্ষ। মীমাংসক আচার্য্য সম্প্রদায়ের অভিমত "নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ।" কবিরাজাধিরাজ কালিদাসের কাব্য প্রতিভার মসিমুকুর রঘুবংশের "বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এ তত্ত্ব সুপরিস্ফুট। নাম বা শব্দের স্বরূপ পরিচয় প্রসঙ্গে বাগীশ্বর পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্যের উপক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়,—"অথ

গৌরিত্যত্র সঃ শব্দঃ ? ... ... যেনোচ্চারিতেন সাস্না লাঙ্গুল ককুদ খুর বিষাণি নাংসম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ অথবা প্রতীত পদার্থ যো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। দ্রব্যং ন শব্দঃ ভিন্নেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ এবং গুণপ্রিয়ে সামান্যমপি বোধ্যং।" ইত্যাদি—অর্থাৎ "গৌঃ" (গো) এস্থলে শব্দ কোন্‌টি ? যাহা গল কম্বল (Bulls Develop), লাঙ্গুল (Tail), ককুদ(Hump), খুর ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট—তাহাই কি শব্দ ? না ; তাহাকে দ্রব্য (Substance) কহে। তবে যাহা তাহার (গরুর) ইঙ্গিত (Gesture) চেষ্টা ও নিমেষ তাহাই কি শব্দ ? না ; উহাকে ক্রিয়া (Action) বলে। তবে যাহা শুক্ল, নীল, কপিল, কপোত প্রভৃতি বর্ণ তাহাই কি শব্দ ? না ; ঐ গুলিকে গুণ (Quality) কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতেও অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলেও অর্থাৎ নষ্ট হইলেও ছিন্ন হয় না এবং সামান্য ভূত অর্থাৎ জাতির (Genus or common nature) ন্যায় তাহাই কি শব্দ ? না ; তাহাকে আকৃতি কহে।" এইরূপে দ্রব্য, ক্রিয়া, গুণ ও জাতির শব্দত্ব নিরাস করিয়া শব্দের প্রকৃত লক্ষণ কহিতেছেন, "যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল লাঙ্গুল ককুদ খুর শৃঙ্গ বিশিষ্টের বোধ হয়, তাহাকেই শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা কোনও পদার্থের (বস্তুর) জ্ঞান জন্মে, সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে।" উচ্চার্য্যমাণ পদ বা শব্দের দ্বারা যে বস্তুর বোধ হয়, উহার নাম পদার্থ, সুতরাং পদার্থ ও বস্তু একার্থক। এ কথাটা বাল্যে বঙ্গ ভাষার আদি গুরু ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়ে" শিখিয়াছিলাম। তাঁহার উপদেশ, "আমরা সচরাচর ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদিগকে পদার্থ কহে।" অতএব অর্থ, বস্তু ও পদার্থ একথা গুলি সমস্তই একার্থক। অর্থ শব্দের বস্তু অর্থ সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধানের তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থ বর্গে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

"অর্থোঽভিধেয় বৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিষু।"

দ্রব্য শব্দ নহে, কারণ উহা ভিন্ন ইন্দ্রিয় (চক্ষু) গ্রাহ্য। আমরা কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করি, এবং চক্ষুদ্বারা পদার্থ (দ্রব্য) দেখিয়া থাকি। সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ অভিন্ন হইতে পারে না। এ তত্ত্বটীও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বস্তু দেখিতে পাই" এই বাক্যাংশে স্পষ্ট ভাবে সূচিত হইয়াছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকায় অর্থশব্দের নিরুক্তিতে দেখা যায়,—

"শব্দেনোচ্চার্য্যমাণেন যদ্বস্তু প্রতিপাদ্যতে।
তস্য শব্দস্য তদ্‌বস্তু জ্ঞায়তামর্থসংজ্ঞয়া ॥"

শব্দ উচ্চারিত হইয়া যে বস্তু প্রতিপাদিত করে, ঐ প্রতিপাদ্যমান বস্তু সেই শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ঘট" এই শব্দটীর উচ্চারণ সমকালে উচ্চারণ কর্ত্তার চিত্তে যে কম্বুগ্রীবাদিমান্ (Having a neck lined like a conch) ভাবটী (Idea) স্ফুরিত হয়, উহাই ঘট শব্দের অর্থ। অতএব শব্দ ও অর্থের (নাম ও ব্রহ্মের) সহাবস্থিতি প্রেক্ষাবৎ মাত্রেরই নিত্যানুভূতিসিদ্ধ। নৈয়ায়িক মতে শব্দ গুণ পদার্থ। উহার নিজের কোন গুণ ও ক্রিয়া নাই। "অদৃষ্টং শব্দ এবচ," "গুণাদি নির্গুণ ক্রিয়ঃ।" ভাষা পরিচ্ছেদ। অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। ধ্বনি (স্ফোট), আর বর্ণ—(অক্ষর) নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বোধে অপর্য্যাপ্ত অব্যক্ত শব্দের নাম ধ্বনি। এই ধ্বনি পটহ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আহত হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রতীতপদার্থক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বস্তু বোধক শব্দের নাম বর্ণ। বর্ণ সমুদায় বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বা মূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত হয়। স্থূলতঃ এক বক্ষ ছাড়া মুখেই এই সপ্তস্থানের সমাহার হইয়াছে বলিয়া মুখের নাম বাগিন্দ্রিয়। বাগিন্দ্রিয়সম্ভূত ব্যক্তার্থক বর্ণময় নাম বা শব্দই এ প্রবন্ধের আলোচ্য। এ শব্দ গুলিও দুইভাগে বিভক্ত। ইহাদের কতক গুলি বৈদিক বা ঐশ্বরিক, আর কতকগুলি লৌকিক (প্রাকৃত) "শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি বৈদিক শব্দ জাত স্বতঃপ্রমাণ। লৌকিক শব্দগুলির ভিতর আপ্ত বচন গুলি প্রমাণরূপে গৃহণীয়, আর ডিত্থ (কাষ্ঠময় হস্তী) ডবিত্থ (দারুময় মৃগ), ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি শব্দ গুলির ব্যবহারিক প্রামাণ্য অভ্যুপগত। মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য। যতটুকু আলোচিত হইল, তাহাতে বুঝা গেল, বৈদিক শব্দ মাত্রেই নিত্য। এই সকল বৈদিক শব্দের সহিত প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে অন্বিত ব্রহ্মের সাহচর্য্য অনাদিকাল সিদ্ধ যে কালে যে দেশে যাহার দ্বারাই উচ্চারিত হউক, বৈদিক শব্দ নিচয় ব্রহ্মকেই প্রতিপাদিত করে। এই মহিমময় তথ্যটী পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ," "তজ্জপস্তদর্থভাবনং।" ২৭।২৮ সংখ্যাসূত্রে সম্যক্ বিশদীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রণিধান সংসৃষ্ট ঐ সূত্রযুগলে ভগবান পতঞ্জলি বুঝাইয়াছেন যে, ঈশ্বরের প্রকাশক নাম (শব্দ) প্রণব (ওঁকার)। প্রণবের জপ কিনা পুনঃ পুনঃ অব্যবহিত উচ্চারণ এবং উহার অর্থ (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) বিষয়ক নিরন্তর অনুধ্যানেই সমাধি (ঈশ্বর প্রণিধান) ঘটিয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলির ঈশ্বরকে আমরা এখানে ব্রহ্মনামে পরিভাষিত করিতেছি। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ং।" প্রভৃতি সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত

প্রমাণের বলে আর্য্যাবর্ত্তের সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদ চির প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থ "কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে "শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ।"

"ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাসাদ্যৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায় মধিষ্ঠায় সম্প্রদায় প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহক সেবতি পাতঞ্জলাঃ।" "যাবদুক্তোপপন্নইতি নৈয়ায়িকাঃ" "কিং বহুনা যং কারকোঽপি বিশ্বকর্ম্মেত্যুপাসতে" এই সুনির্ম্মল সিদ্ধান্তদর্পণে বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে শিল্পীর বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যন্ত, তর্কমার্জ্জিত বুদ্ধি নৈয়ায়িককেশরী উদয়নাচার্য্যের "যা যদুক্তোপপন্নঃ" অর্থাৎ সকল মতবাদের ভিত্তিভূমি সেই একই ঈশ্বর এইরূপ সুন্দর মীমাংসা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শীর্ষশোভী নাম ব্রহ্ম শব্দে আমরা এইরূপ বিশ্বজনীন ঈশ্বরকেই বুঝিয়া থাকি। কারন উক্ত পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাখ্যায় শব্দ (নাম) ও ঈশ্বর (ব্রহ্মের) অভেদ তত্ত্ব সুপরিব্যক্ত, কিরণ যেমন সূর্য্যের বাহ্যপ্রকাশ, প্রণব তেমনি ঈশ্বরের বহিরভিব্যঞ্জক, শাখা, পত্র, ত্বক আদি বাদ দিয়া যেমন বৃক্ষ বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দ ঘন নাম না লইয়া তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। কারণ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত যোগ সূত্রের বিবরণে আছে, আমাদের আলোচনায় তাহার ভাবার্থ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ওঁকার বা নামজপ কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিয়া দেয়, সুপণ্ডিত স্বামিজী তাহারও বেশ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবরের অযথা পুষ্টির আশঙ্কায় উহা উদ্ধৃত হইল না। তৎকৃত বিবরণের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, কোন্ অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি ক্ষোভ বশতঃ আণবিক স্পন্দনের ফলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকাল ধরিয়া এমন কি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রশালিনী এই পৃথিবী প্রলয় পয়োধিপাথারে মগ্ন হইলেও ঐ সুমহান্ স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে না। প্রলয়ে উহাদের বাহ্যক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে স্থগিত হইলেও প্রত্যেক পরমাণু যেমন ভিতরে ভিতরে স্পন্দমান থাকে, এবং অনুকূল কালের সংসর্গ ঘটিলেই পুনরায় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে, তদ্রূপ জন্ম জন্মান্তর হইতে আমাদের মানস পটে যে সকল সংস্কারের ছাপ সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, সাময়িক ভাবে ঐ গুলি সুপ্ত ও লুপ্তক্রিয় থাকিলেও যখনই কোনও অনুরূপ উত্তেজনার সাহায্য লাভ করে, তখনই প্রবল ও ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। এই সংস্কার মূলক নিয়মের ফলেই সৎ বা অসৎ সঙ্গ আমাদের চরিত্রের উপর বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যদি সৎচিন্তা করি ও সদ্‌ভাবে বিভাবিত হই, তাহা হইলে ঐ চিন্তা ও

ভাব সহজাত মানসিক সংস্কারের প্রভাবে ক্রমশঃ সতের দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকি, ভারতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মূলবীজ এই সুমহান প্রণবের অন্তর্নিহিত। বেদই এদেশের সনাতন ধর্ম্ম কল্পতরু। "ধর্ম্মে বেদাঃ প্রমাণং" এই মহাবাক্য ভারতের ব্যাকরণপাঠী শিশুরও কণ্ঠস্থ। ঐ বেদ কল্পতরুর মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা সমস্তই শব্দ। ওঁকার বা প্রণব ঐ শব্দের মূল রস! এজন্য গীতায় ভগবান প্রণব ও উহার প্রথম বর্ণ অকারকে তাঁহার স্বরূপ বলিয়াছেন; "প্রণবঃ সর্ব্ব বেদেষু।" ৭ অঃ ৮। "অক্ষরাণামকারোঽস্মি।" ১০।৩৩। ভগবানের হৃদ্য অভিপ্রায় সুস্পষ্ট করিবার আশায় জ্ঞান ভক্তির যুগলবিগ্রহ শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী স্বকৃত টীকায় যে মহীয়সী শ্রুতির শরণাগত হইয়াছেন, সেটী এই; "অকারোবৈ সর্ব্বাবাক্" "সৈষাস্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি শ্রুতেঃ ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং।" বাক্যের মূল অকার, এই অকার স্পর্শ অন্তঃস্থ, উষ্ম প্রভৃতি নানারূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিলে অকারই প্রথম দ্রষ্টার দৃষ্টি পথের পথিক হইয়া থাকে। মণিহারে সূত্রের ন্যায় অকার সর্ব্ববর্ণে অনুস্যূত। নাভি হইতে উত্থিত নাদবায়ু সর্ব্ব প্রথমে কণ্ঠমূলে আঘাত করায় উহাতে অকার উচ্চারিত হয়। এজন্য এবং অল্প প্রযত্নে উচ্চারিত হয় বলিয়া বর্ণমালার আদিতেই কণ্ঠবর্ণের অগ্রণীরূপে অকারের অধিষ্ঠান, তৎপরে যে যে স্থানে অভিঘাত জন্য যে যে বর্ণই উচ্চারিত হউক হারমোনিয়ামের বেলোর ন্যায় ঐ অকার সর্ব্ববর্ণের মূলে প্রধান স্বর রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত হয়। এই স্বতন্ত্র অকারের সাহায্যে অপরাপর ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কল্পান্তে চৈতন্যে প্রপঞ্চ সত্তার ন্যায় সমগ্র বাঙ্ময় জগৎ এই অকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দ ব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ," "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরায়" ইত্যাদি শ্রুতি শীর্ষ উপনিষদেও শব্দকে ব্রহ্মের একটী স্বরূপ বলা হইয়াছে। অপৌরুষেয় শ্রৌত প্রমাণে যদি ব্রহ্ম শব্দ হইতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বোপনিষৎসার গীতার প্রমাণে ভগবান যে অকার বা প্রণব মূর্ত্তি হইবেন, ইহা নিঃসংশয়। বস্তুতঃ নাম ও ব্রহ্মের ঐক্য একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মদুর্ব্বল কলিকালে নামোপাসনা, নাম জপ, নাম ধ্যান, নাম সঙ্কীর্ত্তনই বিষয়াসক্ত জীবের প্রকৃতি সুলভ সহজ সাধনা। সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি বেদ এবং বেদান্তেও এই নাম উপাসনার অল্পাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন ছান্দোগ্য শ্রুতির নারদ সনৎকুমার সংবাদে "সোঽহং ভগবো মন্ত্র বিদেবাস্মি" ইত্যাদি। "সযো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইত্যন্ত ৭ম অধ্যায় ১ম খণ্ডের ৩য় ৪র্থ ৫ম সংখ্যক মন্ত্র গুলিতে নাম উপাসনার

স্পষ্ট উল্লেখ আছে। দর্শন রাজ বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায় ২য় পাদ ২৪ সূত্রে "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" ৪র্থ অঃ ১ম পাদ, "ন প্রতীকেন হি সঃ।"

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" ৪র্থ ৫ম সূত্র ও ভাষ্যে এ বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা আছে। প্রথমোক্ত সূত্রের সংরাধন শব্দের ভাষ্যে "ভক্তিধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানং" এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। উহার রত্নপ্রভা নাম্নী বিখ্যাত টীকায় "ভক্তিধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্মনশ্চিত্তে প্রকর্ষেণ নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং জপ নমস্কারাদি রাদি শব্দার্থ।" এইরূপ বিবৃতি আছে। উহার তাৎপর্য্য, ভক্তি ও ধ্যান সহকারে প্রত্যগাত্মার সম্যক্ প্রকারে চিত্তে ধারণার নাম প্রণিধান। আদি পদে জপ ও প্রণাম প্রভৃতি বুঝিবে। প্রাজ্ঞ পাঠক আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর প্রণিধান, জপ ও ধ্যানের কথাগুলি এখানে একবার স্মরণ করিবেন। এ স্থলের জপ শব্দে নাম বা মন্ত্র জপ এবং ধ্যানের অর্থ রূপ চিন্তাই বুঝাতেছে। অনামা ব্রহ্ম বা ভগবানের জপ ও অরূপ ঈশ্বরের ধ্যান কূর্ম্ম লোমের কম্বলে শীত নিবারণের প্রয়াস তুল্য। উত্তরকালে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ শাস্ত্রে নাম ব্রহ্মের একত্বের বিস্তর প্রমাণ আছে। কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু সুধী সমাজ অবশ্য সে সকলের কিছু না কিছু সন্ধান রাখেন। আমি এক্ষণে বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী পাদের নাম নামীর অভেদ সিদ্ধান্ত বিষয়ক ২।১টী প্রমাণ উদ্ধার করিয়া এ সন্দর্ভের উপসংহার করিলাম। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক প্রখ্যাত ভক্তি নিবন্ধের ২য় লহরীতে উক্ত হইয়াছে,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নাম নামিনোঃ॥"

অর্থাৎ চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট পূরক (শ্রীহরি) ইত্যাদি নাম, সচ্চিদানন্দতনু নিত্যনিরঞ্জন নিত্যমুক্ত সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। যে হেতু ভগবানের নাম ও ভগবান্ অভিন্ন। ভক্তিরহস্যবিদ্ জীব গোস্বামী তৎকৃত বৈষ্ণব দর্শন কোহিনুর শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে এই দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা স্থলে লিখিয়াছেন, "যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহ রূপেণ চক্ষুরাদা বুদয়তে তদেব নাম রূপেণ বাগাদাবিতিস্থিতং, তস্মান্নাম নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব।" অথাৎ একই সচ্চিদানন্দ রসময় তত্ত্ব জীবের কল্যাণার্থ নাম ও নামী এই দুইভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। নামী শ্রীভগবান্ সাধনার পরিপাকে যখন সাধক ভক্তের প্রেমাঞ্জনস্ফুরিতলোচনে ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তিতে বিরাজিত হন, তখন তিনিই আবার নামরূপে ঐ সাধকের সেবাসিদ্ধ হইতে

থাকেন। অতএব নাম ও নামীর স্বরূপতঃ অপার্থক্য বশতঃ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার কালে শ্রীভগবানের নামেরও সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। তোমার আমার নামের মত শ্রীভগবানের নাম আকৃতি ও স্বরূপে (তত্ত্ব) কোনও পার্থক্য নাই। আমাদের নামরূপ গুলি অবিদ্যাকৃত গুণ সমষ্টি, সুতরাং অনিত্য ও প্রাকৃত। গুণাতীত শ্রীভগবানের নাম বিগ্রহ ও স্বরূপ এ তিনই এক পদার্থ সুতরাং অপ্রাকৃত ও নিত্য। এজন্য অবিদ্যক গুণময় প্রাকৃত নামের জপাদিতে নির্গুণ অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবন্নাম জপাদির তুল্য ফল লাভ হয় না। নারায়ণ শিলায় ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উচ্চারিত হইলে সকল নামই ফলদ হইতে পারে। অজামিলের মুক্তির প্রতি নারায়ণ নামোচ্চারণের সহকারিতা থাকিলেও উহার প্রাক্তন সুকৃতিলব্ধ সাধুসঙ্গের মহিমাই তৎকালে ঐ নামোচ্চারণের প্রযোজক হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এ জন্য যমবন্ধনমুক্ত অজামিলকে পুনরায় সাধনার দ্বারা ভগবদ্ধাম লাভ করিতে হইয়াছিল। বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে সুপরিব্যক্ত আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় এ বিষয়টী আবার সুব্যক্ত হইয়াছে। সিদ্ধ গ্রন্থকারের মীমাংসা "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই ত সমান—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

এই সুগভীর রহস্যটী পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অতএব (ভগবান্ ও ভগবানের নাম অভিন্ন বিধায়) শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হন না। ভগবতী শ্রুতি এই ভাবটী লক্ষ্য করিয়া "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নৈববাচা" ঘোষণা করিয়াছেন। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় রূপ

কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ ভূত নাম গ্রহণে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে, নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যাংশু বিকাশের ন্যায় সচ্চিদানন্দ ঘন নাম আপনা আপনি স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্ত ভক্ত হৃদয়ে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমোদয়ের মত সাধনা সিদ্ধ ভক্তের রসনায় শ্রীনাম মূর্ত্তি সতত বিরাজিত হন। ভক্ত কবি যদুনন্দন এই উচ্চতম অবস্থার পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরাতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম মাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়।
কি কহিব নামের মাধুরী ;
কেমনে অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা,
কৃষ্ণ এই দু আখর করি।
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে,
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম,
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে।
কৃষ্ণ দু আখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥"

এই গীতি কবিতাটী শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত বিদগ্ধ সমাজ রঞ্জন "বিদগ্ধ মাধব" নামক নাটকের প্রথম অঙ্কধৃত "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" ইত্যাদি রসময়ী সংস্কৃত কবিতাটীর অনুবাদ হইলেও, হীরক হইতে হীরক মুকুটের ন্যায় নিপুণ শিল্পীর সুদক্ষ হস্তের রচনায় ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধন্য বঙ্গভূমি! ধন্য বঙ্গভাষা! আর ততোধিক ধন্য আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে ভাগীরথীর প্রবর্ত্তক ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্র, যাহার অহেতুক কৃপায় আজ আমরা পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গম সন্নিহিত ত্রিতাপ নাশিনী বঙ্গ সাহিত্য সুরধুনীর অমৃত প্রবাহে সুখাবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। এ যুগের নাম সাধনা সুলভ হইলেও অপ্রেমিকের পক্ষে উহা অতি দুর্লভ। ঔষধের বাজার যত নিকট ও ঔষধ যত সুলভ হয়, রোগ ও রোগীর সংখ্যা ততই বাড়িয়া

...াগযন্ত্রে কীর্ত্তিত হইতে যায়। শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ, ভজন, নিষ্ঠা ব্যতিরেকে ... ব্রহ্ম ...রিনামে কলির জীবের রুচি হয় না। কাজেই অরুচি তিক্ত রসনায় শর্করার ...ায় জীবভোগ্য এই সুধানিন্দী নামরসের আস্বাদন লাভে চির বঞ্চিত রহিয়া যায়। ভক্ত চূড়ামণি তুলসীদাস জীবের এই নিদারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া ... ...স্বরে গাহিয়াছেন,—

"রাম রাম সব কোই কহে ঠক্ ঠাকুর্‌কা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রিসাৎ নাহি তুলসী নন্দকিশোর॥"

গৃহপালিত শুকের "বুলির" মত কেবল লোক দেখানি নাম করায় ভগবৎ ...পা লাভ হয় না। চাই নামে রুচি ও তজ্জনিত আনন্দ সম্বোধ। নামে রুচিই প্রেমের অঙ্কুর। প্রেমের অসদ্ভাবে অলবণ ভূরি ভোজের মত নামরসের মধুর ...াদও বিষম বিস্বাদ বোধ হয়। এই সন্দর্ভে প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ নামটী শ্রীহরি, ...ারায়ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামের উপলক্ষণ! এটী একালের তথা কথিত ...রাগী দলের ভিক্ষা সংগ্রহের সংকেত মাত্র নহে। "হরের্নাম হরের্নাম হরে-...মৈব কেবলং।" ইত্যাদি প্রমাণ যেমন আচণ্ডাল মানবের সুবিজ্ঞাত, "প্রভা-...তে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।" "গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈ-...পি।" ইত্যাকার সুবহুল শাস্ত্র বাক্যও তেমনি আর্য্য সমাজে চির প্রচলিত। ...শ্ব প্রচলিত এ সকল লৌকিক প্রমাণ ছাড়া কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক ভূরি ভূরি বৈদিক ও স্মার্ত্ত প্রমাণ বিদ্যমান। অতি প্রসঙ্গ ভয়ে ঐ সকল প্রমাণ উদ্ধার ...য়াস পরিহৃত হইল। বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবর্ণ সম্প্রদায় ভেদের তুঙ্গ ...চীরের ব্যবধান নাই। ভক্তবর দরাফখাঁর পবিত্র জীবন কাহিনী ও তৎকৃত ...ত্যক্তং জননী গণৈঃ যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ বান্ধবৈঃ।" ইত্যাদি ভক্তি সরস ...পূর্ব্ব কবিত্বময় গঙ্গাস্তব ইহার আকল্প স্থায়ী অমর সাক্ষী! পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্য ...গবত গ্রন্থে ভক্তপ্রবর যবন হরিদাসের,—

"শুন বাপ সবারি একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে॥
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
শুদ্ধ এক নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয়॥"

এই সুমহতী উক্তি স্মৃতি শ্রুতির অর্থের মত ঐ সাক্ষ্যের বর্ণে বর্ণে সমর্থন ...রিতেছে। কাল মহিমায় ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে মহাত্মা হরিদাসের মহা-

বাক্যোক্ত পরমার্থের পবিত্র সিংহাসন আজ স্বার্থের দ্বারা অধিকৃত! তাই আজ জাতির সার্ব্বজনীন মুক্তিপীঠ সাহিত্যেও সাধু অসাধু ভাষা, গ্রাম্যতা নাগরিকতা, স্বদেশিকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি কত শত অসংখ্যবিধ স্বার্থ সংসৃষ্ট ভেদ নীতির তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। আজ বঙ্গ সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া আমরা যদি অন্ততঃ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃ-ভাষার কালবিজয়ী অর্চ্চনা মন্দির নির্ম্মাণে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় অভেদে যথাশক্তি যত্ন করিতে প্রতিশ্রুতি পাশ-বদ্ধ হই, তাহা হইলে জাতীয় মুক্তিমন্ত্র "বন্দেমাতরম্"এর মহার্থ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার আপ্রাণপাতশ্রম ধীরে ধীরে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, বুঝিতে পারা যাইবে।

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ-পথ।

(ভানুমতী ও অমলা।)

ভানু। অমলারে, যে অবধি বাধিল সমর
কায়মন সঁপি নিরন্তর পূজিতেছি
কুলের মঙ্গল তবে দেব দেবীগণে ;
কি করিলা সবে, এবে বিরূপ কৌরবে,
কুলদেবে ঘোর রণার্ণবে অসময়ে
ফেলিলা ঠেলিয়া ;
স্মরিলে সে নিশি হৃদিকম্প হয় মনে,
কি কুক্ষণে দ্রোণ গুরু সনে
করিলা মন্ত্রণা কুরু ধরিতে ধর্ম্মেরে ;

* সত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

চক্রব্যূহ করি মহারণে—
উল্লাসে দেবর ভাগ, উদ্দীপ্ত সবাই,
লক্ষণ কুমার ধেয়ে প্রণমি চরণে
কহিল, "জননী শঙ্কা ঘুচিল তোমার
পাণ্ডব সংহার হবে কালিকার রণে"
গুরু ভয় গণি মনে আইনু হেথায়
দেবী পায় বিল্ব জবা করিতে অর্পণ ;
গজানন জননী অপর্ণা প্রীতি পূর্ণা
পাণ্ডবেরে, পূজা মম ঠেলিলা চরণে ;
হেরিলাম ধ্যানে চামুণ্ডার পীঠতলে
যেই চিত্র, ফলিল সকলি পরদিনে ;
কালরণে চিরতরে দিনু বিসর্জ্জন
অভাগীর ধন তনয় লক্ষণে, সখি
না জানি কেমনে এখন বাঁধিছি প্রাণ
পাষাণী জননী ; বালিকা রমণী তার
শুন কান দিয়া কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
বাজে হৃদে শত শেল সম সে রোদন,
অনুক্ষণ সমস্বরে প্রতি ঘরে ঘরে
পতি পুত্র শোকে কাঁদে কুরু বধুগণে,
নৈশ সমীরণে ভাসে সে বিলাপ ধ্বনি ;
ততোধিক কাঁদি সখি আমি হৃদি মাঝে,
অন্তর্যামী জানেন কেবল, পুত্রশোকে
কত কাঁদে মায়ের পরাণ ; ভগবান,
কোন দোষে দূষি ভানুমতী তব পায়!
যাজ্ঞসেনী সতী রোষে হায় এতদিনে
মজিল কৌরব কুল; কপাল মালিনী ?
নানা উপহারে মাগো পূজিনু তোমায়,
শ্মশানের প্রায় করিলা হস্তিনা পুরী
শ্মশান বাসিনী।

অমলা। দুর্গতি নাশিনী দুর্গে ত্রিতাপ হারিণী

হরিবেন দুঃখভার কৌরবেন্দ্রানী তোমার,
ভক্তি ভাবে পূজ পুনঃ চণ্ডিকা চরণ,
তরণী অপারে ঘোর বিপদ সাগরে
তরিবারে কুল দাত্রী কুল কুণ্ডলিনী।

ভানু। অমলারে সুবচনী তুমি !
কহি সত্য পূজি নিত্য দেবী কাত্যায়নী,
আজি পশিব মন্দিরে
কেনরে চরণ বাধে, প্রাণ উভরায় কাঁদে,
বুঝিবা সে কুস্বপন ফলে মোর ভালে।

অমলা। কিবা সে স্বপন দেবী ?

ভানু। ঘোর নিশাকালে কমলা দেউলে
কেশব বাসনা দেবী রমাপদ ধ্যানে
আছি মগ্ন; হেন কালে সহসা মন্দির
উঠিল কাঁপিয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
শত অশনির সনে, স্বনিল গগন ;
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন না বুঝিনু,
অজানিতে মেলিনু নয়ন,—
হেরিনু সম্মুখে দেবী কমল বাসিনী
হেম কমলিনী নিভ বিমল বদন
বিষাদে মলিন যেন, সম্বোধিলা মোরে
মৃদুস্বরে, কাঁপিল হৃদয় সেই স্বনে;
"কুরুকুল রাণী কুললক্ষ্মী আমি তব,
বহুদিন ভক্তিভাবে পূজিলা আমায়
সেই তরে
চঞ্চলা অচলা আমি ছিনু তব ঘরে ;
রত পাপাচারে সদা কৌরব ঈশ্বর
নিরন্তর পীড়িছে আমারে, পাপে ত্যজি
দেব পুরন্দরে করি বাস অতল সলিলে,
পাপ পূর্ণ কুরু পুরী ত্যজিব এখনি,
হের চিত্র নিয়তি লিখন"

দেখিনু অদূরে বিকট বিশাল রণস্থল,
রথ অশ্ব গজ পত্তি চতুরঙ্গ দল,
গত জীব লোটায় ভূতলে ;
কোলাহলে শিবা শ্বান শকুনি গৃধিনী,
চিতানল গগন স্পর্শিনী
ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলিছে চৌদিকে,
একে একে কুরু রথীগণে
যেন সে আগুণে
কুসুম কোমল দেহ ঢালিছে উল্লাসে।
ঊর্দ্ধ শ্বাসে ধাইনু সেথায়,
কি হেরিনু হায়,
চন্দ্র যেন ধরণী শয়নে,
গড়াগড়ি যায় চন্দ্রবংশপতি পতি মম;
কাঁদি উচ্চে জাগিয়া উঠিনু
পুনঃ না পাইনু কমলায় হেরিতে ; অমলা
অন্ধকার দেবাগার,
দীপালোক নিভেছে তখনি।

অমলা। রাজেন্দ্রাণী ! দুঃখ ভরা হৃদয় আগারে,
কল্পনার কৌতুক কতেক,
কত খেলা কতভাবে খেলে কুহকিনী
কেবা জানে,
দিবস যামিনী ধনী মানস নয়নে
ধরিছে বিচিত্র চিত্র বিভীষিকা ময়,
নাহি অমঙ্গল ভয়; তাহে মহারাণী
সর্ব্বানী সর্ব্ব মঙ্গলা শিবে শুভঙ্করী
করিবেন কল্যাণ কৌরবে,
ভক্তি ভাবে চণ্ডিকা চরণে
দেহ পুষ্পাঞ্জলি সতি পতির কল্যাণে ;
এবে মঙ্গল পূজার আয়োজন লয়ে

সখিগণ আছে অপেক্ষায়,
চল পশি মন্দির মাঝারে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-সভা।

(শ্রীকৃষ্ণ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি।)

যুধি। সমুদ্র কল্লোল সম সৈন্য কোলাহল,
গজের গর্জ্জন ঘোর শঙ্খের নিস্বন,
ধনুর্ঘোষ রণবাদ্য অশ্ব হ্রেষারব;
ভীষণ আরাবে শুন উঠে শূন্য পথে,
আবার কি কৌরব প্রধান রণে আসে,
কহ বৃকোদর কিছু পার কি বুঝিতে ?
কৌরব ভরসা কর্ণ গাণ্ডিবীর শরে
পড়িল সমরে যবে কালি,
অসহায় দুর্য্যোধন "হা হা কর্ণ" বলি
ভঙ্গ দিল রণ রঙ্গে হতাশ্বাস হয়ে,
পাছে পাছে যুযুধান শিখণ্ডী দুর্জ্জয়
পাঞ্চাল প্রমুখ করি প্রচণ্ড প্রতাপে
প্রমথিল কুরুদলে, মাতঙ্গ মণ্ডল
মত্তে যথা নলবন মত্ত মধুকালে ;
সেই পরাজিত প্রমথিত কুরুসেনা
আবার কি বলে আজি নাদিছে ভৈরবে ?
কোন মহারথী আজ সেনাপতি হয়ে
পুড়িতে ইচ্ছিল গাণ্ডিবীর শরানলে ?
ওই শুন ভীষণ আরাবে ভেদ করি
শত শত অশনি সম্পাত পরাভবি

কার সিংহনাদ আজ উঠিছে অম্বরে ?
কহ ভাই ধনঞ্জয় জান যদি তুমি।

অর্জ্জুন। কুলিশ নিস্বন নিভ ঘোর সিংহনাদে
গর্জ্জে রাজা রৌদ্রকর্ম্মা অশ্বত্থামা বলী,
বুঝিবা দুর্ম্মতি পাপ কৌরব ঈশ্বর
বরিয়াছে গুরুপুত্রে সেনাপতি পদে ;
পিতৃবৈর স্মরি বীর মহা ক্রোধভরে
সাজে রণোল্লাসে, তায় গর্জ্জে অরিদল,
অন্য রথী নহে রাজা, দ্রোণের নন্দন
পিতা সম অদ্বিতীয় দীক্ষা ধনুর্ব্বেদে,
রথি শ্রেষ্ঠ শীঘ্র হস্ত রুদ্র পরাক্রম,
হইবে ভীষণ রণ আজি ; গুপ্তচরে
তত্ত্ব জানিবারে প্রেরিতে উচিত ত্বরা,
রচিব অদ্ভুত ব্যূহ কেহ নাহি জানে,
নতুবা অনর্থ হবে রাখিতে বাহিনী,
যাও সহদেব।

সহ। আগে প্রেরিয়াছি চরে
তত্ত্ব জানি এই ক্ষণে ফিরিবে শিবিরে।

ভীম। তব যোগ্য কথা এই নহে ধনঞ্জয় !
ভীষ্ম দ্রোণে কর্ণ আদি জিনিয়া সমরে,
কোন্ ছার অশ্বত্থামা তোমার গোচরে ?
তোমার শতাংশ তুল্য তারে নাহি গণি !
বলিছ যে ধনুর্ব্বেদে হয়েছ দীক্ষিত,
কোন অস্ত্র বিদ্যা আছে তব অগোচর !
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন
সর্ব্ব দেবে দিব্য অস্ত্র প্রদানিল তোমা
তুমি না জান আপনা, সদা আপনা বিস্মৃত,
তেঁই এই কীটগুলা বিক্রম প্রকাশে ;
বিশেষ আচার্য্য পুত্র আর বাল সখা
সেই হেতু সদা তুমি ক্ষমা কর তারে

ক্ষম বা না ক্ষম তুমি আজিকার রণে
ভীম হস্তে কোন রথি না পাবে নিস্তার ;
মোক্ষ ভার আমার লইনু নিজে মাগি ;
হের দেখ যম দণ্ড সম ভুজদ্বয়,
সাপটি প্রচণ্ড গদা প্রবেশিব রণে,
আজি দুর্য্যোধনে উরু ভাঙ্গি পাড়িব ধরায়,
আজি ধর্ম্মরাজে হস্তিনার সিংহাসনে
করিব স্থাপন, এই দৃঢ় পণ মম।

ধৃষ্ট। সাধু সাধু বৃকোদর শত্রু নিসূদন !
তোমার বিক্রমে দেবাসুর নহে স্থির,
ভীমে সেনাপতি কর ধর্ম্ম নরপতি,
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিবে দুর্ম্মতি কৌরবে ;
পিতা হ'তে পুত্র শ্রেষ্ঠ নহে কোন কালে,
দ্রোণাচার্য্যে বধিয়াছি এই খড়্গাঘাতে
কোন কীট দ্রোণী, তারে নাহি গণি !
সম্মুখ সমরে এই দিব্য খড়্গাঘাতে
ভরদ্বাজ বংশ নাশ করিব নিশ্চয়।

সাত্যকি। হেন গর্ব্ব ধৃষ্টদ্যুম্ন না সাজে তোমারে !
হা হা বীর কোন কর্ম্ম করি, কহ মোরে
হেন গর্ব্ব কর এই বীরেন্দ্র সমাজে ?
কোন লাজে চাহ একা জিনিবারে তারে,
প্রশংসে সদাই যারে রথীন্দ্র ফাল্গুনী ?
যবে সে গুরুর গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ
তেয়াগিয়া ধনুঃশর, প্রায়োপবেশনে
জীবলীলা করি ত্যাগ চলিলা অমরে,
তুমি জ্ঞান-অন্ধ হ'য়ে খড়্গের আঘাতে
কাটিলা তাহার শির ; কিন্তু দ্রোণাত্মজ
অজেয় বীর, ডরে শমন যাহারে,
আহ্বান সমরে তারে কোন কর্ম্ম করি ?
কহ সত্য দ্বৈরথ সমরে বাহুবলে

জিনিয়াছ কবে কোন কৌরব রথীরে ?
ব্রহ্মবধ গুরুহত্যা অন্যায় কপটে,
ধিক মানি হেন গর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ গোচরে।

ধৃষ্ট। ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তোর বীর অহঙ্কারে !
ভুরিশ্রবা হস্ত যবে কাটে ধনঞ্জয়
প্রায়োপবেশনে ছিলা শর শয্যাপরে
তুমি তার শিরশ্ছেদ করিলা পামর,
এখন আমায় কটু বলিছ সভায়।

সাত্য। হা রে নীচ পাঞ্চাল পাতকী।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও হে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ;
হও স্থির, আসন্ন বিপদে না যুয়ায়
আত্ম পক্ষে দ্বন্দ কভু ; এবে হে পাঞ্চাল
মানি আমি তুমি মহাতেজা, মানি আমি
বৃকোদর এ সংসারে অজেয় সবার,
কিন্তু দ্রোণী ক্রূর কর্ম্মা, এক ধনুর্ব্বেদ
দুষ্টে করে ভেদ লক্ষ্য অশক্য সবার,
স্পর্শে যার যায় পুড়ি বিশ্ব চরাচর
হেন ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশির ব্রহ্মবাণ
রহে সদা দীপ্তমান তার করতলে ;
ভুমণ্ডলে পার্থ বিনা কেবা শক্তি ধরে
দ্রোণীরে নিবারে, যারে না আঁটে শমন ;
ধরহ গাণ্ডিব জিষ্ণু ভীম তমোগুণে
রুদ্র পরাক্রমে আজি দ্বৈরথ সমরে
নিস্তেজ করহ এই দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণে ;
সহজ অমৃত মণি বিভূষিত শির,
যার গুণে রণে দ্বিজ শ্রম নাহি জানে,
মোক্ষ ভার তাজি তব অশ্বত্থামা জয়ে।

(দূতের প্রবেশ।)

যুধি। কহ ক্ষত্র কি সংবাদ বিপক্ষ শিবিরে
পশিবে কি কৌরবেন্দ্র সমরে আবার ?

দূত। ধর্ম্ম অবতার দেব অবনী ঈশ্বর!
কুরুবর শল্যে আজি বরিলা সমরে,
আচার্য্য তনয়ে রণে করিয়া প্রমুখ
মদ্ররাজ প্রবেশিবে কুরুক্ষেত্র রণে,
নাদিছে কৌরব সেনা বীর মদে মাতি
সেই হেতু।

ভীম। হা হা! ভীষ্ম আচার্য্য প্রধান
কর্ণ আদি মগ্ন যেই সমর সাগরে
সেই মহার্ণবে কিনা শল্য মদ্ররাজ
কাণ্ডারী হইলা কুরু সৈন্য তরণীতে!
গদাযুদ্ধে মাতুল সে বিখ্যাত সংসারে,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ভীমের প্রতাপ
জেনেছেন ভাল মতে, তারে কিবা ভয়;
অশ্বত্থামা পার্থে ভার পরাজিতে তারে,
দিবাকর অস্তাচলে চলিবার আগে
ধৃতরাষ্ট্র বংশ নাশ করিব নিশ্চয়,
নাহি হয় এই করে গদা না ধরিব
পালিব প্রতিজ্ঞা, নহে ত্যজিব জীবন
প্রবেশিয়া প্রজ্জলিত অনল মাঝারে।

যুধি। নাহি জানি কি হইবে কে বলিতে পারে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু অন্যথা না হবে;
কিন্তু এই ভাবি মনে নিরুৎসাহ এবে
হইয়াছে দুর্য্যোধন কর্ণের নিধনে,
করিলে করিতে পারে সন্ধির নিয়ম;
হায় বিধি, কবে তুমি কৌরব ঈশ্বরে
প্রদানি সুমতি, রক্ষা করি কুরুকুল,
বিপুল ভারতে দিবে শান্তির আশ্রয়;
দিন দিন ক্ষত্র বংশ হইতেছে ক্ষয়,
নাহি স্থান এ ভারতে যথায় এখন
বীর মাতা, বীর পত্নী, বীর সহোদরা,

হাহাকারে নাহি কাঁদে দিবস শর্ব্বরী;
সপ্তদশ দিনে পঞ্চদশ অক্ষৌহিণী
ক্ষত্র বংশোদ্ভব বীর নিহত সমরে;
এখনও সম্প্রীতে যদি মানী দুর্য্যোধন
সন্ধি বন্ধে দেয় মন, তবে সুমঙ্গল,
নতুবা এ রণজয়ে নাহি সুখ মোর;
কারে লয়ে রাজ্য ভোগ করিব সংসারে?
প্রজা শূন্য রাজ্য বনতুল্য মোর মনে;
কহ দেব নারায়ণ বিহিত [illegible]।
যদি তব অভিমত, যুযুধান ত্বরা
কৌরব শিবিরে গিয়ে মম পক্ষ হয়ে
করুন প্রস্তাব সন্ধি বিহিত বিধানে।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য ধন্য ধর্ম্মরাজ পাণ্ডব প্রধান।
তোমা সম ক্ষমাবন্ত নাহি এ জগতে;
সত্য ধৃতি শান্তি ক্ষমা তোমাতে আশ্রিত,
বিরাজিত রাজধর্ম্ম তোমাতে সর্ব্বথা;
সন্ধি হতে শান্তি লভে রাজ্যে প্রজাগণ,
প্রজার মঙ্গলে রাজা সুখী চিরকাল;
কিন্তু সন্ধি কে যাচিবে, জেতা কি বিজিত?
জেতা যদি, তবে রাজধর্ম্ম কোথা থাকে।
বিজিত বৈরীর দ্বেষ ক্রোধ অমর্ষণ
যদি না হইল উপশম, তবে পুনঃ
সন্ধি মধ্যে নব বল করিয়া সঞ্চয়,
হিমান্তে ভুজঙ্গ যথা তীব্র তেজধরে,
পশিবে সমরে পুনঃ; শান্তি কোথা তবে?
এক দংষ্ট্রা ভঙ্গ করি কে ছাড়ে শার্দ্দূলে
সর্পের লাঙ্গুলে বাড়ি মারি কোন জন
নিরাপদে বসি ভাবে আপন কল্যাণ?
সর্পের সদৃশ খল দুষ্ট দুর্য্যোধন;
আজন্ম হিংসিছে তোমা সবে বিনা দোষে;

এখন সে পুত্র ভ্রাতা বান্ধব নিধনে
জাতক্রোধ পাণ্ডবেরে, নাহি জানে ক্ষমা ;
কদাচিৎ ক্ষমা নাহি করিবে তোমায় ,
এই বীর বৃকোদর সখা ধনঞ্জয়
কেমনে ক্ষমিবে ঘটোৎকচের মরণ ?
কেমনে ক্ষমিবে তারে অন্যায় সমরে
সপ্তরথী মিলি মারে অভিমন্যু বীরে
নিরস্ত্র কবচ হীন যবে পুত্র বর ;
উভয় কুলের হিত সদা চিন্তি আমি ;
প্রাণপণে চেষ্টিয়াছ করিতে স্থাপন
সখ্য ভাব দুই কুলে বহুদিন হতে,
কিন্তু অহঙ্কারী মানী কুরু কুলাধমে
না শুনিল হিত বাণী, সবংশে মজিল ;
জ্ঞাতি বধ, কি করিবে নাহি চারা আর !
যে বিপুল আর্য্য রাজ্য তব করাশ্রিতে,
তার সুমঙ্গল তরে তুচ্ছ জ্ঞাতি ক্ষয় ;
ভয় না গণিবে মনে, ব্রণ ক্ষত কর
ত্যজে যথা বিজ্ঞজনে শরীরের তরে।
কি বলহে বৃকোদর, সখা ধনঞ্জয়,
আর সমবেত যত মহারথী গণে ?

ভাম। সাধু সাধু নারায়ণ পুরুষ প্রধান
তোমাতেই ক্ষত্র ধর্ম্ম স্বতঃ বিরাজিত !
জলধিতে বারি যথা, বাতে শৈত্য গুণ,
বহ্নিতে দাহন শক্তি, ধরা ভার সহি,
তোমাতেই রাজধর্ম্ম আছে বিদ্যমান ;
ক্রোধ নাহি ক্রোধ কালে রাজা যুধিষ্ঠিরে,
শত্রু করে তেঁই সহি এত অপমান ;
কি ছার কৌরব সেনা তোমার প্রসাদে
ইন্দ্র যম অরুণ বরুণে নাহি ডরি,
দেহ অনুমতি দেব দিব্য গদা ধরি

ভরত বংশের কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনে
বিনাশি প্রতিজ্ঞা মোর রাখি মহীতলে !

অর্জ্জুন। সাজহে সঞ্জয় কেকয় পাঞ্চালগণ !
রচিব বিচিত্র ব্যূহ দেবের দুর্গম ;
হিমাদ্রি যেমতি রোধে যাদপতি গতি,
রোধিব বিপক্ষ পক্ষ প্লাবন সবলে,
আপনি থাকিব আমি সাজি ব্যূহমুখে,
দেখিব কি শক্তি ধরে আচার্য্য তনয় ;
নিস্কৌরবা হবে পৃথ্বী আজিকার রণে।

(সকলের প্রস্থান।)

ক্রমশঃ।

উপহারের মূল্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র।

ব্রাহ্মণের ছেলে—নামটি মৃগাঙ্কশেখর। স্বভাবটি বিশেষ ভাল না হইলেও মোট কথা মন্দ নয়। বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। সে কাহারও সহিত মিশে না এবং প্রায়ই বাড়ীর বাহির হয় না, কিন্তু তার একটী ভয়ানক ঝোঁক ছিল—সেটী হচ্ছে মাছ ধরা। প্রত্যহ স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া তাহাদের পাড়ার মুখুজ্যেদের পুকুরে গিয়া ছিপ্‌টী হাতে করিয়া বসিত এবং প্রায়ই বিফল মনোরথ হইয়া বা কোনদিন একটী এক ছটাক্ ওজনের মাছ লইয়া গৃহে ফিরিত। তাহার পিতা মাতা তাহার জন্য কত বকিতেন, এমন কি মারিতেন পর্য্যন্ত—কিন্তু তাহার সে নেশা কেহই ছাড়াইতে পারিল না।

সেদিন শনিবার। বেলা ৩টার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্কুল হইতে বাড়ী আসিল। আজ মৃগাঙ্কের ভারি আনন্দ ; স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় সমস্ত ছাত্রকে ডাকিয়া একটি সভা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, "যে এক বৎসরের মধ্যে একটি মহৎ কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাকে এই স্কুলের সম্পাদক মহাশয় একটি স্বর্ণ-

পদক এবং ৫০৲ টাকার পুস্তক উপহার দিবেন।" মৃগাঙ্কের সহপাঠী সুধীর এক রকম নিজের মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, উক্ত পুরস্কার তাহারই করতলগত হইবে। সে বলিয়াছে যে, "আজ হইতে আমি মহৎ কার্য্যের সুযোগ খুজিয়া বেড়াইব।" কিন্তু কেহই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিল না যে, মহৎ কার্য্যটী কিরূপ শ্রেণীর হইবে। অমল বিজ্ঞের মত মাথা ঘুরাইয়া বলিল যে, "আমার মনে হয় মশক কুলকে ধ্বংশ করিতে পারিলে একটী মহৎ কার্য্য করা হয়, কেন না তাহাতে ম্যালেরিয়া জ্বর আমাদের দেশ হইতে দূর হইতে পারে।" "শৈলেন বলিল—উহু, আমার বিশ্বাস যে, হরে গোয়ালার দুধের ভাঁড় যদি কেউ রোজ রোজ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটী মহৎ কার্য্য করা হয়, কিম্বা নরহরি পোদ্দারের টাকা কৌশল করিয়া, গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহলে যে, একটি অতীব মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই—কারণ হরে গয়লা ১ সের দুধের সহিত কম পক্ষে ৫ সের জল মিশায়; আর ঐ নরহরি বেটার কথা আর কি বল্‌ব, সে যদি কাহাকেও ১৲ টাকা ধার দেয়, তাহলে এক বৎসরে সুদ হয় বোধ হয় পঞ্চাশ টাকা, টাকা শোধ করা ত দূরের কথা। এই দুটো লোক আমাদের গ্রামকে ধ্বংশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। আমার ধারণা এই যে, এই দুটো লোককে যদি কেউ জব্দ করতে পারে, তবে আমাদের গ্রামখানি কেন অনেক লোকেরও উন্নতি সাধন হইতে পারে।" তাহার কথা শুনিয়া এবং বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া কোন বালকই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সকলেই হো, হো, শব্দে হাসিয়া উঠিল।

আজ মৃগাঙ্কশেখর বাড়ী আসিয়া আর বাহির হইল না। তাহার নিজের ঘরের খাটের উপর শুইয়া একমনে আজ হেডমাষ্টার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার মাষ্টার মহাশয় যে মহৎ কার্য্যটীর কথা বলিলেন, সে কিরূপ হইবে? ক্লাশের পড়া ভাল ভাবে তৈয়ারী করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হওয়া? না অপরের উপকার করা? সে কিছুই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে বিরক্ত হইয়া নিজের ছিপ্‌খানি হাতে করিয়া পুকুরে চলিয়া গেল।

কখন যে একটী মাছ আসিয়া টোপ খাইবে, সেই আশায় সে একমনে ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় একটী শব্দ আসিল "মেগাদাদা।" সে তাকাইল না, তাহার ছিপের ফাৎনাটা একটু একটু করিয়া নড়িতেছিল। আবার সেই ডাক তাহার কাণে আসিল, সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, হরিশ মুখুয্যের মেয়ে

লতিকা। লতিকার বয়স প্রায় এগার বৎসর হইবে। লতিকার সঙ্গে মৃগাঙ্কের খুব ভাব। সে রোজ আসিয়া তাহার 'মেগাদাদার' মাছ ধরা দেখে এবং তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। লতিকা আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো মেগাদাদা, আজ পনের সেরী কটা রুই মাছ ধরলে?" মৃগাঙ্ক চটিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, "আজ বোধ হয় দুসের করিয়া দুইটী রুই মাছ ধরলাম, কিন্তু ও পাড়ার রাখাল আসিয়া চাহিয়া লইয়া গেল। তোর যেমন কাজ; আমি কত দিকে সাম্‌লাই বল দেখি? মাছ ধর্‌ব আবার পাহারাও দোব? তুই যদি আসতিস তাহলে কি রাখাল ঐ মাছ দুটো নিয়ে যেতে পার্‌ত? আচ্ছা তুই একটু দাঁড়া, তোকেও একটী বড় রকমের মাছ ধরে দিচ্ছি।" লতিকা মুখভার করিয়া উত্তর করিল, "তুমি যে আমায় কেমন মাছ দেবে তা আমি জানি, সে আর আমাকে বল্‌তে হবে না।" এইরূপে দুইজনে ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন যে যার গৃহ মুখে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় লতিকা মৃগাঙ্ককে কাল যে রবিবার তাহা মনে করিয়া দিতে ভুলিল না।

প্রায় ছয় মাস গত হইয়াছে। স্কুলের পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে এবং এই পরীক্ষায় মৃগাঙ্কশেখর প্রথম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে যখন দেখিল, যে প্রথম স্থান লাভ করাতেও হেড মাষ্টার মহাশয় কিছুই বলিলেন না, তখন সে একেবারে হতাশ হইয়া গেল। তখন সে ঠিক্ করিল যে, মহৎ কার্য্যটী এরূপ শ্রেণীর নয়। সে মনে মনে ঠিক্ করিল, তবে বোধ হয়, পরের উপকার করা এবং অপরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা। সে তখন হইতে যথাসাধ্য পরোপকার করিবে, তাহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিল।

আজ লতিকার বিবাহোৎসব। গ্রামের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। বর এবং বরযাত্রীরাও সকলে আসিয়াছে। লগ্ন আগতপ্রায়, এমন সময় পণের টাকা এবং গহনাপত্র লইয়া বর কর্ত্তার সহিত বচসা হইতে লাগিল এবং ইহার ফল হইল যে, বরের পিতা তাঁহার দামী পুত্রকে লইয়া আসর হইতে রাগিয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ীর মধ্যে গোলমাল আরম্ভ হইল। সকলেই অযাচিত ভাবে উপদেশের কথা বলিতে লাগিলেন। অনেকে বলিল, "তাইত একটী উপায় শীঘ্র শীঘ্র করা হউক, শেষে কি ব্রাহ্মণের জাত যাবে।" শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই লগ্নেই শৈলেনের সহিত লতিকার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিনাপণে বিবাহের পর সকলেই ভাবিল যে, স্বর্ণ-পদক নিশ্চয় শৈলেনের কপালে আছে। একে একজন ব্রাহ্মণের জাত

রক্ষা, তার উপর বিনাপণে বিবাহ করা যে একটী বিশেষ মহৎ কার্য্য তাহাতে সন্দেহ কোথায়? এই ঘটনার পর হইতে স্কুলের সমস্ত ছাত্রই আর কোন মহৎ কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিল না। তাহারা ভাবিল যে, শৈলেন যে কাজ করিয়াছে, তার চেয়ে আর মহৎ কার্য্য কি হইতে পারে? কিন্তু মৃগাঙ্কশেখর ইহাতে হাল ছাড়িল না।

ক্রমে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর মাত্র ছয় দিন বাকী আছে। কে যে পুরস্কার পাইবে, সকলেই তাহা ভাবিতে লাগিল। শৈলেন বিনাপণে বিবাহ করিয়াছে, সুধীর সর্পদংশন হইতে একজন লোককে বাঁচাইয়াছে, অমল যে দিন সুরেন মণ্ডলের বাড়ীতে আগুণ লাগিয়াছিল, সেই দিন যাহাতে আগুন নিভে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহাতে তাহার শরীরের অনেক স্থান কাটিয়া ও পুড়িয়া গিয়াছে। এই রকম আরও অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছে। কেহবা আঠারটি মশা মারিয়া দেশকে ম্যালেরিয়া শূন্য করিয়াছে, কেহবা চারটি ব্যাঙ্গ মারিয়াছে, আর কেহবা একটী সাপ বাহির হইয়াছে শুনিয়া মারিবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু সাপটিকে বহু দূর হইতে দেখিয়া সুবোধ বালকের মত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালী জাতির মান ও নাম বজায় রাখিয়াছে। এইরূপ আরও অনেক বীর পুরুষোচিত কার্য্যাবলী আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমস্ত লিখিয়াছেন এবং এই সমস্ত দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের আগের দিন কে যে উপহার পাবার যোগ্য তাহা ঠিক্ হইবে।

আজ সেই উপহার বিতরণের দিন। কাল বিশেষ কোন কারণ বশতঃ ঠিক্ হয় নাই যে, কে এই উপহার পাইবে। এখন বেলা ২টা, সভা হইতেছে। শেষে সভায় ঠিক্ হইল যে, শৈলেনই এই পুরস্কারের একমাত্র যোগ্য পাত্র। হেড মাষ্টার মহাশয়, এই সভায় একটী ছোট খাট বক্তৃতা দিলেন। তিনি আজকালকার আমাদের সমাজের অবস্থার কথা বলিলেন, এবং কিসে যে বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালা সমাজের অধঃপতন হইতেছে, তাহাও বলিলেন। তাঁহার মতে ২টী জিনিস বাঙ্গালীর ধ্বংস সাধন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ম্যালেরিয়া, দ্বিতীয়তঃ বিবাহে পণপ্রথা। তিনি ছাত্রদিগকে বিশেষ ভাবে বলিলেন, যে তাহারা যেন এই দুইটি জিনিসকে কখনও প্রশ্রয় না দেয় এবং প্রত্যেকে যেন বিবাহের সময় শৈলেনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে।

বেলা প্রায় ৩টার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। বেলা ৫টার সময় পুরস্কার বিতরণ হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সভাপতি হইবেন।

বেশী দেরী নাই বলিয়া সকলে মিলিয়া ঘর সাজাইতে লাগিল। মৃগাঙ্কশেখর হতাশ মনে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া বরাবর নদীর দিকে চলিল। তাহার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে নদীর ধারে একটী বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পাখীদের গান শুনিতে লাগিল। নদীটি যদিও ছোট, কিন্তু তাহার স্রোত এত প্রবল যে বড় বড় নদীকেও হার মানাইয়া দেয়। দূরে একটী স্ত্রীলোক স্নান করিতেছেন বা অন্য কিছু করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার প্রতি মৃগাঙ্কের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল যে, বিনাপণে বিবাহ করাই কি সব চেয়ে মহৎ কার্য্য? সে কেবল ঐ কথাই ভাবিতেছিল এবং মাঝে মাঝে নদীর দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। সে একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকাইয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, সেই স্ত্রীলোকটি আর ঘাটে নাই। তাহার মনে সন্দেহ হইল, সে ভাবিল, "তাইত যাহাকে আমি কিছুক্ষণ আগে ঘাটে দেখিয়াছি, সে এত শীঘ্র কোথায় গেল। কৈ রাস্তা দিয়া ত যায় নাই।" তাহার সন্দেহ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সে এদিকে ওদিকে তাকাইতেছে এমন সময় নদীবক্ষের মধ্য হইতে একখানি হাত উঠিতে দেখিল, আবার সে হাতখানি ডুবিয়া গেল। মৃগাঙ্ক মুহূর্ত্ত মধ্যে জামা-জুতা খুলিয়া নদীবক্ষে লাফাইয়া পড়িল। বহুক্ষণ নদীর সহিত যুদ্ধ করিয়া একটী স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বিজয়ী বীরের ন্যায় ডাঙ্গায় উঠিল। তখন মৃগাঙ্কের প্রাণবায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোনরূপে স্ত্রীলোকটিকে তীরে উঠাইয়া দেখিল যে সে—লতিকা। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞান হইয়া লতিকার পাশেই পড়িয়া গেল। সেই পড়াই তাহার শেষ হইল। তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে লতিকার জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং দেখিল যে, তাহার পাশেই পড়িয়া আছে, তাহার "মেগাদাদা" সে প্রাণপণে "মেগাদাদা" "মেগাদাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল—কিন্তু হায়! কে তাহার ডাকের উত্তর দিবে? লতিকা সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার বাবাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। দেখিতে দেখিতে নদীর ধারে খুব বড় রকমের একটী ভীড় জমিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মৃগাঙ্কের পিতামাতাও আসিলেন এবং পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাইকে তাহাকে কি তাহার পিতা মাতা ধরিয়া রাখিতে পারে? এ ক্ষেত্রেও সেই ফল হইল। এদিকে শবদাহ করিবার সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। হঠাৎ লতিকার পিতার মনে হইল যে, আজ সেই উপহার দিবার দিন। ৫টা বাজিতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী

আছে। তিনি আর দেরী না করিয়া অপর কয়েকজনের সাহায্যে মৃগাঙ্কের মৃত দেহ স্কুলগৃহের দিকে লইয়া চলিলেন। যখন তাঁহারা স্কুলে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা হইবে। লতিকার পিতা মৃগাঙ্কের মৃতদেহ বাহিরের দালানে রাখিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তখন শৈলেনকে ডাকিয়া পুরস্কার দিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনাপণে বিবাহ করা রূপ মহৎ কার্য্যের জন্য এই স্বর্ণপদক খানি ও এই সমস্ত পুস্তকাদি পাইল।" এই বলিয়া যেমন তিনি উপহারগুলি দিতে যাইবেন, অমনি লতিকার পিতা সভা মধ্যে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। সভায় সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ও প্রধান শিক্ষক মহাশয় দুইজনে দালানে আসিয়া মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে তখনও সেই স্বর্ণপদক খানি ছিল সাহেব হেড মাষ্টারকে বলিলেন, "আমার মতে এই বালকই এই শ্রেষ্ঠ উপহারে একমাত্র উপযুক্ত পত্র।" এই বলিয়া তিনি হেড মাষ্টারের উত্তরের অপেক্ষা না করি য়াই সেই স্বর্ণপদকখানি মৃতদেহের বুকের উপর ঝুলাইয়া দিলেন। সকলে মৃগা ঙ্কের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যখন তাহাকে দাহ করিবার জন্য লইয়া গেল, তখ সকলে দেখিল যে, তাহার বাঞ্ছিত পদকখানি বুকের উপর ধ্রুবতারার ন্যায় ধক্ ধ করিয়া জ্বলিতেছে!

দময়ন্তী।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

নবম অধ্যায়।

নলরাজার সারথি বার্ষ্ণেয় সেই দুরন্ত পাশাক্রীড়ার অবসরে দময়ন্তীর আদে রাজকুমার ইন্দ্রসেনকে এবং রাজকুমারী ইন্দ্রসেনাকে চেদিরাজ্যে রাজা সুব অন্তঃপুরে রাখিয়া গিয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণের অবশ্যই সে কথা স্মরণ আ

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সহোদরের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া নলরাজা রাজ্য ত্যাগী হইয়াছেন, পতিপ্রাণা দময়ন্তী দীনবেশে তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন; কোথায় গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না; লোকমুখে চেদীরাজ মহিষী এই বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রহরী ও দাস দাসী সমভিব্যাহারে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বিদর্ভনগরে দময়ন্তীর পিতৃসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, পথ প্রদর্শক পঞ্চ বণিককে যথাস্থানে রাখিয়া, দময়ন্তী একাকিনী সুবাহু রাজার অন্তঃপুর সন্নিহিত উদ্যান পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাসাদের ছাদ হইতে রাজ-মাতা তাঁহাকে দর্শন করিয়া একজন ধাত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "ঐ দেখ একটী দুঃখিনী রমণী অর্দ্ধ-বসন পরিধান করিয়া যেন পাগলিনীর ন্যায় উদ্যান সমীপে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন এই প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তুমি যাও, আমার নাম করিয়া উহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

ধাত্রী দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই আজ্ঞা পালন করিল। দময়ন্তী তাহার সহিত রাজ মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। স্বহস্তে নেত্রজল মুছাইয়া দিয়া, সান্ত্বনা বচনে রাজ মাতা বলিলেন, "কে মা তুমি? এমন মলিন বেশে একাকিনী পথে পথে ভ্রমণ করিতেছ, ইহার কারণ কি? তোমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইতেছে, আমি অতিশয় কাতরা হইতেছি! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, তবে এইখানে আমার নিকটেই তুমি থাক; আমি তোমাকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম যত্নে রক্ষা করিব।"

সাশ্রু নয়নে মুখখানি অবনত করিয়া দময়ন্তী কহিলেন, "মা! আমি বড় দুঃখিনী; আমার তুল্য দুঃখিনী জগতে নাই। দুঃখের কথা নিবেদন করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; এখন আমি সে পরিচয় দিতে পারিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রবণ করুন। আমি সৈরিন্ধ্রী, কাহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিব না, কোন পর পুরুষের নিকট মুখ দেখাইব না, পর পুরুষের সহিত কথা কহিব না, কোন কার্য্য ব্যপদেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইব না, আমার ব্রত।"

রাজমাতা তাহাই অঙ্গীকার করিলেন, দময়ন্তী দেবী রাজ অন্তঃপুরে রহিলেন, রাণীকে মা বলেন, রাণীও তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ যত্ন করেন, রাজ কুমারী সুনন্দা ছদ্মবেশ ধারিণী দময়ন্তীকে যেন সহোদরা জ্ঞানে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনমাস গত হইল।

ওদিকে নলরাজা নিদারুণ মনস্তাপে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। জীবন সঙ্গিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি তাঁহার মনে তিলমাত্র শান্তি নাই। দময়ন্তী অহরহ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে জাগেন, পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তরুতলে উপবেশন অথবা শয়ন করিলে দময়ন্তী বিরহে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। দময়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া আপন মনে তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন, "হা পতিপ্রাণা! হা দময়ন্তি! হা প্রেয়সি! এখন তুমি কোথায় রহিয়াছ? আমি নরাধম! অরণ্য মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তোমারে পরিত্যাগ করিয়া আমি রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি। হিংস্র জন্তু াকুল বিজন গহন-বনে কেমন করিয়া একাকিনী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? ুধার সময় কে তোমারে ফলমূল আহরণ করিয়া দিতেছে? হায়, হায়! তুমি রাজার কন্যা, রাজার মহিষী, শৈশবাবধি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, পরমসুখে দিন যামিনী যাপন করিয়াছ, এক্ষণে অনশনে বনভূমিতে কঠোর কর্কশ কণ্টকাকীর্ণ তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ; আমার বিরহে তাজিও প্রাণ ধারণ করিতেছ! কিংবা বিপাকে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই আমি জানি না! হা চারুশীলে! কেন তুমি দেবগণকে বঞ্চিত করিয়া এই পুরুষাধমকে র মাল্য প্রদান করিয়া ছিলে? হায়, হায়! তোমারে চির দুঃখিনী করিবার ন্যই আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

শূন্য হৃদয় নলরাজার নিরন্তর এইরূপ বিলাপ। একদিন তিনি উদাস মনে মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, হঠাৎ কোন অজ্ঞাত জীবের করুণ আর্ত্তরব তাঁহার ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল। কলির ছলনে তাঁহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, তথাপি এক এক সময়ে হৃদয়ে প্রকৃতি-সিদ্ধ দয়া মমতা জাগিয়া উঠিত। বন মধ্যে আর্ত্ত ব শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে করুণার উদ্রেক হইল, যেদিক হইতে ক্রন্দনধ্বনি াসিতেছিল, স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে সেই দিকে তিনি ধাবিত হইলেন, াকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, একস্থানে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রবল বেগে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সেই অনল কুণ্ডের মধ্যে এক ভীষণাকার অজগর সর্প দগ্ধাঙ্গ হইয়া ঐরূপে রোদন করিতেছে। রাজাকে দর্শন করিবামাত্র সেই অজগর কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! প্রাণ যায়! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তোমাকে আমি চিনিয়াছি; তোমার কৃপাতেই আমার উদ্ধার হইবে। রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। নলরাজা ত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অগ্নি-দত্ত বর সেই সময় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, তচিত্তে তিনি অগ্নিদেবকে স্মরণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শূন্য পথে দৈববাণী হইল, "তুমি স্বচ্ছন্দে দাবানল মধ্যে প্রবেশ কর, অনল কদাচ নল রাজাকে স্পর্শ করিবে না। অনলে প্রবেশ করিয়া তুমি ভুজঙ্গকে উদ্ধার কর, শ্রেয়ো লাভ হইবে।"

অগ্নি-বাণী শ্রবণ করিয়া নলরাজা নিমেষ মাত্রে জ্বলন্ত অনল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অঙ্গে কিছুমাত্র উত্তাপ লাগিল না, অঙ্গের একগাছি লোমও দগ্ধ হইল না; দাবানল তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বিপদ মুক্ত হইয়া ভুজঙ্গ তখন বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! নাগলোকে আমার নিবাস, নাগ কুলে আমার জন্ম, আমার নাম কর্কটক; দেবর্ষী নারদের শাপে আমার এই দুর্গতি ইয়াছিল; বহুদিন আমি অনলকুণ্ডে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলাম; নল-াজা আমার গাত্র স্পর্শ করিলেই অনল হইতে আমি পরিত্রাণ পাইব, শাপ মোচন হইবে, দেবর্ষির এইরূপ উপদেশ ছিল। ভাগ্যক্রমে আজ আমি তোমার র্শন পাইলাম, আমার শাপান্ত হইল।"

এই বলিয়া অজগর সেই স্থানে স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, পুনর্ব্বার বলিতে াগিল, "মহারাজ! তুমি আমার মহৎ উপকার করিলে, আমি কিছু প্রত্যুপ-র করিব। চিরদিন তুমি বনবাসি হইয়া থাকিবে না, অবশ্য লোকালয়ে প্রবেশ রিতে হইবে; এ বেশে নগর প্রবেশ করিলে লোকে তোমাকে চিনিতে পারিবে, মিও লজ্জা পাইবে, অতএব আমি তোমাকে বিরূপ করিয়া দিব!"

কর্কটক্ সেই অঙ্গীকার পালন করিল; রাজাকে দুইখানি নব-বস্ত্র প্রদান রিয়া তাঁহার পাদমূলে দংশন করিল; দংশনমাত্রে নলরাজার স্বাভাবিক রূপ বলুপ্ত হইয়া গেল, তিনি কদাকার কুৎসিৎ কলেবর ধারণ করিলেন, বিষ বীর্য্য প্রভাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইল। কর্কটক প্রস্থান কালে বলিয়া গেল, অবসর উপস্থিত লইলে, তুমি নব বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আমার নাম স্মরণ করিলে কীয় পূর্ব্ব রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।"

ধর্ম্ম বিঘ্নকারী কলি ত্রিবৎসর কাল নলরাজার শরীরমধ্যে আশ্রয় লইয়া-ছিল, কর্কটকের বিষে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া এই সময় রাজ কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহির্গত হইল, অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "মহারাজ! াপনাকে আমি পরীক্ষা করিলাম, বিস্তর কষ্ট দিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। অতঃপর

আপনি হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, রাজ্ঞী দময়ন্তী ও পুত্র কন্যা সহ পরম সুখে কাল যাপন করিবেন, জগতে আপনার অতুল কীর্ত্তি রহিল, লোকমুখে আপনি পুণ্যশ্লোক বিশেষণে কীর্ত্তিত হইবেন, প্রভাতে উঠিয়া যে ব্যক্তি আপনার পুণ্যশ্লোক নাম উচ্চারণ করিবে, সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া দেহান্তে পুণ্যধামে স্থান লাভ করিবে।”

নলরাজাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া কলি সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল। এই অধ্যায়ের নাম নলরাজার কলি ত্যাগ।

ক্রমশঃ।

কে তুমি ?

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তোমারে স্মরিয়া মুদি ছুটি আঁখ
তবপদে করি শরীর দান।
জাগরণে তুমি আস এ হৃদয়ে
তব ধ্যানে হয় শীতল প্রাণ॥
চারি দিকে হেরি বিভব তোমার
করে কলরব বিহগ চয়।
প্রভাত কমল ফুল্ল ফুল দল
অরুণের জ্যোতি জগৎময়॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥
সুন্দর দর্শন শিশুর বদন
সুমধুর হাসি মধুর ভাব।
দেখে শুনে আমি গলে যাই প্রেমে
সব দুখ মোর হয় বিনাশ॥
সংসার আগার পিতা মাতা পুত্র
পরিবার কন্যা সোদরগণ॥

কি এক বন্ধন প্রেম ভালবাসা
অপূর্ব্ব প্রভাবে চলে ভুবন॥
সবিস্ময়ে ভাবি নমি তোমায়।
কে তুমি কেমন কহ আমায়॥
ক্ষুধায় তৃষায় শান্তি লাভ করি
তোমার করুণা মনেতে হয়।
পড়িলে বিপদে সকাতরে ডাকি
তোমারে স্মরিয়া কাঁদে হৃদয়॥
না দেখি তোমারে এত ভালবাসা
দেখিলে না জানি হত বা কত।
মরি কি আশ্চর্য্য প্রভাব তোমার
না পাই খুঁজিয়া তোমার মত॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥
বরিষার কালে ঘন মেঘ মালা
আবরি গগন উঠে যখন।
ক্ষণে ক্ষণে করি বারি বরিষণ
হাসায় প্রকৃতি হাসে ভুবন॥
হেরি মেঘ মালা তোমার বিধান
অপূর্ব্ব বলিয়া মনেতে হয়।
মানুষের বুদ্ধি ধারণা অতীত
তোমার বিধান মঙ্গল ময়॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কহ কি কৌশলে পাল ধরায়॥
পশ্চিম গগনে ধরাতল শায়ী
হেরি সমুজ্জ্বল দিবস পতি।
বিমোহিত হই জ্যোতিতে তাহার
ভাবি কি অদ্ভুত তোমার গতি॥
আকাশের পটে লোহিত বরণ
হেরিয়া সুন্দর ছবি রবির।
ভাবি কত ভাবে উদয় তোমার
কত রূপ তব না হয় স্থির॥

কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥
তারকা মণ্ডিত সুনীল গগনে
হেরি পূর্ণশশী অমিয়ময়।
নয়ন পরাণ হয় সুশীতল
তখনি তোমারে মনেতে হয়॥
হাসি মুখে হেরি বিরাট আকাশ
পুন পুন চাহি শশীর পানে।
বাখানি তোমার বিচিত্র কৌশল
মজে যায় মন তোমার ধ্যানে॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥
নব জলবতী পূর্ণ কলেবরা
তটিনীর কূলে করি গমন।
তরঙ্গের নৃত্য কল্লোলের বাদ্য
দেখে শুনে ভোলে নয়ন মন।
সে সময় তুমি আস এ হৃদয়ে
শুধাই তোমারে করে আদর।
কি কৌশলে তুমি কলস্বিনী কুলে
করিলে এমন শোভা আকর॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥
আকাশের কোলে উঠে মেঘমালা
বলাকার শ্রেণী শোভিত তায়।
অনিমিষ নেত্রে করি দরশন
মোহিত হৃদয় হয় শোভায়॥
তখনি আমার হৃদয়ে আসিয়া
প্রাণ সখা তুমি হও উদয়।
পুন পুন আমি প্রণমি তোমারে
দেখাই আহ্লাদে বারিদ চয়॥
কে তুমি কেমন কহ আমায়।
কেন এত ভালবাসি তোমায়॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ডস্ টনিক বা
য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।
নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা
স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।
কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।
১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ ল্যোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩১শ, বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩২. [৪র্থ, সংখ্যা

১।	দুর্গেশ নন্দিনী—বিমলা	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী	৯৭
২।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	১০৪
৩।	দময়ন্তী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১১৪
৪।	উপায় কি ?	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৯
৫।	তাহাদের আগমনী	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ	১২৩
৬।	কালাজ্বর	কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায়	১২৫
৭।	অরুণা	শ্রীমতী প্রতিভা মিত্র	১২৭
৮।	সমালোচনা	... ...	১২৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 28-10-25.

জ্বরের যম জারমলীন [illegible]

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।
জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "জিজীপিয়াস"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

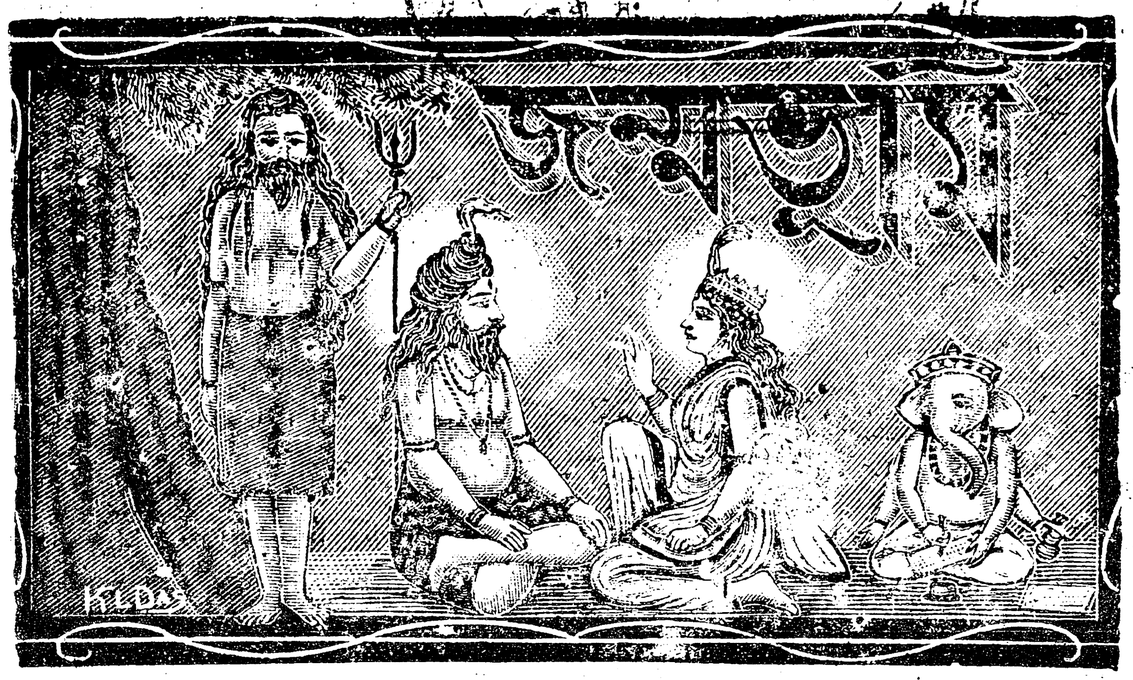

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩১শ, বর্ষ। } ১৩৩২ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ, সংখ্যা।

দুর্গেশ নন্দিনী—বিমলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

কলঙ্কিতা হইয়াও যে নিষ্কলঙ্কা—সেই বিমলা। বি শব্দটির বিশেষরূপ এবং বিগত অর্থাৎ বিহীন দুইই অর্থ হয়। মল—কলঙ্ক, অভিরাম স্বামীর ঔরসে শূদ্রী বিধবার গর্ভে বিমলার জন্ম। বিমলা ব্যাভিচারোৎপন্না—কাজেই জারজা কন্যা; সে কলঙ্কিতা বই আর কি? বিমলা নিজেও আপনা হইতে বীরেন্দ্র-সিংহে অনুরাগিনী। বিবাহ করিতে যে চাহে না,—তাহার সে দাসীত্ব-কাঙ্ক্ষিনী, শেষে গোপনে বিবাহিতা হইয়া জনসমাজে কলঙ্ক পশরা মাথায় লইয়া হাসিমুখে বীরেন্দ্রের পরিচারিণীরূপে অনুগামিনী।

বিমলা বি—মলা। স্বভাবে সে কলঙ্কশূন্যা। পতিব্রতা সাধ্বী রমণী।

হাস্যময়ী চঞ্চলা পতিহত্যার প্রতিশোধ লইয়াই শোকে তাপে উন্মাদগ্রস্তা। এমন বিমলাকে সতী বলিব না—কি বলিব? এমন একনিষ্ঠাবতী এমন পতিপ্রাণা, পতির এমন সুখে দুঃখে সঙ্গিনী, কল্যাণ বিধাত্রী সে সতী নহে ত কি?

বিমলা নামেও দ্ব্যর্থক, স্বভাবেও দ্ব্যর্থক। একরূপে সে অসতীমত আচরণে অভ্যস্তা, অন্যরূপে সে সতীসম মর্য্যাদায় গৌরবান্বিতা। কখন রহস্যপ্রিয়া চপলা নটী, কখন বা গম্ভীরা স্থিরবুদ্ধি গৃহিণী। কখন কুলঙ্কষা তটিনী, কখন বা পূতঃ-সলিলা মন্দাকিনী।

পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী ও হস্তিনীর সমবায়ে বিমলা নির্ম্মিতা। পদ্মিনীর মত সুকুমারী, শঙ্খিনীর মত রঙ্গ-রসিকা, চিত্রানীর মত নৃত্যগীত প্রিয়া, হস্তিনীর মত কামোন্মাদিনী, বিমলার তুলনা বিমলাই। এ যে বেদান্তের মায়া, কভু সতী, কভু অসতী, কভুবা সদসতী। কখন মায়াবিনী, কখন বহুরূপা, কখন বা অঘটন পটীয়সী। কোথাও দেবী, কোথাও মানবী, কোথাও বা দানবী সাজে সজ্জিতা। অপূর্ব্বা, অনির্ব্বচনীয়া ও অনন্য সাধারণী। প্রেমিকা সম অশ্রুমুখী, রাক্ষসী সম নরঘাতিনী—এ মূর্ত্তির তুলনা নাই।

বিমলাকে যেভাবে গজপতির সহিত রসালাপ, রহিম সেখের সঙ্গে প্রেম-লীলার অভিনয় করিতে দেখি, তাহা সকল নারী পারে না। যাহারা পারে, বিমলা সেরূপ নহে, বিমলা সতীর কন্যা হইলে হয়ত পারিত না, নিজে অসতী হইয়া করিলে বিমলার এ বিশেষত্বটুকু থাকিত না; এ সৌন্দর্য্য এ মাধুর্য্যও দেখা যাইত না।

আদর্শের দিক্ দিয়া দেখিলে বিমলার এ কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, বরং নিন্দনীয়। তবে মনের দিক দিয়া বিচার করিলে এ কার্য্য আর অন্যায় বোধ হয় না। মন লইয়াই সমস্ত। পাপ পুণ্য সকলই মনে; বৈদান্তিকেরা বলেন,—"এ বিশ্ব মানসসংস্কার জনিত ভ্রান্তি মাত্র। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য মানস-সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মন যদি ঠিক পবিত্র থাকে, তবে আপাত দৃষ্টিতে অন্যায়বৎ প্রতীত কার্য্য অন্যায় হয় না।" বিমলা যখন যে খেলাই করিয়াছে, অসতীর মত যখন যে আচরণই করিয়াছে—সমস্তই তাহার অভিনয়। সে খেলায়, সে আচরণে মনের যোগ ছিল না। সকল অবস্থাতেই তাহার মন বিশুদ্ধ ও পবিত্রই ছিল।

বিমলা পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়া। এই বয়সে অনেকেরই যৌবনের স্রোতে ভাঁটা পড়ে, বিমলার কিন্তু সে ভাঁটা পড়ে নাই। বিমলা রূপ-সৌন্দর্য্যে ও মনোভাবে পূর্ণ

যুবতী। তাহার তাম্বুলরক্ত ওষ্ঠাধর, কজ্জল নিবিড় প্রশান্ত নয়ন, আর সেই নয়নের চকিত কটাক্ষ দেখিলে কে বলিবে বিমলার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসর অপেক্ষা অধিক। চাঁপাফুলের মত তার মসৃণ ত্বক, চমরীপুচ্ছের মত নিবিড় কেশপাশ রসে ঢল ঢল মুখকান্তি কাহার না মনোমোহন? নিজের যৌবন শোভায় সে নিজেই হাসে, বীণানিন্দিত কণ্ঠে গুণ গুণ গীত গায়, গোলাপবাসিত তাম্বুলে অধর রঞ্জিত করে। বিমলা যখন ভ্রমণে বাহির হয়, তখন সে রত্নোজ্জ্বল কাচলি, জড়োয়া অলঙ্কার, মুক্তাশোভিত পাদুকা পরিয়া যায়। রূপের দীপ্তিতে পথ আলো করিয়া যখন সে ঠমকে ঠমকে চলিয়া যায়, তখন অনেক পতঙ্গ সে আলোয় পুড়িবার আকাঙ্খা করে। কবি বলিয়াছেন, "বিমলা প্রদীপের আলো। তাহাতে গৃহকার্য্য চলে কিন্তু স্পর্শ করিলেই পুড়িয়া মরিতে হয়।"

আমরা বলি, বিমলা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। সে শিখায় রহিম সেখ পুড়িয়া মরিল, গজপতি অর্দ্ধদগ্ধ হইল, নবাব কতলুখাঁ জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। আর কেহ পুড়িয়াছিল কিনা, সে সংবাদ আমরা অবগত নহি।

বিমলা বিলাসিনী, দর্পিতা, সুখ লালসা পূর্ণা ও প্রগল্‌ভ যৌবনা নারী। তাহার সৌন্দর্য্য অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়। নির্ব্বাস, মুদ্রিতোন্মুখ পল্লব বিশিষ্ট অথচ সুশোভিত। অধিক বিকাশিত, অধিক প্রভা বিশিষ্ট।

বিমলা শৈশবকালে মাতৃহারা হইয়া পিতার নিকটেই লালিতা পালিতা। প্রথম যৌবনে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আইসে নাই বলিয়া বড় লজ্জাশীলা হইতে পায় নাই, বরং কতকটা পৌরুষভাবাপন্নাই হইয়াছে। একাকিনী সঙ্গিনী শূন্যা বিমলা তজ্জন্য কতকটা স্বাধীনভাবাপন্না ও দৃঢ় প্রকৃতি দাঁড়াইয়াছে। একেই প্রকৃতিতে সে লজ্জাশূন্যা, তদুপরি শিক্ষা সংসর্গ জনিত শালীনতা সে প্রাপ্ত হয় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে সে বীরনারীর মত দৃঢ় চিত্তা, অভিনেত্রীর মত বহুরূপা, বেশ্যার মত নির্লজ্জা।

অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে বিমলা প্রগলভা জাতীয়া নায়িকা শ্রেণীর অন্তর্গত। তিলোত্তমা মুগ্ধা, আয়েষা মধ্যা, বিমলা প্রগলভা। প্রগলভার লক্ষণ যথা—

"স্মরন্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরত কোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগলভাক্রান্ত নায়কা॥"

যৌবনমদমত্তা কামোন্মাদিনী বিলাসিনী ও সুখলালসা পরিপূর্ণা নারীই "স্মরান্ধা।" বিমলা রূপে ঢলঢল রসে টলমল, ভাবে গদগদ, সুখলালসায় আত্ম-হারা রূপেই চিত্রিতা। "গাঢ়তারুণ্যা" প্রগাঢ় যৌবনা; অধিক বিকাশিত অধিক

প্রভাবিশিষ্ট বিমলা গাঢতারুণ্যা। "সমস্তরত কোবিদা" সমগ্ররত নিপুণা। মধুর কলা ও ললিত লীলা প্রভৃতিতে সে বিশেষ পারদর্শিনী। "ভাবোন্নতা" অনুভাবোন্নতা। হাব ভাব বিলাস বিভ্রম ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ অনুভাবের মধ্যে। ভাবপ্রধানা, ভাবাবেশে ভাবাবেগে ভাবময়ী। "দবব্রীড়া" সামান্য লজ্জাযুক্তা। বিমলা ব্যভিচারিণী ও অসতী নহে যে একেবারে নিল্লজ্জা বলিব। "আক্রান্ত নায়িকা" আক্রান্তো নায়কো যয়া সা। তাহা ধীরেন্দ্র সিংহেই পরিস্ফুট। রহিম সেখ গজপতি এবং কতলুখাঁতেও প্রকাশিত।

বলিয়াছি, বিমলা পিতার নিকটে থাকিত। বীরেন্দ্র সিংহকে প্রত্যহই পিতার নিকটে যাওয়া আসা করিতে দেখিত। দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইল। বীরেন্দ্রসিংহও মুগ্ধ, বিমলাও মুগ্ধা। উভয়ের নয়নকোণে গোপনে কটাক্ষ খেলিয়া যাইত, অধরে হাসি চকিতে ফুটিয়া উঠিত। অভিরাম স্বামীর ইচ্ছা, বীরেন্দ্র বিমলাকে বিবাহ করে, কিন্তু শূদ্রীগর্ভেজাতা (জারজা) বলিয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে বীরেন্দ্র সিংহ স্বীকৃত হইল না। পিতা কন্যাকে বীরেন্দ্রের অনুরাগিণী বুঝিয়া তাহার আগমনে কন্যার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিয়া তাহাকে আসিতে বারণ করিয়া দিলেন।

বিমলা সমস্ত ব্যাপারই শুনিল। তথাপি সে চাতকীর মত সেই বীরেন্দ্র সিংহের আগমন প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। এতই সে স্মরান্ধা; এতই সে ভাবাভিভূতা, এতই লজ্জাশূন্যা যে, বীরেন্দ্র বিবাহ করিবে না তথাপি সে তাহাকেই চাহে। না দেখিলে বাঁচে না।

স্নেহময় পিতা বিবাহে অনিচ্ছুক বীরেন্দ্রের কামানলে কন্যাকে ত আর আহুতি দিতে পারেন না; কাজেই চক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য মানসিংহের অন্তঃপুরে উর্ম্মিলা রাণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। সেই কড়া পাহরার মধ্যে আশমানী নাম্নী দাসীর সাহায্যে উভয়ের পত্র লেখালেখি চলিতে লাগিল।

দুইখানি মেঘেই বিদ্যুত ভরা। একদিন বীরেন্দ্রসিংহ আশমানীকে ধরিয়া বারিবাহক দাস সাজিয়া মানসিংহের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত। বুদ্ধিমতী বিমলা অবশ্য এ পরামর্শ দেয় নাই। কারণ ইহা যে কত বড় অনিষ্টকর বিমলা তাহা বুঝিত। বীরেন্দ্রের জন্য বিমলা ভিতরে ভিতরে উন্মত্ত ছিল বটে, কিন্তু রমণীর স্বভাব-নিয়ম লঙ্ঘন করিবার মত দুঃসাহস সে করিত না। মিলনের একটি বিপদ শূন্য উপায় সে বীরেন্দ্রকে যথাসময়ে বলিয়া দিত, কিন্তু বীরেন্দ্রের ত্বরা সহে না; বিমলা প্রেমে উন্মাদিনী। বীরেন্দ্র প্রকৃত কামোন্মত্ত।

চির আকাঙ্খিত বীরেন্দ্রকে পাইয়া বিমলা সকল কথা ভুলিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিল। যে বীরেন্দ্রসিংহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না অথচ আকাঙ্খা করে, আর বিমলা সকল বুঝিয়া তথাপি সেই বীরেন্দ্রেই আত্মহারা। মানসিংহের অন্তঃপুর—সে ভয়ও তখন আর নাই। সেই দিনই হয়ত সে আত্মদান করিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিত। কিন্তু আচম্বিতে সে মিলনে বাধা পড়িল। মহারাজ মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত। চোর ধরা পড়িয়া কারাগারে গেল।

বিমলা সমস্ত দোষ নিজের স্কন্ধে লইয়া উর্ম্মিলার চরণে লুণ্ঠীত হইয়া ক্ষমা চাহিল। ব্যবস্থা হইল—বীরেন্দ্র যদি বিমলাকে বিবাহ করে, তবে সে ক্ষমা পাইবে। বীরেন্দ্র কারাগার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে বলিল, "বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, আমার জীবিতকালে বিবাহের কথা উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করিব নচেৎ নহে।

বিমলা বিপুল পুলক সহকারে তাহাই স্বীকার করিল। বীরেন্দ্রকে সে চাহে—তাহা পাইল। কারাগার হইতে বীরেন্দ্রত উদ্ধার পাইলেন, বিমলার তাহাই লাভ। বিমলা দাসীবেশে ভর্তৃ গৃহে প্রবেশ করিয়া লোক চক্ষুতে রক্ষিতাবৎ বাস করিতে লাগিল। এ ভালবাসার একমূর্ত্তি, এ আত্মত্যাগের এক পৃথক আকার। ক্ষুদ্রপ্রাণা হীন নারীর মত সে বাধ্য হইয়া কলঙ্কের ভার মাথায় চাপিয়া লয় নাই। এ স্বেচ্ছায় প্রেমাস্পদে আত্ম সমর্পণ। ইহাই বিমলার মহত্ব।

বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। শৈশবে চোরের হস্ত হইতে এক পাঠান বালককে (উত্তরকালে তাহারই নাম ওসমান) রক্ষা করে। সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ মুক্তি অঙ্গুরী পাইয়া তাহার দ্বারাই তিলোত্তমার উদ্ধার সাধন করিয়া লয়। মানসিংহের অন্তঃপুরে উর্ম্মিলা রাণীর সাহচর্য্যে থাকিয়া সেই প্রত্যুৎপন্নমতি আরও ফুটিয়া উঠে। সেইখানেই সে লেখাপড়ায় সুশিক্ষিতা ও নৃত্যগীতে সম্যক্ পারদর্শিনী হয়।

শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহের সমক্ষে বিমলার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহার বাক্‌পটুতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না; দ্বিতীয়বার শৈলেশ্বর মন্দিরে যাইবার পথে অশ্বপদ চিহ্ন দেখিয়া বিমলা সিদ্ধান্ত করে, গড়মন্দারণের দিকে অশ্বারোহী সৈন্য গিয়াছে, ইহাতে তাহার দূর দৃষ্টির প্রশংসাও না করিয়া থাকা যায় না।

বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে তাহার সাহস ও নির্ভীকতার মিলন বস্তুতই বিস্ময়কর। পঞ্চমী-ব্রতের নাম করিয়া গুপ্ত পথ দিয়া বর্ষা আনিয়া দেওয়ায়, উন্মত্তপ্রায় ওসমানের চক্ষুর উপর চাবীশুদ্ধ উদ্যানে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করায়, তাহার সাহস ও নির্ভীকতা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। বিমলা যেরূপ মাদকতাভরা রসালাপে প্রাণঘাতী কটাক্ষ সন্ধানে প্রহরীকে মুগ্ধ করিয়া বন্ধন মোচন করিয়া লয়, ইহা কয়জন নারী পারে ?

বিমলা আশ্চর্য্য রকমের অভিনেত্রী। সে যখন অভিনয় করে, তখন অভিনয় বলিয়া করে না, যেন বোধ হয়, স্বাভাবিক ভাবেই করিতেছে, কেমন ওড়না দিয়া রহিম সেখকে বাতাস করিল, কোমল করপল্লবে তাহার কর দুটী বেড়িয়া ধরিল, কণ্ঠের হার কেমন তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। মুগ্ধ মূর্খ রহিম সশরীরে স্বর্গে গেল। এ নরঘাতিনী বিদ্যা সকলে জানে না। ইন্দিরা কিছু কিছু জানিত।

বস্তুত মনের উপর যাহার অসীম কর্তৃত্ব ও গভীর বিশ্বাস আছে, সেই এই অভিনয় করিতে পারে। যাহার তাহা নাই, তাহার এ অভিনয় সাজে না। যে পারে না, তাহার নিকট ইহা ভীতিপ্রদও বটে এবং পাপবৎ উদ্বেজকও বটে। যে পারে, তাহার নিকট ইহা খেলার মত সহজ।

বিমলার প্রাণ উদার ও স্নেহময়। তিলোত্তমার প্রতি যখন তাহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন সে জগৎসিংহকে বলিয়াছে, "তিলোত্তমার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেল।" ইহা চিত্তের উদারতা। আবার ওসমানের নিকট হইতে যখন মুক্তি-অঙ্গুরী লাভ করিয়াছে, তাহার দ্বারা দুঃখিনী বুঝিয়া তখনই তিলোত্তমারই উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছে। ইহা স্নেহের নিদর্শন।

বিমলার প্রাণ কুসুমবৎ কোমল আবার বজ্রবৎ কঠোর। জগৎসিংহকে বর্ষা আনিয়া দিয়া নরহত্যার নিমিত্ত ভাগিনী মনে করিয়া যে বলে, "আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" সেই বিমলাই আবার অবলীলা ক্রমে কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইতে দ্বিধা করে নাই।

চক্ষুর উপর পতিহত্যার নৃশংস দৃশ্য দেখিয়া তাহার সুকোমল বৃত্তিগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে, প্রিয়তমের রক্তস্রোতোধারায় স্নান করিয়া যেন সে প্রস্তর কঠিনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কি ভীষণ দৃশ্য! সহস্র জনতার সম্মুখে বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্নশির রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। সে দৃশ্যে মস্তকের একটি কেশ বাতাসে দুলিল না। চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল না।

শোকভার স্তম্ভিতা হইয়া অভাগিনী নিষ্পলক নেত্রে স্বামীর ছিন্ন শির প্রতি চাহিয়া রহিল।

পতির অন্তিম কালের অনুরোধ "প্রতিশোধ লইও।" সতী পতি আজ্ঞা পালনের জন্য শোকমাত্র দ্বিতীয়া হইয়া বাঁচিয়া রহিল। বিষাদ ম্লান মুখে বলপূর্ব্বক হাসি ফুটাইল, নটীর মত বেশভূষা করিল। নৃত্যগীতে নবাবের মনোরঞ্জন করিয়া প্রতিশোধের অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

জন্মোৎসবের আমোদের দিনে বিমলা সাজিয়া গুজিয়া কেমন নবাবকে ঘন ঘন মদিরা দিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ময়ুরীর মত কেমন ঠমকে ঠমকে নৃত্য করিল। অবসর বুঝিয়া মদিরা পানোন্মত্ত নবাবের বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইল। "আমি পিশাচী নহি, সয়তানি নহি, বীরেন্দ্রসিংহের মহিষী" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গেল। স্বর্গগত পতির আজ্ঞা পালন করিয়া সতী পত্নীঋণ শোধ করিল। পতির তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা এই রক্ততর্পণে তৃপ্ত হইলেন, ভাবিয়া সতী তৃপ্তা হইল।

বস্তুত এ হত্যা নহে, এ দণ্ড। পতির নৃশংস হত্যার দণ্ড দিবার কেহ নাই দেখিয়াই পত্নী নিজহস্তে এ দণ্ড দিল। পতির আজ্ঞা না পাইলে ভগবানের উপর ভার দিয়া হয় ত সে নিশ্চিন্ত থাকিত পারিত। দণ্ড দিতেছি, বিশ্বাস ছিল, পতির আজ্ঞা পালন করিতেছি ধারণা ছিল—তাই দণ্ড বিধাত্রী পত্নী মুহ্যমানা হইল না। অনুতপ্তা হইল না, বরং বুদ্ধি কৌশলে পলায়ন করিয়া পিতার কুটীরে গিয়া উঠিল।

আজ্ঞা পালন হইয়াছে, তখন শোক আসিয়া বিমলাকে নূতন প্রাণীতে পরিবর্ত্তিত করিল। একে পতিশোক, তাহাতে স্বহস্তে নরহত্যা; অবলা রমণী সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদিনী হইয়া গেল।

কখন উন্মাদিনী কখন প্রকৃতিস্থা—এইরূপে বিমলা অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিল। সে যে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে নাই, তাহা অমর কবি না বলিয়া দিলেও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি।

ছত্র-ভঙ্গ ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কক্ষ ।

(ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী ।)

ধৃষ্ট । ভগিনী, না গণি ভয় অস্ত্রধারি জনে !
দ্বেষ বৈরী ভারদ্বাজ দ্রোণে নাশিবারে,
হুত ব্রহ্ম অগ্নি হতে ব্রহ্ম মন্ত্র বলে
উঠিলাম ব্রহ্মতেজে দিব্য খড়্গ হাতে,
মেলিনু নয়ন যবে, জাগে স্মৃতি মাঝে এবে,
স্বপন গঠন কিবা ইন্দ্রজাল প্রায়,
হেরিনু প্রথম সে অনল মাঝে
নিরুপম অগ্নি বর্ণ নর ;
বিপ্রবেশী করে ধনুশর,
যেন রোষে চাহে মোর পানে,
তবে বজ্র গম্ভীর নিশ্বনে
পশিল শ্রবণে স্বর, "হের শূর সম্মুখে তোমার
পাঞ্চাল কুলের অরি, ধনুধারী দুরাচারী,
শত্রুজ্ঞানে নাশ তারে রণে ।"
না হতে নিমেষ পূর্ণ, দিব্য খড়্গাঘাতে তূর্ণ,
কাটি শির পাড়িনু ধরায় ; ততক্ষণে
বাহিরিল ছিন্ন স্কন্ধ হ'তে
এক ভীমকায়, গঠন ছায়ায়, ঊর্দ্ধবাহু
রোষে যেন রাহু ধাইল আমার পানে ।
অজানিত ভয় আসি উপজিল মনে,

* সত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত ।

যজ্ঞস্থলে দুর্নিমিত্ত হইল উদয়,
গণিল প্রলয় সভাজনে,
অমঙ্গল অনুমানি স্বস্তি স্বস্তি বাণী
উচ্চে উচ্চারিল বেদী, বিভীষিকাচয়
গেল দূরে ; পুত্রজ্ঞানে পাঞ্চাল ঈশ্বর
অগ্রসরি কৈলা সম্ভাষণ ;
'মর অস্ত্রে অমর' বলিয়া মোরে
আশীর্ব্বাদ কৈলা দ্বিজগণ ;
শুন কৃষ্ণা ! পূর্ব্ব দৃষ্ট সেই সে ব্রাহ্মণ
দ্রোণরূপে একদিন পাণ্ডবের দাপে
দক্ষিণ পাঞ্চাল নিল করি অধিকার ;
এবে মম পিতার সংহার তরে দুরাচার,
ধনুর্ব্বেদ বলে দ্বিজ না পাইল ত্রাণ,
আচার্য্য প্রধাণ, কবন্ধ সমান
লুটাইছে রণভূমে এই খড়্গাঘাতে ।
শুন ভগ্নি !
এই ব্রহ্ম অগ্নি পূর্ণ সহজাত অসি
যতদিন ধরিব এ করে,
নাহি হেন মহারথী নরে
সম্মুখ সমরে যেই জিনিবে আমায় ;
অর্দ্ধ রথী অশ্বত্থামা জানে সর্ব্বজনে ।

দ্রৌপদী পূর্ব্বের কাহিনী শুন ভাই সাবধানে !
দুরন্ত ব্রাহ্মণে অল্প জ্ঞানে না কর হেলন,
মহারুদ্র আরাধন কৈল গুরু দ্রোণ
মৃত্যুঞ্জয়ী পুত্র তরে, ধূর্জ্জটীর বরে
অযোনিজা কৃপীর উদরে রাহু অংশে
জন্মিল তনয়, জন্ম মাত্র হয় হেন
হ্রেষিল সঘনে, কানন আশ্রমে
যোগী যোগ ছাড়িল, বিমনা মুনিগণে ;
জলস্থল শূন্যে যেন সে অরণ্যে

মহাঘোর নির্ঘাত উদয় অকস্মাৎ ;
পুত্র মুখ নাহি দেখে তাত অভিমানে !
জননী না লয় তুলি ভূমিষ্ঠ সন্তানে ,
হৈল শূন্য বাণী তবে, "না ত্যজ কুমারে,
মহাবীর্য্য রুদ্রতেজা হবে এ সংসারে,
মৃত্যুপতি না আঁটিবে এরে।"
তবে পিতা দিল দীক্ষা মহা অস্ত্র যত
জিনিতে সমরে তোমা, জাত বৈরী জানি।
মহামুনি দ্বৈপায়ন কহিলা আমারে
এ সংবাদ। শুন ভাই, সমান বেদনা
লাগে মম তোমার বেদনে, তেঁই কহি
হও সাবধান ; ত্যজি অভিমান
যুঝ রণে থাকি সদা পার্থ সন্নিধানে।

খৃষ্ট। কৃষ্ণা ! হেন হীন জ্ঞান নাহি কর মোরে !
ছার দ্রোণী ডরে লব স্মরণ অর্জ্জুনে ?
পিতৃবধি দ্রোণে নাশি যবে মহারণে
শূদ্র হেন মোরে পার্থ কৈল তিরস্কার,
শত অপমান সহিয়াছি অনিবার
চাহি তব মুখ।
তব দুঃখে দুঃখ, সুখে আনন্দ অপার,
আনন্দ রূপিনী তুমি অনুজা আমার ;
তোমা বিনে এ সংসারে নাহি জানি কারে,
হেরি যারে অন্তরে অন্তরে মম হেন
নিরুপম প্রেম পিযূষ লহরী বহে
উথলিয়া, জুড়াইয়া হিয়া আহ্লাদিনি !
যবে নিরখি প্রথমে যজ্ঞস্থানে তোমা
পুলকে পূরিল মম কায়, তব রূপে
না ধরে ধরায়, গুণবতী মূর্ত্তিমতী
মানস প্রতিমা মম ; মুনিগণে কহে
কুরুবংশ ধ্বংসে, কমলার অংশে,

অবতীর্ণা ইন্দুমুখী কমল নয়না।
শুন গো ভগিনী, কহি সত্য বাণী,
তপস্বিনী প্রায় হায় হেরিয়া তোমায়
এক বস্ত্রে, হৃদয় শুকায় মোর রোষে,
জাগে মনে তব কেশে ধরিল কৌরব,
শুনেছি শ্রবণে পিতৃ অপমান কথা,
মম ব্যথা হবে না বারণ
যতদিন কুরুকুল চিতার অনল
ধূ ধূ ধ ধ না জ্বলিবে এ মহা শ্মশানে।
শুন ভগ্নি !
দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণে সদা গুরুপুত্র জ্ঞানে
উপরোধ করে পার্থ, নহে দুষ্টমতি
পারে কি নাশিতে মম শিশু ভ্রাতৃগণে,
অচেতন যবে আমি বিনাশি বাহিনী,
কৈল অহঙ্কার মূঢ় পার্থ বিদ্যমানে।
কি বিশ্বাস হেন জনে দুর্গম সমরে ?
ভরসা আপন ভুজবল। শুন কৃষ্ণা !
এই অসি করে পাঞ্চাল না ডরে
যুঝিবারে দণ্ডধারী শমন সংহতি—
কোন ছার অশ্বত্থামা !

দ্রৌপদী। ক্রূর কর্ম্মা তার সম নাহি কোন জনা ;
শুন ভাই !
সম ব্যথা বাজে মম তোমার বেদনে,
কত কথা উঠে সদা মনে, যজ্ঞস্থানে
লভি জন্ম, নাহি জানি জননী কেমন ;
আশৈশব লালন পালন আমা দোঁহে
করিলা জনক হায় জননীর স্নেহে ;
যেন নয়নের তারা, পলকে হতেন হারা,
না হেরিলে ক্ষণে মোরে ; অভাগিনী তরে
অকাতরে দ্বৈরথ সমরে দ্রোণ শরে

ত্যজিলা জীবন, হেন স্নেহময় পিতা।
মহাবল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জনে জনে,
দুরন্ত দ্রোণীর শরে হারাইল প্রাণ ;
পাইল ত্রাণ শিখণ্ডি গাণ্ডিবী পাছে থাকি ;
শুন ভাই, তব স্নেহে সদা সুখী আমি,
ভুলি পিতৃশোক তব বদন নেহারি ;
সদা ডরি তব তরে, ভাল মতে জানি
দুর্ম্মদ সমরে তুমি মহা ধনুর্দ্ধর,
কিন্তু রথিকুলে দ্রোণাত্মজ মহারথী,
তাহে পিতৃবধে জাতক্রোধ তব প্রতি ;
দুষ্টমতি অজেয় সবার, দুর্নিবার
মহা অস্ত্র বলে মুহূর্ত্তেকে চরাচরে
জিনিবারে পারে।

ধৃষ্ট। হেন উপহাস কথা
মোরে নাহি কহ বালা ! কেমনে ভুলিলা ;—
নরযোনি অশ্বত্থামা, নারী স্তন দুগ্ধে
পালিল যাহারে, কৃষ্ণা ! সে কি কভু পারে
জিনিবারে মোরে ? অযোনিসম্ভব আমি ;
দেববীর্য্যজনে দ্রোণীর কি শকতি মারিতে।
মহা অস্ত্র বিভীষিকা ভীরুজন ডরে,
বীর তাহে নাহি ডরে !
বাহুবল ক্ষত্রিয়ের প্রধান সম্বল—
বীর্য্যতেজে বিজয়ী ভুবনে কে না জানে
ধনুর্ব্বেদ দ্রোণে পরাজিনু কতবার ;
দিব্য শরজাল, যেন অগ্নির উথাল,
কৈল দ্বিজ অবতার, হৈল মহামার ;
পার্থ বিদ্যমানে সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে ;
হেরি মোরে অচেতন ভঙ্গিয়ান রথী,
একা ভীম নিবারিল দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণে ;
ক্ষণেকে সম্বিত পাই, ভীমে পাছু করি ধাই ;

আক্রমিনু দ্রোণে রণে দ্বিগুণ বিক্রমে !
হোথা দক্ষিণে যোজন বাট লঙ্ঘি বায়ুবেগে,
বায়ু পরাক্রমে ভীম রোধিল দ্রোণীরে ;
না দিল মিলিতে পিতা সনে।
নিঃসহায় ভারদ্বাজ দ্বৈরথ সমরে
মন্ত্রপূত মহাশর, নিক্ষেপিল নিরন্তর,
তৃতীয় প্রহর মম পরে ; ব্যর্থ বাণ—
ফুরাল ভাণ্ডার—তবে করিনু সংহার
খড়্গাঘাতে। পিতা হতে নহে শ্রেষ্ঠ দ্রোণী,
তথাপি ফাল্গুনী বহু বাখানে তাহারে,
ইচ্ছা মনে হীন তেজ করিবে আমায় ;
জিজ্ঞাসিলে বৃকোদরে জানিবে সকল,—
মন্ত্রণা কুশল, সদা উপায় আধার—
অটল প্রতিজ্ঞ, তেজ বীর্য্য বাহুবলে
অজেয় সবার ভীম ভারত সমরে।
অশ্বত্থামা প্রমুখ কৌরব রথীগণে
একেশ্বর শূর দশজনে পরাজিল,
খেদাইল ফেরুপাল সম চারি ভিতে,
গদাঘাতে অস্ত্রমায়া টুটিল দ্রোণীর,
অস্থির সমরে পৃষ্ঠ দিল প্রাণ ভয়ে,
হেন জনে কেবা গণে।

(ভীমের প্রবেশ।)

স্বাগত হে সখা !

দ্রৌপদী। ঘোর পরিশ্রান্ত আজি দুরন্ত আহবে,
তবু জাগরিত এবে দ্বিতীয় পাণ্ডব !

ভীম। কিবা নিদ্রা, দেবি ! যবে জীবিত কৌরব !
পাশা কালে দুঃখ যত জাগিছে হৃদয়ে,
বিষে দহে, জাগি নিশি ফুকারি ফুকারি।
তুষ্ট মোরে ত্রিপুরারি, হইলে অমর
ঊরু ভাঙ্গি পাড়িব সমরে দুর্য্যোধনে

আসন্ন সমরোল্লাসে না জানি বিশ্রাম।
কি সংবাদ ভ্রাতা ভগ্নী দুই জনে ?

ধৃষ্ট। ডরে কৃষ্ণা দ্রোণের নন্দনে, কহে নাকি
পিতৃবধ কোপে করেছে প্রতিজ্ঞা দ্বিজ—
মহা অস্ত্র বলে নাশিবে সংগ্রামে আমা ;
তাই করে মানা যুঝিবারে তার সনে !

ভীম। এ হেন প্রলাপ
সাজে শুধু দ্রোণের নন্দনে ; কেনা জানে
চিরদিন পিতা পুত্র প্রতিজ্ঞায় দড় ?
করিল প্রতিজ্ঞা পিতা ধরিবে ধর্ম্মেরে,
না ফিরিল ঘরে, প্রাণ দিল তব করে।
এবে নিত্য শুনি নাকি কহে গর্ব্বে দ্রোণী,
পাঞ্চাল পাণ্ডবে মূঢ় নাশি মহাহবে,
দিবে রাজ্য দুর্ম্মতি কৌরবে কিবা লবে
নিজ করতলে জামদগ্ন্য মত।
পাণ্ডব বান্ধব দেবি ! সৃঞ্জয় পাঞ্চাল
সদাকাল; হীনবল নহে ভাই তব—
বিক্রমে বিশাল বীর্য্য তেজে অগ্নি হেন
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সেনানী জানে দ্রোণে,
দ্রোণহন্তা পাঞ্চাল প্রধানে জানে মোরে,
ভীমভুজ রক্ষিত পাঞ্চালে যাজ্ঞসেনি !
নারিবে নাশিতে ইন্দ্র ত্রিলোক সহায়ে—
কোম্ তেজ ধরে দ্রোণী ?

দ্রৌপদী। পাণ্ডব গৃহিণী
অদিবিত নহে নাথ তব পরাক্রম।
পদে পদে দুর্গমে শঙ্কটে শত্রুহাতে
বার বার পাইনু ত্রাণ; বঞ্চিনু গহনে
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হেন; হিংসি তবাশ্রিতে
কে পায় নিস্তার ? কিন্তু দুরাচার দ্রোণী
ব্রহ্মশির ধারী; দণ্ডধর ডরে যায়।

ভীম। ওই কথা কহে ধনঞ্জয় পক্ষপাতী
সদা দ্রোণী প্রতি, নহে পুত্রঘাতী অরি
ফিরে দম্ভে রণভূমে ? স্মরি গুরু দ্রোণে
করে ক্ষমা, কোন্ মায়া বলে অশ্বত্থামা
নাহি জানি ভুলায় তর্জ্জুনে। সবে জানে,
কর্ণ সনে পিতা পুত্রে মিলি
দিল মন্ত্র দুর্য্যোধনে অভিমন্যু বধে ;
শিশু সনে আগুয়ান আচার্য্য প্রবীণ ;
কূট রণে সপ্তরথী মিলি এককালে,
ধনুর্ব্বেদ পুত্র তাহে সতর্ক প্রহরী—
প্রতিজ্ঞা পালন তরে দুর্য্যোধন আশে
ফিরে নিত্য রণে, তেঁই জীয়ে শিশুঘাতী
দ্বিজ দুরাচার। মোক্ষ ভার কালি মম
ভারত সমরে ; একজন কুরুদলে
না যাবে শিবিরে ফিরি আর ;
গুটি গুটি করিব সংহার,
যদি বাদী নাহি হন ধর্ম্ম নরপতি,
কৌরব সংহতি সন্ধি না হয় স্থাপন।

দ্রৌপদী। কি—কি—সন্ধি কার সনে ?
ধিক্ ! সভা বিদ্যমানে লইল আমায়
এক বস্ত্রা কেশে ধরি, যাহার আজ্ঞায়
হরিল বসন মম কুলাধম দুঃশাসন,
দুষ্টজন কুবচন যতেক কহিল,
সবর্ণা মহিষী আমি, বিদ্যমান পঞ্চস্বামী,
মদগর্ব্বে হীন মানি, গণিকা গণনে
দেখাইল উরু কুরু পশু পাপাশয়—
সন্ধি তার সনে ! প্রাণ নাহি বাহিরায়—
দেহ তার দিব ডালি অগ্নিকুণ্ড মাঝে,
মানব সমাজে কভু না দেখাব মুখ,

মন দুঃখ অন্তর গরল নিরন্তর
না দহিবে আর !

ধৃষ্ট। হও স্থির ভগিনী আমার ! জেন মনে
দুর্য্যোধন সনে কভু নাহি সন্ধি মোর।
কহ সখা এবে কৌরব দুর্ম্মতি
বুঝি ফিরে শকুনির দুষ্ট মন্ত্রণায়—
না ধরে ধরায় লজ্জাহীন কুরু সম।

ভীম। মদগর্ব্বী কৌরব পামরে নাহি জান ;
মানি দৈববল দুষ্ট সন্ধি নাহি মাগে।
পশিবে সমরে পুনঃ প্রাতে কুরুসেনা,
সতর্ক জাগ্রত এইকালে, জ্বলে দীপ
শিবিরে শিবিরে-অচিরে সাজিবে সবে।

দ্রৌপদী। কহ মোরে, সন্ধি তবে চাহে কোন্ জন ?

ভীম। শুনি সহদেব মুখে ধর্ম্মের মনন।
দুষি দেবি অদৃষ্ট আপন,
নহে হেন বুদ্ধি কেন হইবে রাজার !
দুরাচার ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে একে একে
নাশিনু সবারে,
জীয়ে একমাত্র দুর্য্যোধন পাপকারী।
হইলে সহস্রমারী তবে পূরে মন,
মারি যদি পাই এইক্ষণে হেন জনে ;
ধর্ম্মরাজ বিনা আর কেবা করে ক্ষমা ?
পদতলে হস্তিনার রত্ন সিংহাসনে
কে দেয় ছাড়িয়া কহ চির বৈরী জনে ?
তপস্বী ব্রাহ্মণে শোভে হেন আচরণ !
ক্ষত্রিয় লক্ষণ,—পর রাজ্যধন সদা
শাসিবেক বাহুবলে—দিবে রসাতলে,
না বিচারি কবে পাশে পাই অরিদলে।

দ্রৌপদী। হেন বুঝি পুনঃ পাশা খেলিবার সাধ
আছে মনে ? সম্মত কি ইথে কৃষ্ণার্জ্জুন ?

বুঝিলাম নারী পুরুষ কিঙ্করী—
নহি অধিকারী সন্ধি বিগ্রহ মন্ত্রণে !
শুধু দেবনে, দাসীত্ব পণে বেচিবারে
বুঝি—লক্ষ্য হানি, লক্ষ রাজা জিনি,
দ্রুপদ নন্দিনী আনিল পাণ্ডব পুরে ?
অন্ধরাজ বরে মোর দাসীত্ব ঘুচিল,
হৃদয় পুড়িল, চির কলঙ্ক রহিল !
লোকে, কোন্ মুখে ধিক দেখাব বদন,
যদি পরমারি দুর্য্যোধন পায় ত্রাণ !
ধিক ! ছার প্রাণ তার, যার যুধিষ্ঠির স্বামী !

ভীম। ত্যজ তাপ যাজ্ঞসেনি, সে শোক কাহিনী !
জ্বলে আগ্নেয় অক্ষরে স্মৃতি মাঝে সতি !
নিরন্তর। ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া
প্রতিহিংসা পুটপাকে পুড়িছে পরাণ,
না হলো নির্ব্বাণ দুঃশাসন রক্তপানে !
না হবে কখন দুষ্ট দুর্য্যোধনে যবে
ঊরু ভঙ্গে গদাঘাতে না লুটাই ক্ষিতি।
ধর্ম্ম নরপতি সত্য ধর্ম্মে হইলা পার !
এবে প্রতিজ্ঞা আমার করিব পালন
বাধা নাহি মানি কার।
জানি ভাল সন্ধি মন নাহি কৃষ্ণার্জ্জুনে—
কিম্বা যদি হয়, কিবা ক্ষতি তায় ?
পর বলাশ্রয়ে নাহি বুঝি ; নিজ তেজে
মারিব পরম শত্রু কহিনু নিশ্চয় !
যাও সতি নিজালয়, মঙ্গল বিধানে
শঙ্করী শঙ্করে পূজ ; সমর সভায়
পশিব পাঞ্চাল সনে—পোহায় যামিনী।

ধৃষ্ট। জানিহ ভগিনী সন্ধি নাহি কুরুসনে,
কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে কালি রণে।

ক্রমশঃ।

দময়ন্তী।*

লেখক — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ক্রমশঃ গভীরা রজনী। বিপদের গুরুভারে যাহাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে কাল রজনী। পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পতিপ্রাণা দময়ন্তী সেই প্রথম রজনীতে যেরূপ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সংসারবাসী নর-নারীগণ অতি অল্পমাত্র চিন্তাতেই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

সে রজনী প্রভাত হইল। পরবর্ত্তী দিবারাত্রিও সেইরূপ বিলাপে বিলাপে দময়ন্তী সতী বনে বনে পরিভ্রমণ করিলেন; কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় যাইতে হয়, বন হইতে বাহির হইয়াই বা যাইবেন কোথায়, কিছুই স্থির ছিল না; কাজে কাজে বনবাসিনী রাজরাণী অনাহারে তিন দিন তিন রাত্রি সমভাবে বনবাসিনী। চতুর্থ দিবসের অপরাহ্ণে তিনি এক কণ্টকী-লতাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, একটা বৃহদাকার কালসর্প করাল মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। নলবিরহে নলমহিষীর প্রাণে মায়া ছিল না, তথাপি সম্মুখে ভয়ঙ্কর কাল সর্প দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া যথাশক্তি উচ্চ কণ্ঠে প্রাণপতির উদ্দেশে তিনি ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ! কোথায় আছ? তোমার প্রিয়তমা কিঙ্করী এখন অনাথিনী, বন মধ্যে ভুজঙ্গ কবলে তাহার প্রাণ যায়, একবার দয়া করিয়া দেখা দিয়া রক্ষা কর। মৃত্যুকালে তোমার চরণ দর্শন করিয়া এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।"

দূরে একজন ব্যাধ পশুপক্ষী বধ করিবার চেষ্টায় জাল দড়ি ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, দময়ন্তীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল; কোন স্ত্রীলোক বিপদে পড়িয়া অনুদ্দিষ্ট পতিকে আহ্বান করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে ব্যক্তি দ্রুতগতিতে দময়ন্তী দেবীর নিকটবর্ত্তী হইল; দেখিল, স্বর্ণবর্ণ নিন্দিতা, অর্দ্ধবাস পরিহিতা একটি পরমা সুন্দরী কামিনী, সম্মুখে প্রকাণ্ড কাল ভুজঙ্গ; ফণা বিস্তার করিয়া সেই ভুজঙ্গ ঐ অসহায়া ভয়ার্ত্তা সুন্দরীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। দময়ন্তীর রূপে রিপুপরবশ হইয়া সেই দুরাচার লুব্ধক তৎক্ষণাৎ

* সর্ব্বাস্বত্ব সংরক্ষিত।

সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধানে সেই সর্পকে বিনাশ করিল, আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া দময়ন্তী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ছিলেন, নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। অসহায়িনী রমণীর বিজনবনে নিরাপদ হইবার আশা ফলবতী হইতে পারে না; কামপরতন্ত্র হিংস্র ব্যাধ দময়ন্তীর রূপ লাবণ্য দর্শনে প্রমত্ত হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিবার অভিলাষে সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইল. বিকট বদনে বিকট হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল, "সুন্দরি! কেন তুমি একাকিনী বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কষ্ট পাইতেছ? আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে পরমাদরে পরম যত্নে রাখিব; আমার স্ত্রী আছে, সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে, আমার গৃহে তুমি চিরদিন রাণীর মত সুখে থাকিতে পারিবে, তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।"

দময়ন্তীর অঙ্গ শিহরিল, আরক্তনেত্রে সেই পাপিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি যেন পাষাণ প্রতিমার ন্যায় অচলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অগ্রসর হইতে কিংবা পশ্চাৎ গমন করিতে পা উঠিল না। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে জল ধারা।

কামান্ধ আকৃখুটি সেই ভাব দর্শনে উৎসাহিত হইয়া জাল দড়ি ও ধনুঃশর ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দুইবাহু প্রসারণ করিয়া সেই অচলা দেবী মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিবার উল্লাসে দুই একপদ অগ্রসর হইল, তেজস্বিনী সতীর তেজোপ্রভাবে তাহার গতিস্তম্ভ; অঙ্গ যেন জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইতে লাগিল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না; দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

ধর্ম্মই ধর্ম্মাত্মাগণকে রক্ষা করেন; দুষ্টের দুশ্চেষ্টা হইতে সতী পরিত্রাণ পাইলেন; পাপীকে তদবস্থায় সেইখানে রাখিয়া বিশুষ্ক নয়নে তিনি অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ গহন কাননে পদে পদে বিপদ, তাহার উপর বনপর্য্যটক নরাধমগণের দৌরাত্ম্য, সে সকল বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। লোকালয়ে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঐরূপ বিপদের মুখে পতিত হইয়া ভয়াতুরা রাজমহিষী তখন কোন লোকালয়ে আশ্রয় লইবার সংকল্প করিলেন।

সংকল্প; কিন্তু সংকল্পসিদ্ধির উপায় কি? কে তাঁহার উত্তর সাধক হইয়া লোকালয়ের পথ দেখাইয়া দিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দময়ন্তী দেবী অনন্য মনে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেন। সন্ধ্যা হইল। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ বরং কিছু কিছু সাহস আসিতেছিল. সন্ধ্যার অন্ধকারে সতী এক প্রকার

হতাশ হইলেন ; ঘন ঘন পদক্ষেপ করিয়া কাননের পশ্চিমাংশে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। দূরে যেন বহু লোকের কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল ; নয়ন মার্জ্জন করিয়া, দূরে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, অনেক গুলি দীপ জ্বলিতেছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, হয়ত খদ্যোতমালা ; অন্ধকারে তরুগাত্রে দীপ্তি বিকাশ করিয়া জোনাকীরা হয়ত খেলা করিতেছে ; অগ্রসর হইতে হইতে তিনি আবার মনে ভাবিলেন, খদ্যোতেরা অবিচ্ছেদে দীপ্তি বিকাশ করে না ; যে সকল আলোকমালা তিনি দেখিতেছেন, তাহা অবিচ্ছেদে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে কেবল এক একবার বায়ুকম্পনে কম্পিত হইতেছে। সেই লক্ষণ দেখিয়া দময়ন্তী স্থির করিলেন, অবশ্যই ঐ স্থানে লোক সমাগম হইয়াছে ; তৎপূর্ব্বে বহু কণ্ঠের কলরব তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল।

আলোকমালা লক্ষ্য করিয়া দময়ন্তী সতী আরও অনেক দূর অগ্রগামিনী হইলেন ! যেস্থানে আলোক দীপ্তি, ক্রমে ক্রমে সেই স্থানের নিকট বর্ত্তিনী। তথায় তিনি বনমধ্যে দীর্ঘ এক সরোবর, দেখিলেন, সরোবরের জলে পদ্মপত্র ভাসমান হইতেছে, সরোবরতীরে অনেকগুলি মনুষ্য মণ্ডলাকারে বসিয়া বাণিজ্য সংসারের গল্প করিতেছে ; নিকটে নিকটে নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার সংরক্ষিত হইয়াছে। লোকেরা দূরদেশবাসী সার্থবাহ ; বাণিজ্য ব্যপদেশে নগরীমধ্যে গমন করিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ; সন্ধ্যা হওয়াতে এই অরণ্য প্রান্তে বিশ্রামার্থ উপনীত হইয়াছে।

দময়ন্তী নিকটবর্ত্তিনী হইলে সাথবাহগণের নয়ন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। যে ব্যক্তি তাহাদিগের দলপতি, দময়ন্তীর রূপ দর্শনে সে ব্যক্তি মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল, কে এই রমণী, দেবী কি মানবী, কি কারণে নিশাকালে এই বনস্থলী মধ্যে একাকিনী বিচরণ করিতেছে, অঙ্গশোভা অপরূপ কিন্তু গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, মস্তকের কেশ রুক্ষ, পরিধানে অর্দ্ধছিন্ন বসন। ভাব দেখিয়া পাগলিনী বলিয়া মনে হয়। আমাদের নিকটেই আসিতেছে ; যদি কথা কহিতে জানে তবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লইতে হইবে।

বণিকের মনে মনে এই সব যুক্তি। কেবল ইহাই কি যথেষ্ট ? না, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি সন্ধি। লোকটা তাহার কতিপয় সঙ্গীকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিল, ঐ যে বিবসনা নিরলঙ্কৃতা সুন্দরী এই দিকে আসিতেছে, উহার পরিচয় লইয়া

যত্ন পূর্ব্বক আমার নিকটে লইয়া আসিও ; পরিচয় যদি না দেয়, তবুও ছাড়িও না ; উহার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি, উহার সহিত প্রেম সম্ভাষণে আমি সুখী হইবার আশা করি।"

আদেশ বাক্য গুলি অনুচ্চ কণ্ঠে কথিত হইলেও দময়ন্তী দেবী তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন ; অনুচরেরা সেইরূপ ঈঙ্গিতে আদেশ পালনে সম্মত হইল, তাহাও বুঝিলেন, বিশেষতঃ ঈঙ্গিতের অঙ্গ ভঙ্গিও নয়ন ভঙ্গিতে ও বক্তার অন্তরস্থ দুরভিসন্ধি অপ্রকাশ রহিল না। সতী ইত্যগ্রে তাহাদের সম্মুখীন হইবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের পাপ বুদ্ধির আভাস প্রাপ্ত হইয়া সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, মুখ ফিরাইয়া কাননের অন্যদিকে সরিয়া গেলেন ; দূর বনে প্রবেশ করিলেন না, অদূরেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লোকেরা কি করে, আরও কি কি কথাবার্ত্তা হয়, অন্বেষণের প্রয়াস পায় কি না, তাহাই অবগত হইবার ইচ্ছা।

ঊষা সমাগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা যূতবদ্ধ প্রমত্ত গজবৃন্দ সেই সরোবরে মৃণাল ভক্ষণার্থ বনমধ্যে উপস্থিত হইল ; সরোবরে অবতরণের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ মাতঙ্গদল সুন্দর আস্ফালন পূর্ব্বক, অবরোধ কারিগণকে আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য পদতলে দলন করিয়া ফেলিল ; তদনন্তর সরসীনীরে অবগাহন করিয়া অভিপ্সিত মৃণাল মূল আহরণ করিল, প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই দলবদ্ধ হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল।

বণিকগণ গজবৃন্দ কর্ত্তৃক বনমধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ; কাহারও হস্তপদ ভগ্ন, কাহারও মস্তক চূর্ণ, কাহারও বা সর্ব্বশরীর পেষিত হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি বিকলাঙ্গ হইয়াও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া ছিল ; বাঁচিবার আশাও পরিত্যাগ করে নাই ; যে কয়েকজন অনুচর তখনও পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, যন্ত্রণাসূচক ক্ষীণস্বরে তাহাদিগকে বলিল, "রাত্রিকালে যে অর্দ্ধবসনা পাগলিনীকে বনপথে দর্শন করিয়াছিলাম, সে অবশ্যই রাক্ষসী অথবা ডাকিনী ; মহা অলক্ষণা ; তাহারই ছলনায় আমাদের এই মহাবিপদ সংঘটিত হইল ; প্রভাতে পুনর্ব্বার যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব।"

দময়ন্তীদেবী সে কথাও শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভয় পাইলেন না। যাহারা তাঁহাকে সংহার করিবার পরামর্শ করিয়াছিল, প্রভাতে তাহাদের মৃতদেহ দৃষ্ট হইল, বাঁচিয়া রহিল কেবল পাচজন মাত্র।

দময়ন্তী যেখানে লুকাইয়া ছিলেন, সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে সরোবর তীরে আসিলেন। স্বার্থবাহ দলের যে পাঁচজনকে জীবিত বলা হইল, তাহারাও বিক্ষতাঙ্গ ভগ্নপাদ। দময়ন্তীকে অদূরে দর্শন করিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ণ করিবার উপক্রম করিল; রাক্ষসী, ডাকিনী, দলপতির সেই কথা তাহাদের মনে আসিল; সেই কথা বলাবলি করিতে করিতে তাহারা পলায়নের নিমিত্ত সচেষ্ট। গতিশক্তি অল্প, তথাপি দ্রুত ধাবনের চেষ্টা; দময়ন্তীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে তাহাদের সাহস হইল না।

যাঁহাদের প্রকৃতি কোমল, শত্রুর প্রতিও তাঁহারা সদয় হন। দয়াময়ী দময়ন্তী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সেই ভয়ার্ত্ত পঞ্চ বণিকের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, আশ্বাসে অভয় দান করিয়া সুস্নিগ্ধ বচনে তিনি কহিলেন, "ভয় নাই! আমাকে দেখিয়া তোমরা ভয় পাইতেছ, তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে আমি দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি, আমি রাক্ষসী নহি, ডাকিনী নহি, মায়াবিনী নহি, আমি মানবী; দৈব নিগ্রহে বিপদগ্রস্ত হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছি। বিধাতার মনে যাহা থাকে, তাহাই হয়; তোমরাও গ্রহবৈগুণ্যে সঙ্গীভ্রষ্ট হইয়া সঞ্চিতধনে বঞ্চিত হইয়াছ; এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথা হইতে তোমরা আসিতে ছিলে, এ অবস্থায় এখন যাইবেই বা কোথায়?"

একজন উত্তর করিল, "অনেক দূর হইতে আমরা আসিয়াছি, চেদীরাজ্যে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ এই দুঃদৈব সংঘটিত হইল; তথাপি আমরা সেই রাজ্যেই যাইব, তথায় আমাদের সম ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁহাদের আলয়ে আশ্রয় লইব।"

অল্পমাত্র চিন্তা করিয়া দময়ন্তী কহিলেন, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিলে এ অবস্থায় পথে তোমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। আমারে তোমরা সঙ্গিনী করিয়া লও।"

মধুর বচনে সকলেই সন্তুষ্ট হয়; মধুর প্রকৃতি সতী সাধ্বির মধুর বচনে বণিকেরা আশ্বস্ত হইল, মধুর ভাষিনীকে দয়াবতী মানবী স্থির করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। দময়ন্তী দেবী তাহাদের সঙ্গে চেদী রাজ্যে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

উপায় কি?

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভাদ্র মাস কয়েক দিন বৃষ্টি হয় নাই, প্রচণ্ড সূর্য্য। সুখস্পর্শ সমীরণ কৃপণতার সহিত প্রবাহিত হইতেছে। পথ প্রান্তে একটী বট বৃক্ষ। সম্মুখে প্রশস্ত ধান্য ক্ষেত্র। হরিৎবর্ণ-ধান্য পত্রিকা সকল সূর্য্যরশ্মিতে কিঞ্চিৎ ম্রিয়মানা হইলেও প্রিয়দর্শনীয়া। একটী যুবক সেই বটবৃক্ষ তলে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিতেছে, "উপায় কি?" কিছুতেই মন পাইলাম না, যেরূপ ভাবে উপাসনা করিতেছি, দেবতার উপাসনা করিলে তাঁহারও দয়া হইত। পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু, পত্নী, পুত্র, এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত আমাকে ত্যাগ করিলে আমি কদাচ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না। আত্মারূপী পরমেশ্বরের নিদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিব, তাহার পর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।" ইহা কহিয়া যুবক ধান্য ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, "কৃষক এই সকল ধান্য রোপণ করিয়াছে, সে সকল প্রাপ্তির আশা করে। ধান্য নানাবিধ ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া কৃষককে বঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু কৃষক কখনই ধান্যকে বঞ্চনা করে না। আমি আমার অকর্ম্মণ্যতা হেতু নিশ্চয়ই আমার পিতাকে বঞ্চনা করিতেছি। তিনি আমার নিকট অনেক আশা করেন। আমি তাঁহার আশা মিটাইতে পারিতেছি না। আমি প্রাণপণে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করি। অতি দীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ যাহা বাঁচাইতে পারি, তাহাই আমার পিতাকে দিয়া থাকি, তবে আমার অপরাধ কি? অর্থোপার্জ্জন অদৃষ্টের বশবর্ত্তী অদৃষ্টের উপর কর্ত্তৃত্ব কাহারও নাই। এখন উপায় কি?"

যুবক এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন। পথগামী কোন ব্যক্তির উপর লক্ষ্য নাই। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আর একটী যুবক সহাস্য বদনে কহিলেন, "উপায় কি?" তোমাকে এই কথা আমি যখন তখন বলিতে শুনি, এখন কি নিদ্রিত অবস্থায় তুমি "উপায় কি?" বলিয়া থাক, কি হইয়াছে বল দেখি?" ইহা কহিয়া যুবকটী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। চিন্তাশীল যুবক আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "জ্ঞান এসেছ চল, আমি তোমারি অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।" ইহা কহিয়া যুবক উঠিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

চিন্তাশীল যুবকটীর নাম সুধীরকুমার, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় অফিসে চাকরী করেন। দ্বিতীয় যুবকটীর নাম জ্ঞান। তিনিও কলিকাতায় চাকরী করেন, সুধীরের সহিত বন্ধুত্ব আছে. উভয়ে এক বাসায় থাকেন, বাস এক গ্রামে। তাঁহারা ছুটীতে বাটী আসিয়াছিলেন, কলিকাতায় যাইতেছেন। তাঁহারা গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে চলিতেছেন। এই প্রশস্ত পথ দিল্লির বাদসাহ শেরসা দ্বারা গঠিত, দিল্লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুধীর নতবদনে জ্ঞানের অনুগমন করিতেছেন, মুখে কোন কথা নাই! পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বনস্পতিগণ বর্ষা-সহবাসে সরস পত্রাবলি প্রসব করিয়া অপূর্ব্ব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকাণ্ড শাখাজাল বিস্তার করিয়া বর্ত্মমধ্যে কুঞ্জের শোভার আবির্ভাব করিয়াছে, সমুদয় তরুলতাগণকে অবজ্ঞা করিয়া ঊর্দ্ধে শিরোদেশ উত্তোলন পূর্ব্বক যেন মেঘমালাকে চুম্বন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে। মৃদুল পবন হিল্লোলে ইহাদের কোমল পল্লবের নৃত্য ও দর্শনীয়। জ্ঞান বাবু সুধীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ সুধীর! প্রবল গ্রীষ্মের সময় এই সকল বৃক্ষতল কি সুখপ্রদ, ওই দেখ সৌর কররাশি সহ কোমল পত্র সকল সুকোমল কান্তি কুমারীর ন্যায় বোধ হইতেছে।" ইহা কহিয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, সুধীরের সেই অবনত বদন সেই চিন্তামগ্ন ভাব। জ্ঞান একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "সুধীর! বরিষা সমাগমে এই সকল প্রকৃতির শোভা তোমার নয়ন আকর্ষণ করিতেছে না।" সুধীর কহিলেন, "ভাই! আমি কোন শোভাই দৃষ্টি করি নাই। দুশ্চিন্তা জরাক্রান্ত ব্যক্তির শান্তি কোথায়? সমুদয় পৃথিবী তাহার নিকট দগ্ধ শিলাখণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। দেখ আমার মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আমরা পিতাপুত্রে কলিকাতায় থাকি, ঐ আয় হইতে পুত্রের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমি যেরূপ মিতব্যয়ী তাহা তোমার অবিদিত নাই। কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পিতাঠাকুর মহাশয়কে কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনের টাকা দিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট। তাঁহার ধারণা আমি প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করি। আমি তাঁহাকে ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বঞ্চনা করিতেছি। গৃহে শান্তির লেশ মাত্র নাই। কলিকাতায় প্রবাস পীড়িত হইয়া শান্তির জন্য গৃহে ছুটিয়া আসি, কিন্তু আমাকে অশান্তি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হয়। সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাতে তাহার হাস্য বদন দেখিতে পাই না। কোমল তরল নয়ন হাস্য বিকাশের পরিবর্ত্তে বিষময় দুঃখবারি সঞ্চার দর্শন করিয়া হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়, এখন উপায় কি?"

সুধীরকুমারের মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান বাবু কহিলেন, "ভাই! এ

সংসারে আমি কোন বস্তুকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কোন লোককেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী দেখিতে পাই না। তোমার পিতার ভূসম্পত্তি বেশ আছে, তাদৃশ অর্থাভাবও নাই, তথাপি তিনি পুত্রের অবস্থা না বুঝিয়া মনোকষ্ট দিয়া থাকেন, সেটা তাঁহার স্বভাব ও দূষিত বুদ্ধির পরিচয়, তুমি দুঃখের দুঃখিনী প্রিয়বাদিনী পত্নী লাভ করিয়াছ, ভগবান তোমারে সুন্দর পুত্রও দিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাহাদের মুখ চাহিয়া এই মানসিক কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা কর। এ সংসারে অনেক কষ্টকে উপেক্ষা করিতে হয়, নচেৎ এই দুঃখময় সংসারে সুখলাভের বাসনা বৃথা। আমিও শুনিয়াছি, তোমার পিতা সকলের নিকট তোমার নিন্দা করেন। তুমি কিছুমাত্র সংসারের সাহায্য করনা, তুমি স্ত্রৈণ ও অর্থ পিশাচ, এই কথা সকলের নিকট ব্যক্ত করেন, কিন্তু যাহারা তোমার পিতাকে ও তোমাকে জানেন, তাঁহারা তোমার পিতার বাক্যে অন্তরে হাস্য করিয়া থাকেন, তুমি কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন কর। মিথ্যা দোষারোপ স্থায়ী হয় না। সাদাকে কাল বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? নির্ম্মল গগনের পূর্ণ চন্দ্রকে অগ্নি পিণ্ড বলিলে লোকের নিকট হাস্যাস্পদই হইতে হয়। সাংসারিক উপদ্রব সহ্য করিতে মনের বল চাই। তুমি খুব সহিষ্ণু তাহা আমি জানি। তোমার পরিবারের সুখ্যাতি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই। তুমি তাঁহাকেও শান্ত্বনা করিবে!" ইত্যাদি প্রবোধ বাক্যে জ্ঞানবাবু সুধীরের চাঞ্চল্য নিবারণের চেষ্টা করিয়া রেল-ওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! অনতিবিলম্বে বহু লোকপূর্ণ বাষ্প যান হুস্ হুস্ শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

সুধীরের পিতার বয়স পঞ্চাশের অধিক; শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, ললাট অপ্রশস্ত, চক্ষু ও মস্তক দেহের পরিমাণে ক্ষুদ্র। সে পাটের ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সাংসারিক স্বচ্ছলতা হেতু দেহে লাবণ্য আছে; কিন্তু কুটিলতা মুখমণ্ডলের শ্রীকে নষ্ট করিয়াছে। অর্থ লালসা অতি প্রবল। নিজের কথা ভিন্ন অন্যের কথা আজ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাহাকে একটী স্বার্থের স্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজের স্বার্থ ভিন্ন ইষ্টদেবের অনুরোধেও সে আজ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম করে নাই। সুধীরের মাতা আছেন, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। তিনি স্বামীর ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিতা। সুধীরের একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তাহার গুণ গরিমা বর্ণনাতীত। নিরক্ষর গুরু লঘু জ্ঞান শূন্য। দুর্ব্বলের যম। বলবানের নিকট কুক্কুরের ন্যায় স্পর্দ্ধাশালী। এই পুত্রই পিতার প্রিয়তম। সুধীর পিতার অপেক্ষা ইহার তাড়নায় অধিকতর কষ্ট

পাইতেন। সুধীরের প্রিয়তমা পত্নী আদর্শ স্থানীয়া, তাঁহার একটী মাত্র পুত্র নম্র ধীর ও বুদ্ধিমান।

সুধীরের পিতার বিশ্বাস সুধীর প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করেন, অনেক টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়াছেন। তিনি তাহাকে ও তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চনা করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা যেরূপ ভাবে চলিয়া থাকে, সমুদয় জগতকে সেই রূপ ভাবে চলিতে দেখে। সুধীর পঞ্চাশ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল। অফিসের ক্ষতি কি নিয়মের অন্যথা করিয়া তিনি কখনও অযথা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধীধারী না হইলেও ইংরাজী ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। বিষয় কর্ম্মে সাধারণ জ্ঞান বেশ ছিল। সুধীরের আরও অনেক গুণ ছিল, মিতব্যয়ী উদার, হিংসা দ্বেষ শূন্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি প্রভাতে উঠিয়া শুচি হইয়া ব্রাহ্মণোচিত নিত্যকর্ম্ম না করিয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। সুধীর প্রভাতে পূজাদিতে বসিলে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া কহিত, "আগে মনটাকে সোজা কর, তারপর ওমন করে সোজা হয়ে বসে বুকের উপর হাত রেখে তপ জপ কর্ব্বে।" সুধীর এই সকল উপদ্রব নীরবে সহ্য করিতেন।

সুধীরের পত্নী একাকী সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মের বিরাম ছিল না। সংসারের সুখ শান্তি থাকিলে মানুষ পরিশ্রমে কাতর হয় না। দিনান্তে একবারও প্রিয়মুখ দর্শন ও মধুর বচন শুনিলে পরিশ্রমের শান্তি হয়। কিন্তু বিদগ্ধ হৃদয়ে পরিশ্রমে মানুষ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়। সুধীরের পত্নী সংসারের গুরুভার মাথায় করিয়া কর্কশ বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। নির্ব্বোধ শ্বশুর নিত্যই পুত্রবধূকে সুধীরের দুষ্প্রবৃত্তির কারণ বিবেচনা করিয়া যন্ত্রণা দিত। তাহার উপর দুর্দ্দান্ত দুর্ম্মুখ দেবরের দোষারোপ। সুধীরের শ্বশুরালয়ে আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, সেই জন্য সুধীরের পত্নীর একমাসের জন্যও স্থানান্তরিত হইয়া জুড়াইবার স্থান ছিল না। সুধীর বাটী আসিলেই পত্নী তাঁহার মনোকষ্ট জানাইতেন, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতেন। কলিকাতায় যাইলে অর্থাভাবে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে কারণ কলিকাতায় সপরিবারে থাকার ব্যয়ভার বিস্তর। অধিকন্তু তাঁহার পিতা লোকের নিকট তাঁহার প্রতি দোষারোপের সুযোগ পাইবেন। লোকে সচরাচর পিতৃমাতৃ দোষকে উপেক্ষা করিয়া পুত্রকেই দোষী বিবেচনা করিয়া থাকেন, তিনি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে ইচ্ছা করেন না। সুধীর ইত্যাদি প্রবোধ বাক্যে পত্নীকে

বুঝাইতেন। দুঃখের দুঃখিনী স্বামীর মতানুবর্ত্তিনী পত্নী পতির মনোভাব বুঝিয়া স্থানান্তরিত হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। দূরবাসী পতি পুত্রের চিন্তায় সাধ্বী রমণী সাংসারিক অনেক কষ্টকে উপেক্ষা করিতেন।

যে সংসারে স্ত্রীনায়ক, শিশু নায়ক, অবোধ নায়ক সে সংসারের শ্রেয়োলাভ হয় না। শিক্ষিতা রমণীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলেনা। তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি অন্যরূপ। সুধীরের পত্নীর জ্বর হওয়াতে সাগু মিছরীর প্রয়োজন হইল। সুধীরের জননী স্বামীর নিকট সাগু মিছরী আনাইবার পয়সা চাহিবামাত্র মূর্ত্তিমান শ্বশুর বধুর সম্মুখে তীব্র কণ্ঠে কহিল, "দশ পনের টাকায় সাগু মিছরী হয় না, কোন মাসে দশ টাকা কোন মাসে পনের টাকার মুড়ি খাক্‌গে।" গুণবান দেবরও ওমনি কুক্কুরের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও সব নবাবী এখানে চল্‌বে না; কল্‌কাতায় টাকার থলি বাঁদ্‌ছে, আমি বেটা চাষ করে সাগু মিছরী যোগাব।" সুধীরের পত্নীর ভীষণ মর্ম্ম বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি আত্ম হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কল্পনা জল্পনা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়। আত্ম সমর্পণ ও আত্ম ত্যাগে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক তৎপর। সেই দিন রাত্রেই সুধীরের পত্নী কলসী গলায় বাঁধিয়া গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাহার সন্ধান হইল। নির্ব্বোধ পিতা লোকের নিকট প্রকাশ করিল, সুধীর তাহার পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে। তাহার পর পত্নীর মৃতদেহ পুষ্করিণীতে ভাসিয়া উঠিল। এই ভীষণ সংবাদ কলিকাতায় সুধীরের নিকট পৌঁছিলে, তিনি বাটী আসিলেন। পত্নীর অদর্শনেও তাঁহার এরূপ ভাবে দেহ ত্যাগে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি গৃহে অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হইল! কর্ম্মে ঔদাসিন্য, আর মুখে কেবল মাত্র এই বাক্য উচ্চারণ "উপায় কি ?" তাঁহার মানসিক বিকারের কারণ অফিসের বড় সাহেবের কর্ণ গোচর হইল। তিনি নির্ব্বোধ পিতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া বেতন বৃদ্ধি সহ সবেতনে সুধীরকে কয়েক মাস ছুটি দিলেন ও তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। কিছু দিন মধ্যে সুস্থ হইয়া সুধীর পুনর্ব্বার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি কার্য্য করিতে করিতেও মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "উপায় কি ?"

সাধক কবি মহাত্মা রাম প্রসাদ সেন গাহিয়াছেন,—

মা হওয়া কি মুখের কথা।

কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বোঝে সন্তানের ব্যথা ॥

এ কথাও বেশ বলা চলে—

বাপ হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল জন্ম দিলে হয় না পিতা।
যদি না বোঝে সন্তানের ব্যথা ॥

আষাঢ়ের আগমনী।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

গাহে শুভ্র অভ্র অন্তরীক্ষে
আষাঢ়ের আগমনী;
তাহে প্রোজ্জ্বল ঐ ইন্দু শীর্ষে
যেন দীপ্র নাগমনি।
ঐ ঈশানের দিঙ্মণ্ডলে
তারকা-রত্নে খচিত
হয় বসন আসন খানি
অতীব যত্নে রচিত।
বনে শ্যাম শস্য শষ্প করে
গাথিয়া পুষ্পহার
রহে দাঁড়ায়ে কাননদেবী,—
আনন শুষ্ক তার!
ঝরে অগ্নি শিখা—রুদ্র রৌদ্র
সবিতা কবিতা হ'তে,
গেল স্নিগ্ধ করুণা পরশে
সে রবিচ্ছবি তা' হ'তে।

যেন পরশ রতন স্পর্শে
রে অম্লান স্বর্ণবর্ণ,
হ'ল সুরভি করবী যেন
জাগিয়া অর্ণ পর্ণ।
তার সৌম্য শীতল উদ্ধরি
সকল মন্বন্তর
আজি রমা হইয়া বিশ্ব হ'তে
করিল ধন্বন্তর।
চির দৈন্য দারিদ্র্য ঘুচায়ে
আন হে শান্তি স্থিরতা;
তব অন্ন ভাণ্ডার উন্মুক্ত
কর হে, শান্তি ধীরতা!

কালাজ্বর

কবিরাজ— শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায়।

পূর্ব্বে অনেকে কলেরা বেরী বেরী, প্লেগ প্রভৃতি কতকগুলি রোগকে আয়ুর্ব্বেদ বহিভূর্ত রোগ বলিয়া জানিত, সেরূপ আজ কালও অনেকে কালাজ্বরকে আয়ুর্ব্বেদ বহির্ভূত রোগ বলিয়া জানে; বাস্তবিক তাহা নহে। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত রোগের নাম কালাজ্বর না থাকিলেও উহার নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি প্রভৃতির বর্ণন করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থকারই প্লীহযকৃদ্দাল্যুদর রোগ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বিদাহ্যভি সন্ধি রতস্য জন্তো প্রদুষ্ট মস্থক কদাচ।
প্লীহাভি বৃদ্ধিং কুরুত প্রবৃদ্ধো প্লীহেথ মেতজ্জবরং বদন্তি ॥
তদ্বাম পার্শে পরিবৃদ্ধি মেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র
মন্দ জ্বরাগ্নি কফপিত্ত লিঙ্গৈ রূপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোতি পাণ্ডুঃ ॥
সব্যাবন্ত পার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব

ঊদাবর্ত্ত রুজানাহৈ মোহতৃড্ দহন জ্বরৈঃ ॥
গৌরবা রুচিকারিত্বৈ বিদ্যাত্তত্ব মলান্ ক্রমাৎ ॥

(এ শ্লোকটী মাধব নিদানের। চরক; সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশাদি অন্যান্য গ্রন্থেও উক্ত রোগ ও এ সব লক্ষণাদির উল্লেখ আছে।)

অস্যার্থে—বিদাহী ও কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ রত ব্যক্তির রক্ত ও কফ দুষ্ট হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই বর্দ্ধিত প্লীহাজনিত উদরকে প্লীহোদর কহে। ইহা উদরের বাম পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। এ রোগে রোগী অত্যন্ত অম্লান্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিমান্দ্য কফ ও পিত্ত জনিত বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত ক্ষীণবল ও অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ হয়। এই উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃতের বিবৃদ্ধিকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে। প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদর রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে ঊদাবর্ত্ত, বেদনা, আনাহ; পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মোহতৃষ্ণা দাহ ও জ্বর এবং কফের প্রকোপে গাত্র গুরুতা, অরুচি ও প্লীহযকৃতে কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বিদাহী ও অভিষ্যন্দি জনক আহার এই রোগের কারণ বা নিদান; পিত্ত বা রক্ত ও কফ সম্প্রাপ্তি; অগ্নির মন্দাগ্নি পূর্ব্ব রূপ, মন্দজ্বর প্লীহযকৃতের বিবৃদ্ধি কফ ও পিত্তের বিবিধ উপদ্রব ক্ষীণবল ও পাণ্ডুরূপ। শ্লোকে মন্দজ্বরাগ্নি আছে বলিয়া যে পূর্ব্বে জ্বর হইয়া পরে মন্দাগ্নি হইতে এমন নহে; সর্ব্ব এই দেখা যায় যে মন্দাগ্নির পরে জ্বর হয়। জ্বর নিদানেও এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আর একটু বক্তব্য এই যে বিহাদী অর্থে কেবল যে কষ্ট এমন নহে; তীক্ষ্ণ তিক্ত ও অম্লরসও বিহাদী। পিত্ত বৃদ্ধি অথবা বিহাদী দ্রব্যের দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া রস রক্তাদির অসার পদার্থ বহির্গত হইতে দেয় না এ জন্য রক্ত দোষিত হয় অথবা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যের দ্বারা যে সব অসার পদার্থ স্রাব হয় অভিষ্যন্দি অর্থাৎ কফ বর্দ্ধক দ্রব্য কফ বৃদ্ধি করতঃ স্রোত সমূহকে বন্ধ করে বলিয়া মলক্রিয়া সম্যগ রূপে সাধিত হয় না তজ্জন্য রক্ত দোষিত হইয়া প্লীহা যকৃৎ যন্ত্রকে বিকৃত করিয়া ফেলে।

ম্যালেরিয়া বা বিষম জ্বরে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের পর প্লীহোদর বা কালাজ্বর হইয়া থাকে। আজকাল বাজারে জ্বরের প্রায় পেটেণ্ট ঔষধেই কুইনাইন আছে; সে সব ঔষধ যে কালাজ্বরোৎপাদক সে বিষয় আর সন্দেহ কি? এই সব পেটেণ্ট ঔষধের সুপারিস্ কালাজ্বরের এত পসার জমিয়া গিয়াছে।

সাধারণের বিশ্বাস কালাজ্বরে ইন্‌জেক্‌সন না হইলে আরাম হইবে না। আমার চিকিৎসায় একটী কালজ্বরগ্রস্থ রোগী আরাম হইলেও তাঁহার কোন আত্মীয় আসিয়া বলিলেন, "আরাম হইলেও ইন্‌জেক্‌সন ব্যতীত বিশ্বাস হয় না।" কোন এক ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে করিলেন, "বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কালাজ্বরের কোন ইন্‌জেক্‌সন ছিল না, তখন কি কালাজ্বর আরাম হইত না?"

আত্মীয় বলিলেন, "তখন কালাজ্বর ছিল না।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এরূপ রোগত আমরা ছেলে বেলা থেকেই দেখিতেছি। বরং সেকালের চিকিৎসায় কতক আরাম হইত কিন্তু আজকাল আরাম হইতে অল্পই দেখা যায়।"

ক্রমশঃ।

অরুণা।

লেখিকা—শ্রীমতী প্রতিভা মিত্র।

(১)

অরুণা আমার বাল্য সাথী। আমি যখন চার বছরের তখন বাবা আমাকে স্কুলে দেন। সেই স্কুলে অরুণার সঙ্গে আমার ভাব হয়। অরুণা আর আমার যে কি ভাব হয়—তা কি বল্‌ব? আমরা দুজনে দুজনকে এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পার্‌তুম না বল্‌লেই খুব হবে।

অমল বাবু, আমার দাদার এক পরিচিত বন্ধু। তারি কাছে অরুণা রোজ গান শিখ্‌ত। মা বাপের ইচ্ছে যে অরুণাকে তাঁরা অমলেরই হাতে দেন; এ জন্য তাঁরা খুব উঠে পড়ে লাগ্‌লেন।

অরুণা আমার কাছে কোন গোপন কর্‌ত না। একদিন স্কুলে অরুণার কাছে কথায় কথায় জান্‌তে পার্‌লুম, ওর বের ঠিক্ হ'য়ে গ্যাচে। আরও শুন্‌লুম সে অমলবাবুর সঙ্গেই বে। তেইশে শ্রাবণ বের দিন ঠিক্ হয়েচে।

(২)

সে দিন অরুণা স্কুলে আসেনি বলে—মনটা কেমন ভাল ছিল না। ছুটীর পর বাড়ী এসে, ওপরের ঘরে কাপড় জামা ছাড়্‌চি—এমন সময় দরজায় 'হর্ণের' আওয়াজ হ'ল! বারান্দায় বেরিয়ে দেখি এক গোছা গোলাপী কাগজ হাতে ক'রে, অরুণা মোটার থেকে নাম্‌চে!

আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলুম। আস্‌তেই অরুণা আমার হাতে একখানা 'গোলাপী কাগজ' দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে,—"যাব্রা চাই ভাই!"

আমিও হাসতে হাসতে বললুম,—"নিশ্চয়।"

* * * *

অরুণা এখন নূতন ঘরের গিন্নী।

(৩)

অরুণার বের এক বছর পরে একটী খোকা হয়। প্রসবের পর থেকে অরুণা তার তেমন 'সেরে উঠ্‌তে পারেনি। দিন দিন তার শরীর যেন ভেঙে যেতে লাগল। ... ... তার পর সে একদিন তার সংসারের পাট তুলে দিয়ে চলে গেল এক অজানিত পথে।

মাথার ওপরের একখানি ছোট মেঘ—অনন্ত আকাশে লুকিয়ে থাকে হারায় না—কখন কখন রূপান্তরিত হয়ে, জল হয়—আবার সেই মেঘ।

সংসারের হাজার হাজার কাজের মধ্যেও, বাল্য বন্ধু অরুণা আমার মনে লুকিয়ে আছে—আজও হারায় নি—মাঝে মাঝে তার স্মৃতি রূপান্তরিত হয়ে, আমার চোখে জল ফুটিয়ে তোলে আবার শুকিয়ে যায়—যে স্মৃতি সেই স্মৃতিই থাকে।

অনন্ত আকাশ :—আমার মন। অরুণার স্মৃতি :—ছোট মেঘ।

সমালোচনা।

"সিগনেল।"—৺কাশীধাম হইতে নব প্রকাশিত একখানি ইংরাজী সপ্তাহিক সংবাদ পত্র। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়ের সম্পাদকতায় ও শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় মহোদয়ের উপদেশানুসারে সুপরিচালিত হিন্দু ধর্ম্ম নীতি সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কল্পে শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাদি গৌরবে "সিগনেল" একখানি হিন্দুর আদর্শ স্থানীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

একটী কথা।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনাটী উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র মহাশয়ের লেখা।

জঃ সঃ।

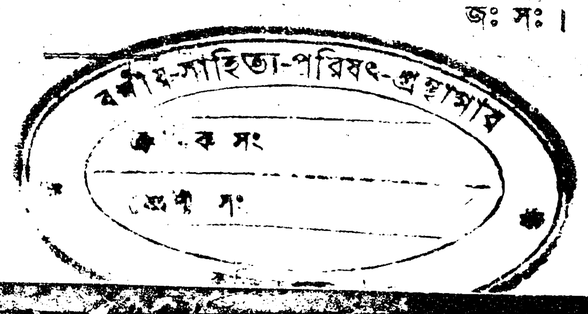

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রী যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩১শ, বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩২. [৩য়, সংখ্যা

১। ভারতীয় দর্শন কথা — শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ — ৬৫
২। ছত্র-ভঙ্গ — স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী — ৭০
৩। দময়ন্তী — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ৭৮
৪। পারের ডাক — শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি. এ — ৮৩
৫। চাইনা — শ্রীযুক্তদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — ৮৫
৬। দীর্ঘজীবন লাভের উপায় — কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম,এ এল,এম,এস — ৯৩
৭। মুক্তি কোথায় — শ্রীরামলাল পাল — ৯৫

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 13-10-25.

জ্বরের যম জারমলীন পরীক্ষা প্রার্থনীয়
একদিনে জ্বর ছাড়ে ! পথ্যের বিচার নাই !!
মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।
জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর

যখন চখের সামনে লেখাগুলি

এলোমেলো হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: [illegible]

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

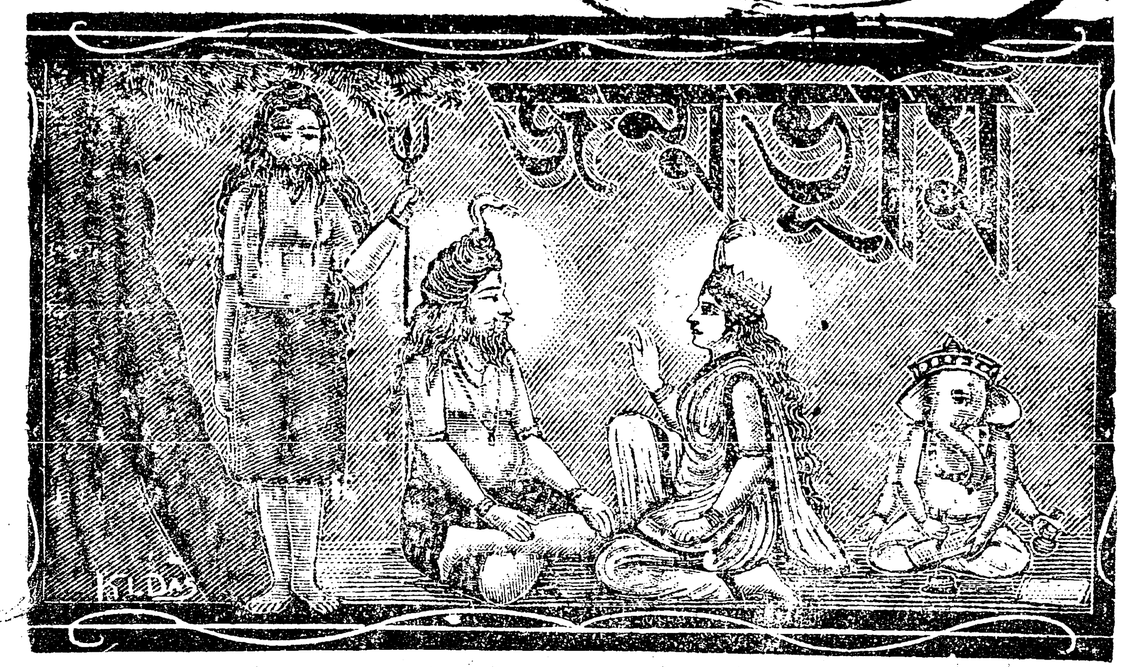

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩১শ, বর্ষ। | ১৩৩২ সাল, আষাঢ়। | ৩য়, সংখ্যা।

ভারতীয় দর্শন কথা।*

লেখক,— শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ।

অধ্যাত্ম জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এই ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণের প্রাণের একান্ত কামনীয় বস্তু। যে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মানব-সমাজ সুগঠিত হয় নাই, মানুষ মানুষ নামে আখ্যাত হইতে পারে নাই, জ্ঞান ও কার্য্যে তাহারা পশু হইতে কোন বিশিষ্টতা লাভ না করিতে পারিয়া গভীর অজ্ঞানান্ধ-তামসে আবৃত ছিল, তখনও পরম কারুণিক মহর্ষিগণ জ্ঞানরাজ্যে কি কর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বত্র বাহ্য জগৎ হইতে অতিদূরে অতি কঠিন ও সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন।

* তৃতীয় বার্ষিক বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

সমাজকে সরল সহজ প্রণালীতে ঈশ্বর তত্ত্বের সন্ধান দিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেন।

ঐরূপ পরোপকারী পূতচেতা করুণাধার কত মহাত্মা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহার গণনা করা সম্ভবপর নহে।

কালক্রমে সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিলে মহর্ষিগণ প্রচারিত আত্মজ্ঞানের ও ঈশ্বরবাদ স্থাপনের বিরুদ্ধে কু-তার্কিকগণের নানা প্রকার মতের আবির্ভাব হওয়াতে ঐ মহর্ষিগণ অধ্যাত্ম-রাজ্যের বিচার শাস্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক বিরুদ্ধ মত সকলের খণ্ডন করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষিগণের অপূর্ব্ব বিচার নৈপুণ্যপূর্ণ ঐ মত সংস্থাপক শাস্ত্র সকলই দর্শনশাস্ত্র। দর্শন ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ। বিচারপ্রণালী বিস্ময়োৎপাদক অপূর্ব্ব বস্তু। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ও দর্শনশাস্ত্র-রচয়িতাগণের প্রতি মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে এমন কেহ ধরাধামে আছেন বলিয়া ধারণা হয় না।

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশী পাশ্চাত্য বিদ্যায় পণ্ডিত মহামান্য বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্‌শডে কনভোকেশন সভায় বলিয়াছেন,—

"আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, এই জন্য যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পাঠ্য তালিকায় পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের নাম গন্ধ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত কেবল পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। বি, এ, উপাধি লাভ করিয়া যাঁহারা দর্শন শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই কেবল বিরাট দার্শনিক জ্ঞানসিন্ধুর এক গণ্ডুষ মাত্র জল খাইতে পান। সত্য বলিতে কি, ইহা আমার নিকট নিতান্ত অসামঞ্জস্য বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশের দর্শনের আলোচনা অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। এদেশে জনে জনে দার্শনিক জ্ঞান প্রার্থী, হিন্দু মাত্রই কর্ম্মবাদ জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র যদি দর্শন শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্করের নাম শুনিতে না পায় অথবা পূর্ব্ব পুরুষের মহামূল্য রত্ন ন্যায় দর্শনের সন্ধান জানিতে না পারে, তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?"

এই উক্তিতে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞান জগতে পরম হিতকারী বস্তু।

কেহ বলিতে পারেন যে দর্শন শাস্ত্র নীরস। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে। প্রথম পঠদ্দশায় সকল শাস্ত্রই কঠিন বোধ হয়; কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পর সরল

বোধ হয়। যেমন ইক্ষু যন্ত্রে পিষ্ট হইলে সুমধুর রস প্রদান করে, তদ্রূপ দর্শন শাস্ত্র অধিগত হইলে প্রীতিপ্রদ হয়। দর্শনশাস্ত্র অধিগমে শ্রম ও গুরুপদেশ চাই, আর ধৈর্য্যও চাই। দর্শনে প্রসঙ্গতঃ অনেক কথার অবতারণা হইলেও লক্ষ্য মোক্ষ। আর্য্যগণ ধনরত্ন রাজত্ব ইন্দ্রত্বও নশ্বর বলিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন।

দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনা ছাড়া এ প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বিবৃত করা সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, দর্শন শব্দার্থ কি? দর্শন শব্দে চক্ষু বুঝাইলেও এস্থলে দর্শন শব্দ প্রতিপাদ্য দর্শন শাস্ত্র। তবে আপত্তি হইতে পারে, দৃশ্ ধাত্বর্থ চাক্ষুষ জ্ঞান; চক্ষুই চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন। দর্শন শাস্ত্র চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন নহে। এ জন্য দর্শন শব্দে চক্ষুকেই বোঝান উচিৎ। দর্শন শাস্ত্রকে বুঝাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যদিও দর্শন শাস্ত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন নহে, তথাপি পরস্পর সম্বন্ধে আত্ম সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া দেয় বলিয়া দর্শন নাম অসঙ্গত নহে। আত্ম সাক্ষাৎকার দৃশ্ ধাতুর অর্থ স্বীকৃত হওয়াতে, উহা মানিয়া লইতে হইবে। অতএব আত্ম সাক্ষাৎকারের সাধনকে দর্শন শাস্ত্র বলিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক নাই। শ্রবণ মননাদি আত্ম সাক্ষাৎকারের কারণ হইলেও তাহারা শাস্ত্র পদ বাচ্য নহে বলিয়া দর্শন শাস্ত্র শব্দে শ্রবণ মনন প্রভৃতিকে না বুঝাইয়া শাস্ত্র বিশেষকেই বুঝাইবে। ভারতে ন্যায়, বৈশিষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত এই ছয়টী দর্শনই ষড়দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ ও সুধী সমাজে সমধিক সমাদৃত। ন্যায় বৈশেষিক প্রায় একমত সাংখ্য ও পাতঞ্জল অনেকাংশে মিল আছে, মীমাংসা ও বেদান্তে এক মতানুসরণ হইয়াছে। এই হিসাবে ষড়দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। আরও কতিপয় দর্শনের কথা জানা যায়। রামানুজ দর্শন পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন বেদান্তের প্রস্থান মাত্র। ঝকুলীশ পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন, প্রত্যাভিজ্ঞদর্শন, রমেশ্বর দর্শন, পাণিনি দর্শন, আর্হত দর্শন বা জৈন দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও চার্ব্বাক দর্শন। আর প্রেমভক্তি প্রধান বৈষ্ণব দর্শনের কথাও উল্লেখ যোগ্য। রূপ সনাতন জীব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের রচিত গ্রন্থপাঠে অহৈতুক ভগবদ্‌প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমস্ত দর্শনের মধ্যে ন্যায় দর্শনে বিশেষভাবে বিচার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। নব্য ন্যায় পাঠ না করিলে কোন দর্শনে এমন কি, স্মৃতি কাব্য ব্যাকরণেও সুপণ্ডিত হওয়া যায় না। অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্য প্রকাশ পাঠে ন্যায় শাস্ত্রের একান্ত আবশ্যক। গঙ্গোপাধ্যায় কৃত ব্যাপ্তিপঞ্চকের প্রথম লক্ষণ সাধ্যাভাববদ্ বৃত্তিত্বং

স্থলেই যথেষ্ঠ বিচার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার কথঞ্চিত আভাস এস্থলে উল্লেখিত হইল। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নব্য-ন্যায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শিতা এবং অদ্ভুত বুদ্ধি নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বং লক্ষণের সাহজিক অর্থ এই যে, সাধ্যের অভাব যে স্থলে থাকে সেখানে হেতু না থাকিলেই হেতু সাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি বা নিশ্চয় হয় তাহার নাম সাধ্য। যে কারণ দ্বারা অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে বহ্নি সাধ্য ধূম হেতু।

বহ্ন্যভাব বিশিষ্ট জলহ্রদাদিতে বহ্নিও নাই ধূমও নাই, অতএব বহ্নিমৎ স্থল ভিন্ন স্থলে ধূম না থাকায় ধূম বহ্নিব্যাপ্য, অর্থাৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। ধূমবান্ বহ্নেঃ এই প্রকার উক্তি সঙ্গত হয় না। যেহেতু বহ্নিমাপিত অয়োগোলকে বহ্নির সত্ত্বা থাকিলেও ধূমের অসত্ত্বা হেতু বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হইতে পারে না। লক্ষণটা বুঝিতে হইলে অনেক পারিভাষিক শব্দার্থ জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন। যেমন প্রতিযোগী অনুযোগী, প্রতিযোগিতা অনুযোগিতা নিরূপ্য, নিরূপিত, নিরূপক সমবায় সংযোগ ইত্যাদি। প্রতিযোগী অনুযোগী সম্বন্ধ বিশেষে ও অভাবেও থাকে। যাহার অভাব সে অভাবের প্রতিযোগী। যাহাতে অভাব থাকে সে অভাবের অনুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা, অনুযোগীর ধর্ম্ম অনুযোগিতা, প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীতে থাকে, এই জন্য প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিনিষ্ঠ বলা যায়। প্রতিযোগিতা অনুযোগিতা অভাবের, অতএব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা অভাব নিরূপ্য বা অভাব নিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার নিরূপক।

ইহ ভূতলে ঘটোনাস্তি স্থলে অভাবের প্রতিযোগী ঘট, অনুযোগী ভূতল। অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ অনুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ যাহা কোন অধিকরণে থাকে তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তির ধর্ম্ম বৃত্তিত্ব। বৃত্তিত্ব আধেয়ত্ব। বৃত্তিত্ব অধিকরণ নিরূপিত। সুতরাং সাধ্যভাব শব্দার্থ হইল সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব এইরূপ অভাবাধিকরণের নাম সাধ্যাভাব। আবৃত্তি শব্দে বৃত্তিত্বের অভাব বুঝিতে হইবে। তাহাতে সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বং লক্ষণের অর্থ হইতেছে সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাবের অধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব সেই বৃত্তিত্বের অভাব ব্যাপ্তি।

বহ্নিমান্ ধূমাৎ স্থলে সাধ্য বহ্নি অতএব বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব হইল বহ্নির অভাব। এই অভাব জলহ্রদাদিতে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই। ধূমে এই বৃত্তিত্বের অভাব। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতেছে।

এস্থলে একটী আপত্তি হয় যে, "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ কিনা দুই দ্রব্যের সম্মিলন রূপ সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে আছে, বহ্নি সমবায় কিনা অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধে স্বাবয়বেই থাকিতে পারে, পর্ব্বতে থাকিতে পারে না। সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি থাকিলেও সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নির অভাবই আছে। সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি না থাকায় ধূম বিদ্যমানেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বত ও তাহার অধিকরণ। পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধূমে নাই।

আর মহানসে যে বহ্নি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সংযোগাদি সম্বন্ধে পর্ব্বতে নাই। মহানসীয় বহ্নি মহানসে আছে। সুতরাং ধূম থাকিলেও সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে নাই, মহানসীয় বহ্নি সমবায় বা সংযোগ সম্বন্ধেও পর্ব্বতে নাই, মহানসীয় বহ্নিও বহ্নিই বটে। সুতরাং লক্ষণে দোষ ঘটিতেছে।

ইহার সমাধান করা হইয়াছে যে, যদিও সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি নাই কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির সত্ত্বা আছে। এস্থলে সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয় নাই। যেখানে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকিতে পারে, সেখানে সেই সম্বন্ধেই সেই বস্তু সাধ্য হইবে। অতএব সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্ন্যভাব থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্য হইতে বাধা হইতে পারে না।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর বহ্নিমান্ স্থলে বহ্নিত্ব রূপে অর্থাৎ কেবল বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। মহানসীয় বহ্নি সাধ্য হয় নাই। পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নি নাস্তি প্রতীতি হইলেও বহ্নির্নাস্তি প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব মহানসীয় বহ্নি পর্ব্বতে না থাকিলেও বহ্নি নাই একথা বলা যাইতে পারে না।

বহ্নির সত্ত্বা স্থলেও কিরূপে বহ্নির অভাব বলিতে পারা যায়, তাহার প্রণালী কিঞ্চিন্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

নব্য ন্যায় ভাষার জন্যও সহজ বোধ্য হয় না। যথা সাধ্যাভাব শব্দার্থ নব্য ন্যায়ের ভাষায় বলিলে সাধ্যতা ব্যবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতা ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব বলিতে হইবে।

দর্শন শাস্ত্রের রস সামান্যতঃ এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইল। দর্শনেন্দ্রিয় থাকিতেও আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারিতেছি না, দর্শন

শাস্ত্রীয় প্রতিপাদ্য পারলৌকিক সুখ অথবা ইহলৌকিক দর্শন শাস্ত্র রসাস্বাদ সুখে বঞ্চিত আছি।

অল্পদিন পূর্ব্বেও দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। অধুনা পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া "তে হি নো দিবসাগতাঃ" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হইতেছে।

হে সর্ব্ব দর্শিন্! জগদীশ! তোমার কৃপায় পুরাকালে অর্জ্জুন দিব্য দর্শন লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থক্য করিয়াছিলেন, আমাদেরও জ্ঞান-দর্শন উন্মিলিত করিয়া দাও, যেন আমরাও সমগ্র বিশ্বে তোমার সত্ত্বা দর্শন করিয়া শাশ্বত শান্তির দর্শন পাইতে পারি।

এই নিষ্কিঞ্চনের কাতর হৃদয়ের ইহাই আকিঞ্চন।

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৌরব-রাজ শিবির।

(দুর্য্যোধন ও শকুনী।)

দুর্য্যো। হা মাতুল! এই রণে পাইলে নিস্তার
হেন বুঝি মৃত্যু তব না হবে কখন।
জরা জীর্ণ আতুর নিয়মে ত্যজে দেহ
শূদ্র হেন হীন জানি তারে ক্ষত্রধর্ম্মে,
সম্মুখ সমরে মরে শ্রেষ্ঠ তারে গণি।
অনুমানি মৃত্যু ভয় হৈল তব মনে,
তে কারণে সন্ধি কথা কহ পুনঃ পুনঃ।
মৃত্যু যদি ধাতার লিখন এই রণে,

* সত্ত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

কহ রক্ষা পাইবে কেমনে? পদে পদে
নিত্য ডরে মরে ভীরুজনে, বীর্য্যবানে
জানে মৃত্যু একবার। বীর পুরুষকার
প্রকাশি অতুল কীর্ত্তি রাখে ইহলোকে।
সদা শত্রু ভয়ে হায় জীবন্মৃত হয়ে
যে চাহে বাঁচিতে, ধিক্ জীবনে তাহার।
হেন হীনাচার কৌরবে না শোভে কভু।
ভয়ে বুদ্ধি হারা হয় জ্ঞান বৃদ্ধ জনে,
চক্রীর কুচক্র তেঁই নার ভেদিবারে।
কি ভাবিছ মাতুল সুমতি?
প্রাণ ভয়ে হায়,
পঞ্চগ্রাম এবে প্রদানি পাণ্ডবে
রবে পঞ্চ দুর্গে বন্দী দুরন্ত কৌরব?
সিংহাসন হস্তিনার হবে কারাগার সার,
দুর্ব্বার পাণ্ডব তাহে সতর্ক প্রহরী,
কোন প্রাণে-হরি হরি-হেরিব নয়নে?
যুধিষ্ঠির বনচারী রাজসূয় ছত্রধরি
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে ভারত শাসনে;
দুর্য্যোধনে এতদিনে হেন মন্ত্র দিলে,
কেমনে জানিলে রণে নাহি মোর জয়?
সৈন্যবল নহে উন, মহারথি সুনিপুন
মদ্ররাজ কৃপ শল্য হার্দ্দিক্য শৌবল,
সমর কুশল দক্ষ বিপক্ষ প্রমাথি,
রৌদ্রকর্ম্মা অশ্বত্থামা পার্থ প্রতিযোধি,
দৃঢ়ব্রতী মম হিতে; তাহে অনুবল
চিত্রযোধি তুমি মহারথি। মাতৃবরে
অভেদ্য শরীর, ধরি গদাবজ্রসার,
বীরত্ব পুরুষকার দেখিবে সংসার,
হবে পাণ্ডব সংহার কালিকার রণে;
না হও বিমনা ভয়ে, যুঝ স্বর্গকাম হয়ে,

ত্যজ হান আচরণ, ধর দৃঢ় পণ,
জয় পরাজয় জেন দৈবের ঘটন।

শকু। যুদ্ধে ভয় কখন দেখিলে দুর্য্যোধন ?
করি প্রাণপণ যুঝি সাপক্ষে তোমার,
পুত্র-ভ্রাতা আত্ম পরিবার একে একে
করিনু সকলি নাশ, তবু হেন কটু ভাষে
কহ বার বার। হায় অদৃষ্ট আমার !
স্মরি ভগিনীরে সদা তব হিত তরে
কহি নীতি বাণী, দর্পে নাহি তুল কাণে।
আছয়ে স্মরণে, পূর্ব্বে কহিয়াছি তোমা
এ তিন ভুবনে মিলি সর্ব্বজনে
পাণ্ডু পুত্রগণে রণে নারিবে জিনিতে,
তবু তব প্রীতে রচিনু কপট পাশা সারি ;
করি অরি সমরে অমর নাহি ডরে,
নহে সদা মোরে ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজনে
নিজ মাতুলের মানে পূজিত সাদরে।
জিনি রাজ্যধন সবে পাঠাইলা বন,
পালি সত্য পণ দৈবে হইল বিশাল,
সদাকাল শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কটে সবে সাথী
এবে সমরে সারথি। কিবা দ্রোণী হেন কৃতি
জিনিতে অর্জ্জুনে ? তেঁই কহি, দেহ ক্ষমা।
কর্ণ আদি করি দর্পে যতেক কহিল
না পারিল, অহঙ্কারে হইল সংহার।
করিতে মোচন ভূমি ভার, (শুনি
কহে ঋষি দ্বৈপায়ন) দর্পহারী নারায়ণ
দৈবকী নন্দন রূপে ; হের কার্য্য তার—
জরাসিন্ধু, শিশুপাল, ডিম্বক যবন কাল,
দন্তবক্র, কেশী, কংশ, পৌণ্ড্রক দুর্ব্বার,
কত লব নাম আর, যুঝি অষ্টাদশবার
কি করিলা বাসুদেবে ? হইলা সংহার।

জানে সে কাহিনী তব মাতুল প্রবীণ।
কারে মারে বাহুবলে, কাহার বিনাশ ছলে,
কৌশলে কৌশলময় চক্রী চক্রধারী ;
সাক্ষ্য সপ্তদশ দিনে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণে
কেমনে পাড়িলা বসি অর্জ্জুনের রথে ;
জয়দ্রথে পারিলা কি রক্ষিতে সমরে ?
কোথা দ্রোণী ছিল সেই কালে ? না দেখিলা
কপটে কপটি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ লোক মাঝে,
না সাজে বিবাদ আর হেন জন সনে ;
কালরণে ক্ষত্রবংশ হৈল ধ্বংস প্রায়,
এবে লক্ষ্য আমা দুইজনে, দুর্য্যোধন !
মানে মানে বাঁচাও আশ্রিত জনে।
নারায়ণে নারিবে জিনিতে প্রাণপণে।
কহি শেষ রক্ষা তরে, কর পূজা দামোদরে,
বৈবাহিক সম্বন্ধে তোমার জনার্দ্দন ;
সাধহ কল্যাণ নিজ সন্ধির কৌশলে।
পুনঃ যথাকালে তেজ দেখাও আপন।
গেল রণ সমানে সমান, অপমান
নাহি কভু সম্প্রীতে পাণ্ডবগণ সনে ;
কৌরব পাণ্ডব ভিন্ন নহে, অভিমান
কিবা তাহে ? এবে দৈবে বিজয়ী পাণ্ডব—
পরাভব অসম্ভব তার, জেন মনে !
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেই স্থানে।

দুর্য্যো। হে মাতুল ! ধন্য মানি তব দিব্য জ্ঞানে।
নারায়ণে চিনিলা যাদব অবতারে
কংস কারাগারে কিবা জনম লভিলা
কমলার পতি হরি। ইন্দিরা আপনি
রুক্মিণী ভীষ্মক সুতা গ্রহিতা বাক্‌দানে,
অনুপূর্ব্বা হইল বিভা শিশুপাল সনে।
গোপ অন্নে গোকুলে বাড়িল, বিনাশিল

পূতনা, গোপিনী হরে, গরু মারে গোঠে ;
ব্রাত্য দোষে ক্ষত্রকুলে কন্যা নাহি দিল,
মিলিল পাণ্ডব সনে সমানে সমান,
কুলে শীলে দুই জনে। রাজসূয় সমাপনে
নারায়ণ জ্ঞানে কৃষ্ণ পাণ্ডব পূজিল,
দিল সায় পিতামহ কৌরব পক্ষেতে ;
নহে শিশুপালে ক্ষত্র সভার মাঝারে
পারে নাশিবারে কৃষ্ণ পাণ্ডব সহায়ে ?
শুভক্ষণে ভার্গব বিজয়ী ভীষ্মদেবে
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রে হেরিলা পুলকে
শিখণ্ডির আড়ে বসি অর্জ্জুনের রথে ;
ভালমতে জগতে জানিল সর্ব্বজন
সত্যনারায়ণ কৃষ্ণ দৈবকী নন্দন।
ছল সত্যে যবে দুষ্ট দ্রোণেরে ভাণ্ডিল,
দিল নব-দীক্ষা যুধিষ্ঠিরে গুরুবধে,
"হতগজে" সত্যের বাখান, ভগবান
ব্রহ্মবধী যুগধর্ম্মে কলির উদয়ে।
প্রাণ দহে কৃষ্ণসনে সম্বন্ধ স্মরিলে,
যদুকুলে কৌরব না দিল কন্যা কভু,
তবু পিতামহ আদি তোমা সবার বচনে
কৃষ্ণের নন্দনে কন্যা-মিত্র লাভ আশে—
করিদান অপমান পাইনু হাতে হাতে।
মমসাথে ভদ্রার আছিল পরিণয়—
পার্থ হরি লয় কৃষ্ণ মন্ত্রণায় তারে,
বিদিত সবারে বাক্‌দানে পত্নীমম
ভগিনী তাহার দিল পুনঃ ধনঞ্জয়ে ;
নিমন্ত্রিয়া নিয়া পুরে কৈল অপমান।
প্রতিদান দিব যবে তখন সম্প্রীত হবে
তব নারায়ণ সনে, পাণ্ডু পুত্রগণে
এ জীবনে নারিব ক্ষমিতে কদাচন।

হুতাশন-হুতাশন ভীমের স্মরণে !
যবে রণে গদাঘাতে চূর্ণ শির তার
দিব উপহার গৃধ্র কুক্কুর শৃগালে—
সেই কালে দিব ক্ষমা, ক্ষমা যদি চাহে !
যুধিষ্ঠির ! জেন স্থির-কৌরব না চায়
পরিহার, প্রাণ ছার মানের গণনে।
মোর মনে সত্য পণে পাণ্ডব হারিল
রাজ্যধন, ত্যজি সিংহাসন গেল বনে,
হেনপণ কাহারো বচনে দুর্য্যোধন
কদাচন না ত্যজিবে থাকিতে জীবন।
রণ-রণ-রণ চাহি আমি, তুচ্ছ মানি
কৌশলে রক্ষিতে প্রাণ হীন প্রাণ সম ;
ঘৃণার জীবনভার বাহি পশু প্রায়
অন্যে পাবে করিতে বহন ক্ষত্রকুলে,
কৌরব অক্ষম সদা নীচ আচরণে।

শকু। এতদিনে দ্রোণের নন্দনে, নাহি জানি,
কেমনে বিশ্বাসি চাহ সংগ্রামে পশিতে !
ভাবি চিতে কর্ণ বাক্যে হৈল বিস্মরণ ?
প্রীতি মন পাণ্ডবেরে, বিদ্বেষ তোমায়,
পিতৃবধে চায় এবে উভয় বিনাশ।
রাজ্য আশ ব্রাহ্মণের সদা জাগে মনে,
ভীষ্ম কর্ণ ডরে, দ্রোণের বচনে দুষ্ট,
কৌরব হিংসনে ছিল বিরত সে কালে।
পাণ্ডব পাঞ্চালে যেই দিন পরাজিবে,
তোমায় হিংসিবে দ্রোণী ছলে কিবা বলে।
স্বচক্ষে দেখিলা এই ক্ষণে, ক্রোধ ভরে
নিল করে ব্রহ্ম অস্ত্র সবার নিধনে।
দুর্য্যোধন ! হেন জনে কেমনে অর্পণ
কর মোক্ষ ভার ?

দুর্য্যো। ভার সকলি আমার।

অসার অন্য সহায়—তথাপি সহায়
অশ্বত্থামা। অন্য কোন্ জনা নিবারিবে
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে সমরে? মুনি বরে
অমর সংসারে দ্বিজ, ব্রহ্মশির করে
দণ্ডধরে নাহি গণে, চির আশ মনে
যুঝে পার্থ সনে, দ্রোণ তরে না পারিত।
পিতৃবধে জাত ক্রোধ পাণ্ডব পাঞ্চালে।
অস্ত্রবলে ধনঞ্জয় পাবে পরাজয়—
অর্জ্জুনে জিনিলে সকল পাণ্ডবে জিনি।
নাহি পারি, যুদ্ধ করি মরিব আহবে।
রবে ভবে কৌরবের গৌরব আখ্যান।
আইস পশ্চাতে—যাব দ্রোণী সন্নিধান।

(সকলের প্রস্থান।)

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবালয়।

(ভীম, নকুল ও সহদেব।)

ভীম। জয় শিব শঙ্কর, শশাঙ্ক শেখর,
বিশ্বোদর হর জয় ত্রিপুরারি!
জয় বামাচারি,
ভীম অসীমতম তেজধারি।
ভব ব্যোম, ভব ব্যোম, অগ্নি সূর্য্য সোম,
ত্রিগুণ ত্রিলোচন ত্রিশূল ধারণ,
পিনাক পরশু নর, শির শোভিত কর,
ফণি ফণা অঙ্গদ বলয় সুশোভন,
উর্দ্ধ জটা জুট বিমান বিহারি,

বিশ্বকটাহে কারণবারি,
ত্রিতাপহারি,
ত্রিপথগা গঙ্গা, ত্রিগুণ:ত্রিভঙ্গা,
কল কলরঙ্গে, মহাকাল নারী,
ব্যোমকেশ শেষোপবীতধারি!
জয় ভূত-ভাবন ভৈরবী ভোলা,
নীলকণ্ঠহাড় নৃমুণ্ড দোলা,
ভব ভয় ভীতি হর রুদ্র বাঘাম্বর
বিভূতি-ভূষণধর শ্মশান-বিহারী,
বীরাচারি।
ডমরুতালে, তাল বেতালে,
ভূত প্রমথ প্রেত রব ব্যোম গালে;
তাণ্ডব নর্ত্তন, ত্রিভুবন কম্পন,
ডাকিনী যোগিনীগণ বাজায় কপালে,
প্রলয় পাবক ধ্বকে ধ্বক ধ্বক জ্বালে;
জয়দে জয়দে হর, শম্ভু শুভঙ্কর,
মহোদর বর দেহ দীনজনে,
বৃষভ বাহনে, দুর্গম রণে,
রুদ্রেশ্বর উর' ভকত আশ পূর,
তমগুণে অঞ্জলী ধর শ্রীচরণে।

দৈববাণী। মাভৈ, মাভৈ শূর! কুরুক্ষেত্র রণে
শূলকরে শূলপাণি রক্ষিবে পাণ্ডবে।
মহাহবে, প্রতিজ্ঞা আপন
পালন করহ বৃকোদর!
কমলার অংশে জাত কমল লোচনা
যাজ্ঞসেনী সতী অপমানে—
আত্মাসতি দক্ষসুতা কুপিতা কৌরবে;
নরঋষি নারায়ণ ফাল্গুনী কেশবে
সদা তুষ্ট শূলপাণি। গান্ধার নন্দিনী
চির তপস্বিনী নাহি পাবে শিব দরশন
প্রতিজ্ঞা পালন কর বীর বাহুবলে
বিনাশি কৌরবে।

সকলে। গীত।

নাচে মহারুদ্র রুদ্রাণী সনে,
ভৈরব ভৈরবী ভীষণ রণে।
ঘন ঘোর ডাকে, ভূতে প্রেতে হাকে,
ধায় লাখে লাখে যোগিনী গণে।
দ্বিপ দ্বিপি ছালা, নরমুণ্ড মালা,
পরা চণ্ড চণ্ডী মহাবহ্নি-ভালা।
হান হান হান নাদে নিশাণে
টলা টল্ল বিশ্ব লোহ কানে কানে।
পিয়ে পিশাচে ভরিয়ে কপালে,
বব ব্যোম বব ব্যোম মহাশব্দ গালে;
জয়দে জয়দে, শিবে ভীম নাদে,
শিবদে শিবদে শিব শূল-পাণে।

(প্রমথ গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।)

ক্রমশঃ।

দময়ন্তী।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এইরূপে আরও ছয় মাস গত হয়। একদিন অনাহারে বহুদূর পর্য্যটনে উভয়ে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক তরুতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন; শ্রান্তিবশে দময়ন্তীর নিদ্রাকর্ষণ হয়; পতির উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। প্রগাঢ় নিদ্রা। পূর্ব্ব সঞ্চিত চিন্তাবেগ সেই সময় নলরাজাকে নিতান্ত অস্থির করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করি? স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া বনে বনে

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভ্রমণ করা অত্যন্ত কষ্টকর; নিজের কষ্ট অপেক্ষা কোমলাঙ্গী ভার্য্যার কষ্ট যারপরনাই যন্ত্রণাদায়ক; নিজের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাই ঘটিবে, দময়ন্তীর কষ্ট আর প্রাণে সহ্য হয় না; আমি যদি একাকী স্থানান্তরে চলিয়া যাই, পথ দেখাইয়া দিয়াছি, দময়ন্তী সে অবস্থায় পথে পথে পান্থগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনায়াসে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন; ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া অন্য বনে প্রস্থান করাই আমার পক্ষে বিধেয়; কিন্তু কি প্রকারে প্রস্থান করি? উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছি, আকর্ষণ করিলেই প্রিয়া জাগিয়া উঠিবেন, পলাইতে পারিব না। উপায় কি?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজা আকুল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, অতি নিকটে একখানা তীক্ষ্ণধার খড়্গ পতিত রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহার অধরে ঈষৎ হাস্য রেখা প্রকাশ পাইল; ক্ষিপ্রহস্তে সেই খড়্গ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বসনার্দ্ধ চ্ছেদন করিলেন। আর এক বিভ্রাট, উরুদেশে সতীর মস্তক, কি প্রকারে গাত্রোত্থান করেন। সু-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি অবস্থা বিশেষে আপনা হইতেই উদয় হয়; বৃক্ষতলে কয়েকখণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল, রাজা তাহার এক খণ্ড ধীরে ধীরে নিকটে সরাইয়া আনিলেন, ধীরে ধীরে উরুদেশ হইতে দময়ন্তীর মস্তকটি নামাইয়া সেই প্রস্তরের উপরে রাখিলেন, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পরিধানে অর্দ্ধ বসন।

সহসা শূন্য মার্গে আকাশ বাণী হইল, "নৈষধ! আর কেন? পলায়ন কর! আমি কলি, আমিই খড়্গ হইয়া তোমাকে দময়ন্তীর বস্ত্র চ্ছেদনের উপায় করিয়া দিয়াছি। পলায়ন কর।"

রাজবক্ষে যেন বিষম শেল বিদ্ধ হইল; তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সে খড়্গ আর সেখানে নাই; তবেই দৈববাণী সত্য। সত্যই তবে কলির এই ছলনা, কলির কাছে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? কেন সে আমাকে পদে পদে এইরূপ ছলনা করিতেছে? নির্ব্বেদে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিতা দময়ন্তীর আরক্ত মুখপানে চাহিলেন, মর্ম্মসাগরে তরঙ্গ উঠিল, আবেগ উছলিত হইল, নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। পলায়নের সংকল্প, মতিভ্রম, সংকল্পসিদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হইল। নিদ্রিতা ধর্ম্মপত্নীকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে তিনি বলিলেন, "আহা! বৃন্তচ্যুত হইয়া এই বিকসিত পদ্মটি ভূতলে পড়িয়া রহিল, আর আমি ঐ মুখের দিকে চাহিব না; চাহিলেই মমতা আসিবে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অরক্ষিতা হইয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গ এইখানে রহিল, দেবতারা ইহাকে রক্ষা করুন।

এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, শোক সন্তপ্ত মতিভ্রান্ত রাজা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া অর্দ্ধ বসনাবৃতা দময়ন্তীকে দেখিলেন, অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, মনের দুঃখে আপন মনে কয়েকটি কথা বলিলেন, অশ্রুসিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার চাহিলেন, পুনর্ব্বার ফিরিলেন ; মায়ার আকর্ষণ আশুছেদন করা দুঃসাধ্য ; বার বার ঐরূপে যাতায়াত করিয়া অবশেষে তিনি নির্ম্মম হইয়া দ্রুতপদে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। প্রস্থানের উপক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। নয়ন উন্মীলনের অগ্রে দময়ন্তী অনুভব করিলেন, মস্তকে যেন কোন প্রকার কঠিন পদার্থ সংলগ্ন রহিয়াছে ; দুঃস্বপ্ন দর্শনে মনে যেমন শঙ্কার উদয় হয়, অকস্মাৎ সতীর প্রাণে সেইরূপ আশঙ্কার আবির্ভাব হইল। উন্মনা হইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, যাঁহার উরু দেশে মস্তক রাখিয়া তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রাণপতি তাঁহার নিকটে নাই! চমকিতা হইয়া শশব্যস্তে তিনি উঠিয়া বসিলেন, রবিকর-প্রভাসিত বনস্থলী তাঁহার চক্ষে অন্ধকার বোধ হইল ; দুর দুর করিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল ; আপাদ মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় সতীর মনে মনে তর্ক উঠিল, উভয়ের পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র ছিল, সে বস্ত্রখানি তাঁহার অঙ্গে রহিয়াছে, রাজা কি তবে উলঙ্গ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন? পরক্ষণে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন, বস্ত্রখানি দ্বিখণ্ডিত ; কোন প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র যোগে মধ্যস্থল বিকর্ত্তিত। উহা দর্শন করিয়াই বনবাসিনী রাণী হা হতোঽস্মি বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন।

পতিগত প্রাণা, রাজকুল ললনা ক্ষণকালের জন্য হতজ্ঞান হইলেন। হৃদয় সরল, স্বভাব কোমল, সে হৃদয়ে শীঘ্র সংশয় প্রবেশ করিতে পারে না। একবার তিনি ভাবিলেন, যে মহাপুরুষ কদাচ কপটাচরণ জানেন না, তিনি যে ঘোর অরণ্য মধ্যে অসহায়িনী দুঃখিনী ভার্য্যাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন, ইহা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ; হয়ত পরিহাস করিবার নিমিত্ত এই বন মধ্যে কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকাইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ অনুমান করিয়া কর-

জোড়ে সজল লোচনে মৃদু ভাষিণী কিঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, "হৃদয়েশ্বর! কোথায় গিয়াছ? কোথায় লুকাইয়া আছ? প্রভু! এই কি পরিহাসের সময়? আমাকে ছলনা করিবার জন্য কৌশলে অর্দ্ধবস্ত্র ছেদন করিয়া কোথায় গিয়া লুকাইয়া আছ? জীবিতেশ্বর! যথেষ্ট হইয়াছে, আর অধিকক্ষণ ছলনা করা শোভা পায় না ; আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে, সহাস্য বদনে নিকটে আসিয়া দেখা দাও!"

দময়ন্তী করুণস্বরে এতগুলি কথা বলিলেন, কেহই কিছু উত্তর দিল না। কেই বা উত্তর দিবে? যাঁহার উদ্দেশ্যে আহ্বান ধ্বনি তিনি সেই করুণ ধ্বনির সীমাপথ অতিক্রান্ত। সতী তখন সেখানে আর সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, শুষ্ক কণ্ঠে বিকম্পিত চরণে কানন মধ্যে পতির অন্বেষণে চলিলেন, বৃক্ষান্তরাল, লতা গুল্ম তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর এবং সুদীর্ঘ তরুগণের অগ্রভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কুত্রাপি হৃদয় কান্তকে দেখিতে পাইলেন না ; মস্তকে যেন অশনি পাত হইল, নয়নদ্বয় দীপ্তি শূন্য হইয়া আসিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, পতি নিচয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার শোকের পরিতাপের সীমা পরিসীমা রহিল না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যেমন উন্মাদিনী প্রায় হইয়া কুঞ্জের তরুলতাগণকে, তরুবাসী বিহঙ্গ কুলকে, অচলগিরি গোবর্দ্ধনকে এবং কলিন্দ নন্দিনী যমুনাকে কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাবণের অশোক বনে সীতাদেবী যেমন সদাগতি মরুতকে উড্ডয়নশীল পক্ষীগণকে আকাশের মেঘ মালাকে এবং নিশাকালীন তারা মালা বেষ্টিত চন্দ্রমাকে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্রের কুশল বার্ত্তা শুধাইয়া ছিলেন, পতিহারা দময়ন্তীও সেইরূপ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই বিজন অরণ্যের সমস্ত নির্জ্জীব পদার্থকে নলরাজার উদ্দেশ বার্ত্তা শুধাইয়া শুধাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কাহারও কাছে কিছু মাত্র উত্তর পাইলেন না।

অস্ত গমনের প্রাক্কালে দেব দিবাকর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন, সেই লোহিত ছবির প্রতি সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধমুখী দময়ন্তী কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দিনমণি! বিশ্বলোচন! জগৎকে অন্ধকারে ডুবাইয়া তুমি ত চলিলে, ক্ষণকাল দাঁড়াও দেব, আমার একটি কথার উত্তর দিয়া যাও ; দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষ কমলায়তনেত্র, প্রশান্ত বদন, অর্দ্ধ বাস পরিহিত এক মহাপুরুষকে কোথায় তুমি দর্শন করিয়াছ, দয়া করিয়া আমায় বলিয়া দাও। আমি

অভাগিনী, আমি তাঁহার চরণে কিঙ্করী, সেই চরণে শরণ লইতে যাইব। তিনি কোথায় আছেন, বলিয়া দাও।"

প্রভাকর নিরুত্তর। সতী তখন কাতরকণ্ঠে পতিকে উদ্দেশ করিয়া গদ্‌গদ্ ভাষে বলিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা হৃদয়সর্ব্বস্ব! হা দময়ন্তী জীবন! বিনা-দোষে অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? দাসী তোমার অদর্শনে পাগলিনী হইয়া বনমধ্যে রোদন করিতেছে, কাতরে বার বার তোমারে আহ্বান করিতেছে, একবার আসিয়া দেখা দাও, একবার অভাগিনীর কথার উত্তর দাও। নরেশ্বর! তুমি যে দয়ার সাগর, তুমি ত নিষ্ঠুরতা জাননা, অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিষ্ঠুর হইলে? অকস্মাৎ এ নিষ্ঠুরতা কোথায় শিখিলে? জীবিতনাথ! তুমি মিথ্যাবাক্য জাননা, সত্যপথে তোমার মন বাঁধা, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিবাহ সভায় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে জীবনে বিচ্ছেদ হইবে না। সত্যব্রত! তোমার সে সত্য প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় রহিল? ধর্ম্মাত্মন্! তোমার ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা আজ অকস্মাৎ কেমন করিয়া মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় পরিণত হইল? দাসী তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছে? কি অপরাধে তাহাকে তুমি ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কাননে পরিত্যাগ করিয়া গেলে?"

সতী দময়ন্তী এইরূপে পতির উদ্দেশে বিস্তর বিলাপ করিয়া পরিশেষে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমার জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না, প্রাণকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি; তোমার বিরহে জ্বলে অনলে বিষপানে ব্যাঘ্র কবলে অক্লেশে আমি এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি; নল বিরহে দময়ন্তীর প্রাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; নিজের প্রাণের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না; কিন্তু প্রাণাধার! তোমার জন্যই আমার ভাবনা! দুর্গম বন পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইলে কে তোমারে শান্ত্বনা দান করিবে, কে তোমার চরণ সেবা করিবে? পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলে কে তোমারে পানীয় জল প্রদান করিয়া সুশীতল করিবে? রবিতাপে রাজ কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে বৃক্ষপত্রের দ্বারা কে তোমারে বীজন করিবে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া তুমি যখন তরুমূলে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন কে তোমার মুখপানে চাহিবে? হৃদয়েশ! সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, একটু পরেই নয়নের অগোচর হইবেন, সন্ধ্যা হইলে একাকী দীনবেশে কোথায় কাহার আশ্রয়ে গিয়া তুমি দাঁড়াইবে, কে তোমারে আশ্রয় দিবে? দাসীরে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ, নিশাকালে কে তোমার কষ্ট নিবারণ করিবে? হায়! হায়! নিশাকালে তমোময় অরণ্যে একাকী কেমন করিয়া ভ্রমণ করিবে?

দময়ন্তীর রোদনে কেহই কর্ণপাত করিল না। সূর্য্যকে লোকে দীনবন্ধু বলে, দীনের প্রতি নিদয় হইয়া সেই দীনবন্ধু অদৃশ্য হইলেন। বিজন বনস্থলী নীবিড় অন্ধকারে ডুবিল।

ক্রমশঃ।

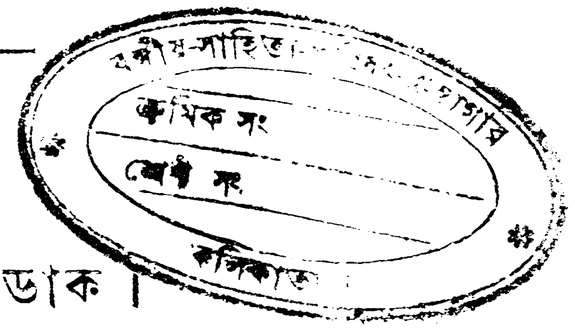

পারের ডাক।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

"কে যাবি পারে" হাঁকিল খেয়ার নাবিক
খেয়াঘাটে, ম্লান-সন্ধ্যা-কোলে অস্তগত
রবির কিরণ যবে ঝলকি ঝলকি
রাঙাইলা ঢেউগুলি ক্ষুদ্র নদীবক্ষে,
ধূসর পাণ্ডুর। ক্রমে, একে একে যাত্রী
কত শত আইলা ছুটিয়া' খেয়াপরি।
"কে যাবি পারে" "কে যাবি পারে" পুনঃ মাঝি
হাঁকিলা সে সান্ধ্য-মৌন ভাঙিয়া ঈষৎ।
চলিল তরণী তবে উড়াইয়ে পাইল
মৃদু মৃদু সন্ধ্যাবায়ে, নয়ন সম্মুখে।
ওপারে তালের বনে, গোধূলি ময়ূখ
তুঙ্গ পাদপ-শিরে পড়িয়া পড়িয়া
করে ক্রীড়া। যেন তথা রূপকথা-ভরা
রাজে কোন্ স্বপনের পুরী, মনোহারী।
নিশুতি-মগন সে বন-প্রদেশ মাঝে
বুঝি অগণন ফুটে স্বপনের ফুল;
সে সৌরভ বহে আনে ধীর প্রভঞ্জন।
ফিরে আসে বিহঙ্গম আপন কুলায়ে,

কলনাদী। পল্লীবধূ লয়ে গেছে জল
বনপথ দিয়া, তাঁ কি চরণ সঙ্কেত
কুটিল গমনে অতি কৌশলে, চিত্রিনী!
মিশেছে কাঁকণ-ধ্বনি দিগন্তে সুদূরে।
নামিয়াছে গাঢ়তর তমা অন্ধকার,
নাহি কৌমুদী—কুমুদীরঞ্জন চন্দ্র;
কাঁদে দিগন্তর হারায়ে শশাঙ্কে আজি।
জ্বলে খদ্যোত নিবহ; দুলে ভৃঙ্গারিকা
কি অপূর্ব্ব সু-সঙ্গীত উপাসনাচ্ছলে!
চারিধারে বিরাজিত রহস্য অদ্ভুত।
ঊর্দ্ধে অজ্ঞাত কোন্ খেয়া কর্ণধার
অসীম আকাশ-পারে মিহির-ভেলায়
আনিয়াছে কত শত যাত্রী মনোহর—
(দেখিনু চাহিয়া) যাপিতে কাল শর্ব্বরী।
থামিয়াছে উর্ম্মি-কলরব তটী-নীরে;
অপার-তিমির-মগ্ন চৌদিক্ :—গিয়াছে
কাণ্ডারী চলি; নিশুতি নিরবতা আছে
শুধু ঘেরি ধূ ধূ।
হেনকাল খেয়াতট
হ'তে উঠিলা দিগন্ত-বুকে কি এক
করুণ নিস্বন; ভাঙ্গিলা ক্ষণেক তরে
সে নিস্তব্ধতা অমার তামসে চঞ্চল :—
"কোথা হে মরণ-খেয়া, মরণ-কাণ্ডারী,
দেহ দেখা সুসময় আজি খেয়া-ঘাটে।
ফিরায়ে দিয়াছি ম্লান গোধূলি-লগ্নে
সান্ধ্য-তরিখানি আজি, উদাস ব্যাকুল,
আর কত দিন? বিষম বিষাদ মম
আর কত দিন র'বে মিশে এ জীবনে?
এ জ্বলন্ত চিতা হলাহল শোকানল
পুষিব কি চিরদিন মরমে মরিয়া?

এ তীব্র হুতাশে মম হৃদয়ের তল
ছারখার, ভস্মীভূত হৃদয়-উদ্যান!
কি ফল বহিয়া তবে উদ্দাম জীবন
যুথভ্রষ্ট মৃগসম? ভগ্ন দুর্ব্বল
এ বুকে বাঁধিয়া মিছা নিরাশার বাসা?
বিশ্বগ্রন্থে আজি দৈনন্দিন লিপি মাঝে
জড়ায়ে যাউক মম অন্তিম বারতা!
এস তুমি, এস এস, হে মরণ-মাঝি
আর কত দিন—কত দিন বল তবে?
দূর দূর—অতি দূর তব তরীপানে
অনিমিখ্ আঁখি মোর, তৃষাতুর প্রাণ!
এস এস, কত দেরী? পড়েছে কি মুগ্ধ
মৃগ উরগ নয়নে? এস তুমি আজ,
দাও ডাক, "কে যাবি পারে," "কে যাবি পারে
প্রস্তুত আমি!——"
সহসা, দক্ষিণাশা হ'তে
হু হু ক'রে এক পবন উচ্ছ্বাস গেলা
বহে, মর্ম্মরিলা অশথ-শাখা; সে ধ্বনি
মিশিলা তাহায়—নিথর শর্ব্বরী কণ্ঠবাস্তে।

* * * *

চাইনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেশী দিনের কথা নহে। শিবদাস শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি সেকালের লোক না হইলেও, সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের হাব ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। বেদান্ত পণ্ডিত, সরল উদার, সদাশয়, স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্তস্থল।

জমী, জায়গা, বিষয়, বৈভব, কিছুই নাই। একটী টোল আছে, ৭।৮টী ছাত্রের অন্ন যোগাইতে হয়। বৃত্তি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় ধনাঢ্য ও ধার্ম্মিক লোকের বদান্যতা। সংসারে পত্নী ও একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কেহই নাই। পত্নীও সেকালের গৃহিণী.দিবসে দশরূপ ধারণ করেন। প্রভাতে দাসীর বেশ, তৎপরে শিরোমণি মহাশয়ের পূজাদির যোগাড়ে ও স্নানান্তে আরাধিকা মূর্ত্তি, মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণা। ফলকথা প্রভাতে জীবগণ জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শিরোমণি গৃহিণী জাগরিত হন, গ্রাম সনিদ্র হইলে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। শিরোমণি মহাশয়ের কন্যাটি অতি বুদ্ধিমতী। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা ও বহু আদরের হইলেও ঔরস ও স্বভাব গুণে কন্যাটির বিনম্র ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শিরোমণি মহাশয় কন্যাটিকে সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী সে শিক্ষার প্রতিবাদ করিলে শিরোমণি মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, ভগবান মনু বলিয়াছেন—"কন্যা প্যেব পঠনীয়া পালনীয়াতি যত্নতঃ।" বিদ্যালাভ কখনও নিষ্ফল হয় না। কন্যার অর্জ্জিত বিদ্যা অর্থকরী না হইলেও নিশ্চয় কার্য্যকরী হইবে। ক্রমে কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইল। শিরোমণি মহাশয় শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকেও তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ আত্মীয় স্বজনের নিকট নিন্দনীয় হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া শিরোমণি মহাশয় কিছু বিষন্ন হইলেন। বর্ত্তমান অপেক্ষা কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ প্রথা অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে সমাজ মধ্যে অবস্থান করিত। বর্ত্তমানে পুত্রবানদিগর অর্থ লালসাকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর অনর্থের সৃষ্টি করিত। এক একজন অনেক বিবাহ করিতেন। স্থল বিশেষে ৩০।৪০।৫০টী বিবাহের কথাও শোনা যাইত। স্বভাব কুলীনদিগের মধ্যে এই ঘৃণিত প্রথা কিছু কম হইলেও কেহ কেহ দুই তিন বা ততোধিক বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। শিরোমণি মহাশয় এই কুৎসিত প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন কিন্তু কুল-ক্রমাগত কার্য্যকে অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। তিনি একটী কুলীন পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী পাত্রেরও সন্ধান হইল। পাত্রটির নাম নিশাপতি, পিতার নাম শশিশেখর মুখোপাধ্যায়। শশীশেখর জমীদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতেন, বেশ সুচতুর লোক ছিলেন। বিষয় সম্পত্তিও ছিল। শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন, পাত্রটি কুরূপ নয়, ধন সম্পত্তিও বেশ আছে। পাত্রটী ভাল

লেখাপড়া জানে না, এই মাত্র দোষ, কুলীনের মধ্যে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পাত্র পাওয়া কঠিন, ইহা ভাবিয়া তিনি ঐ পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের বাসনা করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি পুত্রকে বাঙ্গালা সেরেস্তার কাজ কিছু কিছু শিখাইয়া ছিলেন। নিশাপতির বুদ্ধি তাদৃশ পরিমার্জ্জিত ছিল না, সে সেরেস্তার কাজও ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই; অধিকন্তু কু-সহবাসে ছলনা, শঠতা পূর্ণ কার্য্যে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিত। জালিয়াতী খুন খারাপী ঘটনাপূর্ণ পুস্তক পাঠে তাহার বিশেষ আস্থা দেখা যাইত। শিরোমণি মহাশয়ের কন্যাটীর নাম নির্ম্মলা। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যাটীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শিরোমণি মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাটীকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। নির্ম্মলা পরমা সুন্দরী না হইলেও তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব মন্দ ছিল না। এক্ষণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় পণ্ডিত, সর্ব্বত্র সমাদৃত, মুখোপধ্যায় মহাশয়ও সরল, উদার, অতএব বিবাহ কার্য্য অতি অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইল। তখন কুলীনের বহু বিবাহ পদ্ধতি শিলাবৃষ্টি পুত্রবানের অর্থ গ্রহণ ভীষণ লালসাগ্নিকে কতক পরিমাণে নিবাইয়া দিত, একারণে বিবাহে বিস্তর ব্যয় বাহুল্য ঘটিল না।

বিবাহের পরও শিরোমণি মহাশয় নির্ম্মলাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিলে ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান, শকুন্তলা প্রভৃতি বিবিধ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি নির্ম্মলাকে পড়াইয়া ছিলেন। ক্রমে নির্ম্মলার দ্বিরাগমনের সময় উপস্থিত হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বধূকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য দিন স্থির করিলেন। স্থিরীকৃত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশাপতি নির্ম্মলাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। এতদিনে শিরোমণি মহাশয়ের সহাস্য বদনে দুঃখের কালিমা দৃষ্ট হইল। মহামুনি কণ্ব শকুন্তলাকে পতি গৃহে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—

"পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈ।"

আমি বনবাসী আমারও যখন শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় হৃদয় ভারাক্রান্ত, আঁখি অশ্রুময়, বাক্য সকল জড়িত হইতেছে, তখন না জানি গৃহস্থদের কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় কিরূপ দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব বলা বাহুল্য শিরোমণি ও শিরোমণি গৃহিণী তাঁহাদের একমাত্র প্রাণসমা কন্যাকে

মহাদুঃখে বিদায় দিলেন। কিছুদিন উভয় সংসারের সুখে কাটিয়া গেল। উভয়েই সুজন, অল্পে সন্তোষ, সেই জন্য বিবাহের পর অশান্তি কালিমা তাঁহাদিকে স্পর্শ করিতে পারিলনা। নির্ম্মলা পতি ও পিতৃগৃহে বহু আদরের হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুখের দিন প্রবল গ্রীষ্মের বায়ুর ন্যায় ক্ষণিক সুখস্পর্শ হইয়া চলিয়া যায়। নির্ম্মলার ভাগ্যে সে সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরলোক গমন করিলেন। দুঃখের পর দুঃখ আসে ইহা প্রকৃতির নিয়ম। পিতা মাতার মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁহার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নির্ম্মলার পতিগৃহে স্বামী ও একটি বিধবা ননদিনী ভিন্ন আর কেহ থাকিল না। নিশাপতি এখন কর্ত্তা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিস্তর সম্পত্তি বেশ ছিল। নিশাপতি এখন দুর্দ্দান্ত হইয়া দাঁড়াইল। যেখানে অন্যায় অত্যাচার খুন খারাপী সেইখানেই নিশাপতি। সে কখনও সদালাপ ও সৎপরামর্শে যাইত না। নির্ম্মলা ও নিশাপতি উভয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও বিদুষী রমণী তাহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। নিশাপতির ধারণা ছিল সে বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। নির্ম্মলা তাহার দোষ সকল উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিনয়ের সহিত দোষ পরিহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু নিশাপতি তাহাতে সুখী হইত না বরং বিরক্তি প্রকাশ করিত। একদা নির্ম্মলা পতির নিকট তাহার দোষাবহ কার্য্যের উল্লেখ করিলে নিশাপতি বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুমি দু পাতা সংস্কৃত পড়ে মনে করেছ, আমার চেয়ে বুদ্ধিমান, তুমি বিষয় কর্ম্মের কি বোঝ? আমি শুনেছি তুমি অনেক সময়ই কতকগুলা ছাই ভস্ম বই পড়ে সময় নষ্ট কর, আমার ঘরে ওসব চল্‌বে না, আমার ঘরে দিন রাত খাটতে হবে, মেয়ে মানুষ মেয়েমানুষের মত থাক্‌বে, পুরুষ মানুষ বাইরে কি করচে তোমার দেখবার প্রয়োজন?" পতিপরায়ণা শান্তশীলা নির্ম্মলা জানিতেন তাঁহার পতি চিরকালের দাম্ভিক, তিনি তৎকাল তাহার কথার উত্তর না করিয়া কিঞ্চিৎ মৃদুহাস্যে কহিলেন "বয়স হয়েছে এত রাগ কেন?" নিশাপতি তীব্র দৃষ্টিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা পতির বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। সময় পাইয়া কুটিলা ননদিনী নিজ কুটিল স্বভাবের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইল। সে ভ্রাতার মনোমালিন্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অনিন্দিত বধুর উপর নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল। নির্ম্মলার প্রত্যেক কর্ম্মে দোষদর্শিনী হইয়া কহিতে লাগিল। "আমাদের মত

গৃহস্থ ঘরে, তোমার বিয়ে দেওয়া ভাল হয় নাই; বড়লোকের ঘরে দিলে ঠিক হত, ওমা একি! দিনরাত বই পড়া! যাও বাপের বাড়ী গিয়ে বাপের মত টোল খুলে বসগে।" সে ভ্রাতার নিকট বলিতে লাগিল, "দাদা বউ দিন রাত বই পড়ে, আর তোমার নিন্দা করে বেড়ায়, বলে বাবা আমাকে "একটা অগাধ মুখ্যুর হাতে দিয়েছে। দাদা তোমাকে তেমন মেয়ে বিয়ে কত্তে হত না।" নিশাপতি ভগিনীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ম্মলার নিকট গিয়া কহিল, "আমি শুনেছি তুমি দিনরাত বই পড়, আর আমার নিন্দে করে বেড়াও, আমি তোমাকে চাই না, তুমি যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যাও।" নির্ম্মলা পতির ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া ভীত না হইয়া কহিলেন,—"তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, অগ্নি সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছ, তাঁদের কাছে স্বীকার করেছ, "ত্বমহং উদ্বহামি" তাঁরা পরকালেও সাক্ষী দেবার উপযুক্ত, এখন "চাইনা" বল্লে শুন্‌বে কে?" নির্ম্মলা কিছু সন্তপ্ত নয়নে ও গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিলেন। নীচাশয় নিশাপতি ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে কর্কশস্বরে কহিল,—"আমি তোমার ওসব বক্তৃতা শুন্‌তে চাইনা, আমি তোমাকে চাইনা, ঘর থেকে চলে যাও, না যাও, জোর করে বের করে দেব।" ইহা কহিয়া নিশাপতি বিকট মূর্ত্তিতে চলিয়া গেল। সাধ্বী রমণীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি পিতামাতা, শ্বশুর শ্বশ্রূদের স্মরণ করিয়া নিজের অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজলে পীনস্তন সিক্ত করিলেন, তাঁহার কমল-তরল-নয়ন রক্তোৎপলের শোভা ধারণ করিল। তাহার দুঃখাবেগ অতি গুরুতর হইলেও তিনি ননদিনীর ভয়ে তাহা দমন করিলেন, স্থির করিলেন, প্রাণান্তেও স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিবেন না। বিদুষী রমণী জানিতেন, আজ তাঁহার স্বামী তাঁহার উপর বিরূপ, কাল তাঁহার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইতে পারে। আজ "চাইনা" শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে, কাল তিনি হর্ষোৎফুল্ল প্রেম-নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিতে পারেন। ইহা ভাবিয়া নির্ম্মলা অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পতিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। নিশাপতি কর্ত্তব্যজ্ঞান বিহীন, সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল। সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল যে, সে মনে করিলে একটার স্থলে পাঁচটা বিবাহ করিতে পারিত। দ্বিতীয় পত্নী প্রায় যুবতী, বিবাহের কিছুদিন পরে সেও ননদিনীর অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলার ভাগ্যে এখন ত্রিপাপ যোগ হইল। পতি ও ননদিনীর তাড়না অপেক্ষা সপত্নীর তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল। পতির কেবল সেই এক বাক্য তোমায় "চাইনা" তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। একদিন সত্য সত্যই সপত্নী নির্ম্মলাকে

প্রহার করিতে করিতে বাটীর বাহির করিয়া দিল। নির্ম্মলা দু'মাস অন্তঃসত্বা ছিলেন, এক্ষণে নিরুপায় ভাবিয়া একাকিনী পাগলিনীর মত পিত্রালয়ে চলিলেন, নির্জ্জন পথে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মনের ভার কতক পরিমাণে লাঘব করিলেন।

নির্ম্মলার পিত্রালয়ে আত্মীয় কেহ নাই। পিতার একখানি ভগ্নগৃহ মাত্র বিদ্যমান। নির্ম্মলা নিরাপদে সেই ভগ্ন গৃহে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে আসিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা নির্ম্মলার লাঞ্ছনার কথা লোকমুখে শুনিয়াছিল, সকলে তাহাকে শান্ত্বনা করিয়া কহিল, "নির্ম্মলা তোমার কোন ভয় নাই, তুমি এখানে থাক, তোমার কোন অভাব হবে না, আমরা তোমার ভার নেব।" গ্রামে একজন ধনাঢ্য ছিলেন, তিনি শিরোমণি মহাশয়কে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি লোকমুখে নিশাপতির পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের কথাও শুনিয়াছিলেন। তিনি নির্ম্মলার তদবস্থায় আগমন সংবাদ শুনিয়া শিরোমণি মহাশয়ের ভগ্ন গৃহে আসিয়া কহিলেন,—"ভগিনী! আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, শৈব্যা, দময়ন্তী, সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতি আদর্শ রমণীর দুঃখের কথা তোমার অবিদিত নহে। আমি আশা করি, সামান্য রমণী অপেক্ষা তোমার মনের বল বেশী, শিরোমণি মহাশয় আমাকে সন্তানের মত স্নেহ কর্ত্তেন, তুমি আমার ভগিনী, তুমি আমার ঘরে চল, এজীর্ণ ঘরখানির সংস্কার করা হলে, তোমার খাবার থাকবার ব্যবস্থা হলে তুমি এখানে আস্‌বে।" উপস্থিত সকলে তাহার কথার অনুমোদন করিল। নির্ম্মলা ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি শীঘ্রই ভগ্নগৃহ খানির সংস্কার ও নির্ম্মলার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কেহ কেহ বলেন, এ জন্মের পাপের ফল ভোগ এই জন্মেই হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তাহা প্রত্যক্ষ হয়, তবে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আত্মার বিশুদ্ধভাব, জন্মান্তর ক্রীয়ার বশবর্ত্তী, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, নিশাপতির কৃতকর্ম্মের ফলভোগের সময় উপস্থিত হইল। সে এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িল। আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে, বহু কষ্টে নিষ্কৃতি পাইল। এই মোকদ্দমায় তাহার সর্ব্বস্বান্ত ঘটিল, এমন কি, সে বাস্তভিটা ও বাসের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত হারাইল। সাধুর প্রতি সকলের সকল সময়ে সহানুভূতি আইসে, কিন্তু দুঃসময়ে দুষ্ট ও দুর্জ্জনের বন্ধু কেহই হয় না, কেবলমাত্র অতি সদাশয়ই দুর্জ্জনের দোষকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। নিশাপতির এখন দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাহার দ্বিতীয় পত্নী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথ্য ও ঔষধ

অভাবে কালগ্রাসে পতিত হইল। দুর্দ্দান্তা ননদিনী পাচিকার বৃত্তি অবলম্বন করিল! নির্ম্মলা সমুদয় সংবাদ লোকমুখে পাইতেছিলেন, তিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা। লোকে নিশাপতির নিন্দা করিলে তিনি বলিতেন, তাঁহার স্বামীর অপরাধ কি? তাঁহার জন্মান্তরের পাপে তিনি কষ্ট পাইতেছেন। নির্ম্মলা জানিতেন, পিতামাতা ও পতিই সাক্ষাৎ দেবতা। সাধ্বী রমণী স্বামীর দোষ সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যৌবনে যাহার উপর প্রণয় স্থাপিত হয়, সুশীলা রমণী তাহার বহুদোষ মার্জ্জনা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। নিশাপতির এখন আত্মগ্লানি আসিতে লাগিল। যাহার সামান্য জ্ঞান আছে, পাপকর্ম্মের ফলভোগের সময় নিশ্চয়ই তাহার আত্মগ্লানি আসিবে। নিশাপতি লোকমুখে শুনিয়াছিল, নির্ম্মলা একপুত্র প্রসব করিয়াছে, তাঁহার পিত্রালয়ের কোন ধনবান ব্যক্তি তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইয়াছেন। নিশাপতি ভাবিল, সে নির্ম্মলার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বোধ হয় নির্ম্মলা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, আবার ভাবিল, সে তাঁহার উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, নির্ম্মলা নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, সাক্ষাৎ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বলিবে তোমাকে আমি "চাইনা" তুমি কেন এখানে আসিয়াছ। যাহা হউক, নিশাপতি লজ্জা ও ভয় বশতঃ নির্ম্মলার নিকট যাইতে সাহসী হইল না।

ভবিতব্যের যোগাযোগ সন্ধান করিতে হয় না। যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহার যোগাযোগ আপনা হইতেই আইসে। একদা নিশাপতির জনৈক আত্মীয় বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আসিয়া কহিল, "নিশা! তুমি কেন একাকী কষ্ট পাও, নির্ম্মলাকে এখানে নিয়ে এস, কোথাও চাকরী কর, দিন চলে যাবে। আমি জানি নির্ম্মলা বড় ভাল মেয়ে, তুমি তার কাছে গেলে সে সব ভুলে যাবে।" নিশাপতি কহিল, "পসিমা! আমি নির্ম্মলার উপর ভারী অত্যাচার করেছি শত শত বার বলেছি, "চাইনা" ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেকি আমাকে মাপ কর্ব্বে, যাবা মাত্রেই বলবে যে তোমাকে আমি "চাই না"। নিশাপতির ভাব দেখিয়া, বৃদ্ধা দুঃখের উপর একটু হাসিয়া কহিলেন, "নিশা! তোমার সে ভয় নাই, নির্ম্মলা সে প্রকৃতির মেয়ে নয়, তুমি আমার সঙ্গে চল, সেখানে আমার বাপের বাড়ী, শিরোমণি মহাশয় আমাদের পাড়ার লোক ছিলেন।" নিশাপতি বৃদ্ধার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বিষণ্ণমনে সঙ্কিত চরণে বৃদ্ধার অনুগমন করিলেন। নিশাপতি ও বৃদ্ধা যথাসময়ে নির্ম্মলার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা তখন গৃহমধ্যে

ছিলেন। বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটু উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "নির্ম্মলা নিশাপতি এসেছে, স্বামী কত দোষ করে সব ভুলে যাও, এস ভাল, মুখে বসতে বল।" নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত নদীর ন্যায় দাঁড়াইল। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাহার বিগত ক্লেশরাশি বর্দ্ধিত হইল, তাহার কমল-তরল-নয়নে জলকণার সঞ্চার হইল। তিনি পতির মুখপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সে সৌন্দর্য্য নাই, গ্রহপীড়াগ্রস্ত লোকের ন্যায় তাহার শরীর কৃশ ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছে। নির্ম্মলা পতি দুঃখে দুঃখিতা হইলেন। পতিপ্রাণা রমণীগণ পতির দোষকে সহজে উপেক্ষা করেন। যৌবনের প্রেম কিছু গভীর হয়। নির্ম্মলা যৌবনে নিশাপতিকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন তাই তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মলার ক্রোড়ে তাঁহার সেই সন্তানটী ছিল। সে সন্তানটীকে নিশাপতির নিকট নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর সহিত পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিলেন। নিশাপতি ভাবিল, নির্ম্মলা বুঝি বলিল, তোমার সন্তানটি লইয়া তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাকে আমি চাই না। যাহা হউক পরক্ষণেই নির্ম্মলা একখানি মাদুর আনিয়া বসিতে দিলেন। নিশাপতির ভ্রম দূর হইল। তাহার শঙ্কিত নয়ন নির্ম্মল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী কহিল, "এইবার ভাই তোমরা যা হয় কর, আমি চল্লাম।" ইহা কহিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। নির্ম্মলা পতিকে লাভ করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্যে পতিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি নিশাপতিকে নিজের জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতিপালনের ভার লইলেন।

(ভাইরে) যে ভবনে সতী পতি অনাদরে
সতত নিক্ষেপে নয়ন জল।
সে ঘরে কমলা না করেন বাস,
বিপদ বিস্তার ঘটে কেবল॥
আজ কাঁদে সতী সুশিলা রমণী
নাহি পায় স্থান পতির ঘরে।
নিশ্চয় জানিবে কাল সেই সাধ্বী
শোভিবে পতির হৃদয় পরে॥

স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

কবিরাজ — শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী
এম, এ, এল, এম, এস।

১। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, রাত্রি ৯।১০ টায় নিদ্রা যাওয়া এবং ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা অমশ্য কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিবানিদ্রা অহিতকর। রাত্রিজাগরণ সকল সময়েই অনিষ্টকর। কোন কারণে রাত্রি জাগরণ করিতে হইলে তাহার অর্দ্ধেক সময় দিবানিদ্রা আবশ্যক। অল্প বা অধিক শিদ্রা অনিষ্টকর।

২। মল, মূত্র, বমি, হাঁচি প্রভৃতিব বেগ কদাচ ধারণ করিবে না। নিয়মিত সময় ব্যতীত প্রন্য সময়ে বেগ উপস্থিত না হইলে কদাচ বেগ দিবে না। প্রাতঃ স্বায়ং শোচে যাওয়া অভ্যাস করিযে।

৩। নিয়মিত সময়ে হিতকর ঈষদুষ্ণ খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিবে। লঘুপাক খাদ্য একটু পেট খালি রাখিয়া এবং গুরুপাক খাদ্য আধপেটা খাওয়া উচিত। পচা, বাসি, অত্যন্ত শীতল বা অত্যন্ত গরম খাদ্য, বাজারের খাবার এবং অনিয়মে বা অসময়ে বা ক্ষুধা না হইলে আহার করা অনিষ্টকর। আহারের সময় মনের কোন উদ্বেগ থাকিযে তুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না, সুতরাং প্রশান্তচিত্ত হইয়া আহার করিবে। আহারের সঙ্গে বা পরক্ষণই একপোয়া হইতে অর্দ্ধসের জল পান করা উচিত। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বাস্থ্য বুঝিয়া ৪০।৫০ বৎসরের পর হইতে ক্রমশঃ আহারের মাত্রা কমাইবে বৃদ্ধ বয়সে মৎস্য মাংসাদি ত্যাগ করাই প্রশস্ত।

৪। নিত্য জলপানের মাত্রা সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। কিন্তু ঘর্ম্ম ও মূত্র দ্বারা শরীরের মলভাগ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিবার জন্য প্রত্যেকেরই প্রচুর পরিমাণ জল পান করা উচিত; নচেৎ অজীর্ণ, বাত, পাথুরী প্রভৃতি রনোবিধ উৎকট রোগ জন্মে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রত্যেকেরই প্রত্যহ মোট দুই সের বা আড়াই সের জল পান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ উষাকালে একগ্লাস পীতল জল পান করিলে নানাবিধ রোগ নাশ হয়। বলা বাহুল্য, পানীয় জল

বিশুদ্ধ হওয়া অবেশ্যক। বিশুদ্ধ করিবার জন্য সিদ্ধ করিয়া ফিল্টার করাই প্রশস্ত।

৫। নিত্য স্রোতের বা কলের জলে স্নান বিশেষ হিতকর। অভাবে জল কিছুক্ষণ খরৌদ্রে রাখিয়া সেই জলে স্নান করিবে। সহ্য হইলে প্রত্যহ শীতল জলে স্নানই প্রশস্ত। নিত্য স্নান সহ্য না হইলে অভ্যাস মত স্নান করিবে। শীত, বসন্ত ও বর্ষাকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান হিতকর। কিন্তু মস্তকে উষ্ণ জল দেওয়া অনিষ্টকর। রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, পথভ্রমণ, ভয় পাওয়া প্রভৃতির পরক্ষণেই সহসা শীতল জল পান করা বা শীতল জলে স্নান করা বিপজ্জনক।

৬। স্নানের পূর্ব্বে শরীরে বিশেষতঃ মস্তকে ও পদদ্বয়ে নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিলে এবং নাসিকায় ও কর্ণে একটু তৈল দিলে সহসা জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। শরীর দৃঢ় হয়- কেশ ও চক্ষু ভাল থাকে এবং শরীরের রোগ প্রবলতা দূর হয়।

৭। দুই বেলা নিয়মিত ব্যায়াম করা আবশ্যক। অন্য ব্যায়ামের অভাবে পদব্রজে ২।১ মাইল ভ্রমণ করিবে। অত্যন্ত অল্প ব্যায়াম কোন কাজের নয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামও অত্যন্ত অনিষ্টকর; অতি ব্যায়ামশীল কুস্তিগীর পালোয়ানেরা সাধারণতঃ অল্পজীবী হইয়া থাকে।

৮। স্ত্রী সম্বন্ধে যতই সংযত হওয়া যায়, স্বাস্থ্য ততই ভাল থাকে এবং পরমায়ুঃ দীর্ঘ হয়। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন, বুদ্ধি ও মেধা বৃদ্ধিকর এবং চির জীবন বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ,—এই জন্য ছাত্রের পক্ষে স্ত্রী চিন্তাও বর্জ্জনীয়।

৯। সাধারণতঃ ঋতু ছয়টী কিন্তু বঙ্গ-দেশের ঋতু অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, সেই জন্য এক একটী ঋতুর মধ্যে নানারূপ আবহাওয়া দেখা যায়। সাধারণতঃ গরমের সময় খোলা গায়ে থাকা প্রশস্ত, কিন্তু সামান্য বর্ষা বা শীতের হাওয়া বোধ হইলেই পাতলা পশমী বস্ত্র এবং মোটা সূতি কাপড় ব্যবহার করা উচিত। সাধারণতঃ বাজারে যাহা পশমী বস্ত্র বলিয়া যাহা বিক্রয় হয় তাহা পাটে প্রস্তুত। এই জন্য উৎকৃষ্ট দেশী পশমী বস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সমালোচনা

প্রভাতী। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। দাম ৸০ আনা।

ক্ষিতীন বাবুর ব'য়ের সমালোচনা কর্ত্তে যাওয়া, আমার মত ছেলেমানুষের ছেলে মানুষী ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার আছে—আমারও আছে; তার ওপর 'সম্পাদক মহাশয়ের স্নেহ-আজ্ঞা—কাজেই দু'কথা বলতেই হ'ল!

"মানুষের জীবন, একটা নূতন পথ। এ পথের দুধারে গাছ, পালা, লতা, পাতা, বাতাস, পাখীর গান—আবার কাঁটাবন, খানা, ডোবা।—ঠিক মত চল্‌তে পাল্লে, এ পথে যেতে কোন' কষ্ট বোধ হয় না—বরং সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, পথশ্রম মনে পড়ে না!—আর চোখ বুজিয়ে চল্লে, কাঁটার আঘাত খেয়ে, খানা ডোবায় প'ড়ে, ক্ষত বিক্ষত হ'তে হয়—পথশ্রমও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠে। কাজেই এ পথে চল্‌তে হ'লে—সাবধান হ'তে হবে।

এই পথ দিয়ে চোখ খুলে ঠিকমত চল্লে—যেমন একদিক দিয়ে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'তে হয়—তেমন আর এক দিক দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের অধিকারীর প্রকৃত ছায়া হৃদয়ে প্রকটিত হয়—

আর চোখ বুজিয়ে গেলে—যেমন একদিক দিয়ে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে পথে পড়ে থাক্‌তে হয়—তেমন আর এক দিক দিয়ে তাঁর পুণ্য-মন্দির দূরে প'ড়ে যায়—

ক্ষিতীন বাবু 'প্রভাতীর' সুরে সুরে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুর বেঁধে দিয়ে আমাদের বোজা চোখ খুলে দিয়েছেন—নব জাগরণে উঠে সে পথে চল্‌তে হবে তাঁরই উদ্দেশ্য। .....অদূরেই তাঁর শান্তি-নিকেতন!"

মুক্তি কোথায়?

লেখক— শ্রীরামলাল পাল।

নীল আকাশের বুকের পরে
করলে কি বাস মুক্তি মিলে?
লোহার বাঁধন টুট্‌বে কিসে
দাওনা আমায় যুক্তি বলে,
বিজন বনের আঁধার কোলে
সেথায় কি রয় গোপন ভাবে?
হিংস্র প্রাণী দিপ্ত চোখে
ঘুরছে যেথায় শোণিত লোভে,

জল রাশির অতল তলে
মুক্তি মিলে সেথায় কিরে ?
শুক্তি যেথায় ভায়ের সনে
যুক্ত হয়ে বিরাজ করে।
মুক্তি বুঝি হয় সেখানে
কাশী প্রয়াগ তীর্থে গেলে ?
কপিন পরা সাধু যেথা
বিরাম করে অগ্নি জ্বেলে,
পারিজাতের গন্ধ হাওয়া,
বইছে যেথা মন্দ ভরে,
পরিরা সব পক্ষ গুটে
আনন্দেতে নৃত্য করে,
মুক্তি কি'গো মর্ত্ত ছেড়ে
চলে গেছে সেই দেশে ?
(হায়) এ শোকতাপ ঘুচবে না তার
জ্বল্‌তে হবে মোহের বিষে,
গোপন ভাবে ধরার পরে,
ফল, ফুল, গাছ কে রচে যায়,
আকাশ কোলে চন্দ্র সূর্য্য
বিরাজ করে কাহার কৃপায়,
মায়ের স্নেহে বান ডেকে যায়
দ্যুলোক, ভূলোক পুলকরে
কাহার এমন মধুর সৃষ্টি
ত্বরা করি বল না মোরে,
শক্ত হয়ে ভক্তি ভরে
তারেই আমি ডাকব কেবল
জানব আমি তাঁহার কাছে
ঘুচবে কিসে মায়ার শেকল
হৃদয়পুরে পাইবে সাড়া
ঐ যে কে ঐ ডাক্‌ছে সবায়
"অন্ধ মানব কোথায় ছুটিস
মুক্তি পাবি আয় চলে আয় !"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ষটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩১শ, বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২. [২য়, সংখ্যা

১।	পরকাল ও স্বর্গ	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী	৩৩
২।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৩৯
৩।	সাগরের ডাক	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
৪।	অশ্রু-কণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৫৪
৫।	দময়ন্তী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮
৬।	ঝড়ের মাঝে	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	৬৩
৭।	সমালোচনা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৬৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 26-8-25.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram:—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

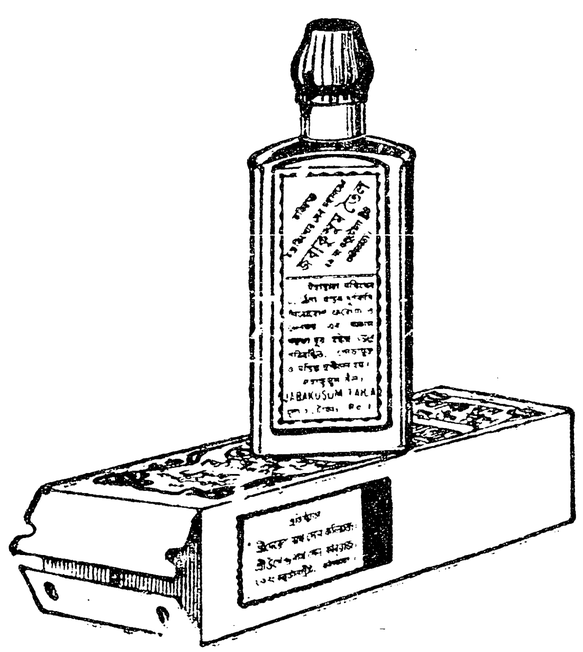

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং ঃ ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

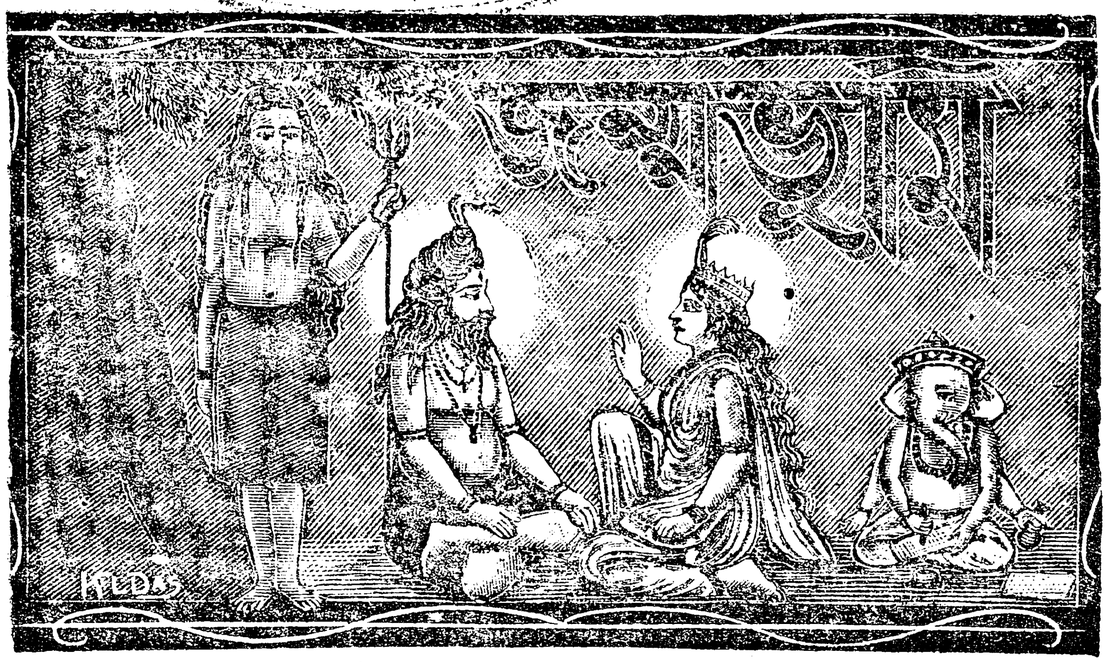

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩১শ, বর্ষ। | ১৩৩২ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য়, সংখ্যা।

পরকাল ও স্বর্গ।*

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

ইহ-লোক জাগরণ; পরলোক (স্বর্গ নরক পরলোকেরই একটী অংশ মাত্র) স্বপ্ন। পরলোকে মনই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাহায্যে দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। জাগরণের অনুভূতিই মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বপ্নে দেখা যায়। ইহলোকের কর্ম্মই পরলোকে ফলরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহলোকের আকাঙ্ক্ষাই সজীব হইয়া নর্ত্তকীর মত নানারঙ্গে খেলা করে। স্বপ্নে অবগতি যেমন সত্য, পরলোকে সুখদুঃখ অনুভবও তদ্রূপ সত্যবৎ প্রতীত বলিয়া সত্য।

* তৃতীয় বার্ষিক বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

স্বর্গ নরক পরলোকের অংশ মাত্র। পরলোকে সর্ব্বত্রই লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্ম শরীর; উহা অপার্থিব সংস্কার মূলক মাত্র। স্থূল দেহের যাবতীয় সংস্কারই পরলোকে বিদ্যমান। পরলোক কেবল মনের খেলা, সংস্কারের খেলা, ফলের উত্থান। ইহলোকের দৃশ্যমান প্রপঞ্চই পরলোকে নূতন ভাবে বর্ত্তমান। ইহলোক ব্যতীত যে কোন লোকই পরলোক।

পরলোকে সংস্কার বশেই সুখ দুঃখ। উহা মনের কল্পনা মাত্র। সুখ দুঃখ কখনো বস্তুর অধীন হয় না। সুখ দুঃখ বস্তুগত, বস্তুর অধীন হইলে সুখ দুঃখের উপাদান সম্বন্ধে এ মতদ্বৈধ থাকিত না। একের নিকট যাহা সুখকর, অপরের নিকট তাহাই দুঃখকর, ইহা হইত না, শীতার্ত্তের রোদ্র সুখকর, ঘর্ম্মার্ত্তের দুঃখকর। বস্তুগত হইলে এক প্রকারেই প্রতীত হইত। তবে যে অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যমত দেখা যায়, তাহার কারণ সংস্কার ধারার অনাদিত্ব। সৌন্দর্য্যের মত সুখ দুঃখ মানুষের মনে।

যে সংস্কার বশে সুখ দুঃখ, পরলোক ও স্বর্গ-নরকের প্রতিষ্ঠা, তাহা জীবের গাত্রাবরণের মত মনে করিলেই ফেলিয়া দেওয়া যায় না। সংস্কার প্রবাহ রোধ করিলে পরলোক স্বর্গ-নরক কিছুই থাকে না, এমন কি জীবের জীবত্বই থাকে না। সংস্কার, জন্ম মৃত্যু, অবিদ্যা ও মোহ কিছুই থাকে না।

দেহ মাত্রই সংস্কার মূলক। তবে লিঙ্গদেহ যেমন সংস্কার মূলক, স্থূল দেহ ঠিক এমন সংস্কার মূলক নহে। এই মাত্র ভেদ।

মানের দিক্‌ভ্রম একবার হইলে তাহা যাইতে চাহে না, একরূপই থাকে প্রথম ভ্রান্তি শেষ পর্য্যন্তই থাকে, মনঃকল্পিত ভ্রান্তি পূর্ব্ববৎই প্রতীত হয়। সংস্কার ধারা প্রবাহের মত, আলোক ধারার মত অবিচ্ছেদে চলিয়া আসে।

পরলোকের লিঙ্গ দেহই কোথাও প্রেত দেহ, ছায়া দেহ, কোথায় ভোগ দেহ, কোথায় আবার ভৌতিক যোনির দেহ। প্রত্যেক সাধারণ পুণ্য পাপকারী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর প্রেতদেহ বা ছায়া দেহ ধারণ করে। এ ছায়া দেহে পাপ পুণ্যের ঠিক ফলভোগ করিতে হয় না। এ যেন বিচারের পূর্ব্বে হাজত বাসের মত। ছায়া দেহের সাধারণ অবস্থিতির কাল এক বৎসর মাত্র। নূতন জন্ম লাভ পর্য্যন্ত ঐ ছায়া দেহে থাকিতে হয়।

"পূর্ণে সংবৎসরে দেহ মতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।"
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ॥

বলিয়াছি, পরলোকে ছায়াদেহে পুণ্য পাপের ঠিক ফল ভোগ হয় না; কেবল

মাত্র স্থূল দেহাভ্যস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা, তৃপ্তি অতৃপ্তি লাভ হয় মাত্র। পুণ্যবানের তৃপ্তি, পাপীর অতৃপ্তি হইলে ঐ তৃপ্তি অতৃপ্তি দ্বারা পুণ্য পাপের ক্ষয় হয় না।

"স্বর্গলোকে মনোময়ানি শরীরাণি।"

শরীর মাত্র মনোময়। "সংস্কারজাস্তত্র ভোগাঃ" স্বর্গ-নরকে ভোগ কেবল মাত্র সংস্কার মূলক। সংস্কার মূলক বলিয়া সুখানুভূতির মাধুর্য্য বাড়ে বৈ কমেনা, নরকে দুঃখ ভোগের তীব্রতা অধিক থাকে বৈ অল্প থাকে না।

এই পরলোক, পরলোকের সুখ দুঃখ ভোগ; কৃত কর্ম্মানুযায়ী নূতন জন্মলাভ অর্থাৎ জন্মান্তর যাঁহারা মানেন, তাঁহারাই আস্তিক। আর যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাই নাস্তিক। না মানিলে দেহ সুখেই মত্ত রহে, কাজেই জন্ম পরিহারের উপায় আবিষ্কারে মন দেয় না। ফলে "নাস্তিপর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশ মাপদ্যতে মে" তাহাদের নিয়ত জন্মলাভ কাটেনা।

পুষ্পে গন্ধের মত মৃত্যুর পর যদি সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুণ্য করার প্রয়োজন থাকে না, পাপ নিবৃত্তিরও আবশ্যকতা থাকে না। পুণ্যের পুরস্কার পাপের দণ্ড নাই, স্বর্গ নরক বলিয়া কিছু নাই, মৃত্যুর পর ভালমন্দ কার্য্যের কোন ফল নাই; তাহা হইলে কি দাঁড়াইবে? মানব মাত্রেই দেহাত্মবাদী, দেহ সর্ব্বস্ব, অসংযমী ও স্বার্থপর হইবে। ফলে মানব অসুর আখ্যালাভ করিবে। "অসূন্‌রাতি যঃ স অসুরঃ।" দেহাত্মবাদী কাজেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত, অসংযমী, দেহ সর্ব্বস্ব, পাপী, তাহারাইত অসুর। উপনিষদে দেখিতে পাই, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপদেশ পাইয়া কত কৃত্য হন বলিয়া দেবতা! বিরোচন উপদেশ পাইয়াও ভুল পথে গিয়া দেহাত্মবাদী হন্ বলিয়া অসুর।

মানস সুখ ভোগের স্থানই স্বর্গ। মর্ত্ত্যের শুভ কর্ম্মের ফলেই স্বর্গে ভোগ দেহ পাইয়া সুখ ভোগ। স্থূল দেহের কৃত পাপের ফল যেখানে ভোগ হয় তাহার নামই নরক। যদিও ঐ সুখ দুঃখ ভোগ মানস ভোগ; সংস্কার মূলক, তথাপি স্বপ্নের মত তদানীং সত্য রূপেই প্রতীত হয়। যখন স্বপ্নে দেখা যায়, তখন তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ জন্মে না; জাগরণের সুখ দুঃখের মত সে সুখ দুঃখের সমান ভাবেই অনুভব দেখা যায়। স্বপ্ন ক্ষণিক, স্বপ্ন যদি স্থায়ী হইত, তবে জাগরণের সহিত পার্থক্য থাকিত না। "আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ক্ষণিকত্ব লইয়াই জাগরণ ও স্বপ্নের পার্থক্য।" (শাঙ্কর ভাষ্যানুবা)।

যখন স্বর্গে সুখ ভোগ, নরকে দুঃখ ভোগ [illegible], তখন সে সময় উহা সত্যরূপেই

প্রতীত হয়; এ কারণ উহা মিথ্যা, বস্তুতন্ত্রতা হীন বলা যায় না। মর্ত্ত্যের মতই ব্যবহারিক সত্য।

"প্রাপ্য পূণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

পুণ্যলব্ধলোক অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পুণ্যবানেরা বহুকাল তথায় সুখ ভোগ করেন। (শাশ্বতীঃ—বহুকাল) বহুকাল বলা হইল, চিরন্তন নিত্য নহে, কারণ,—

"ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তি।"

পুরাণকার বলিয়াছিলেন, "যত্র মনোরমতে স স্বর্গঃ" পৃথিবীতে যে আনন্দ, তাহা দুঃখ মিশ্র। কারণ—পার্থিব সুখ বৈষয়িক। বিষয়ের অধীন। স্বর্গ সুখ বৈষয়িক নহে বা বিষয়ের অধীন নহে। তবে কর্ম্মের অধীন। মর্ত্ত্যে যে শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই ফল ভোগ মাত্র স্বর্গে হয়। মনের সুখ বাহ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনে লোপ পায় না।

স্থূল দেহ ইন্দ্রিয়ের সহিত জড় বিষয়ের সংযোগের ফলে স্বর্গের সুখ ভোগ হয় বলিয়া ইহা পারলৌকিক। ইহকালের সুখ ভোগ ঐহিক।

স্বর্গ যদিও অনেক প্রকারের, তথাপি সাধারণ মানবেরা ভোগ সুখাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ভোগ স্বর্গকেই স্বর্গ বলিয়া সাধারণতঃ জানে। দেহ ইন্দ্রিয়ের সুখ মন বুদ্ধির আমোদ, বিষয়ের আনন্দ সাধারণতঃ মানবেরা চাহিয়াই থাকে। তাহাদের স্বর্গের আদর্শও তাই ভোগ স্বর্গ। ভোগের বিঘ্ন কেহ চাহে না, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সকলেই চাহে, স্বর্গ ভোগের বর্ণনায় দেখ, অপ্সরারা পরমাসুন্দরী, চিরযৌবনা, নৃত্য গীতে অতুলনীয়া। অবসাদ হীন ভোগ; ভোগে অবসাদ নাই কাজেই অতৃপ্তিও নাই (অবশ্য যতকাল পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত না হইতেছে) ভোগে শরীরের ক্ষয়, ইন্দ্রিয়ের ক্ষয়, কাজেই অবসাদ আসিবেই। মানস ভোগে শরীর ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় নাই, কাজেই অবসাদও নাই। সংকল্পের অপূরণ ভোগের শত্রু। স্বর্গে সংকল্প মাত্রই ইচ্ছায় পূরণ। তারপর দেখ চির বসন্ত, নিত্য জ্যোৎস্না, মণিময় হর্ম্ম্য, কল্পদ্রুম, নন্দন-কানন, নন্দাকিনী বারি, পুষ্পক রথ, কত নাম করিব।

মুমুক্ষুর স্বর্গ ভোগ পরিত্যজ্য বলিয়া সাধারণের নিকট সমাদরের সামগ্রী। আমরা সংসারে সুখভোগ যে প্রকার হইলে, অপূর্ব্ব সুখভোগ ভাবি, নিরবচ্ছিন্ন সুখ মনে করি, কল্পনায় সুখের যে রকম আকারটি মনে করিলে সুখের পরাকাষ্ঠা হয় তাহাই স্বর্গ। স্থূলদেহ না থাকায় দেহেরও ক্ষয় হয় না। ইন্দ্রিয়ের অবসাদ হয় না। তাইত সুখভোগ নিরবচ্ছিন্ন, অলৌকিক ও অপূর্ব্ব।

স্বর্গ সুখ কল্পনামূলক ও সংস্কারজ বলিয়া মিথ্যা নহে। কল্পনা ও মিথ্যা এক নহে। ভগবান এই বিশ্ব কল্পনা করিলেন। বেদান্তমতে যতদিন মরুভূমি, মরীচিকাও ততদিন। ব্রহ্মও সনাতন; তাই ব্রহ্মে বিশ্বভ্রান্তি চিরন্তনী। যিনি মুক্তি পাইবেন, তাঁহার নিকট বিশ্ব মিথ্যারূপে প্রতীত হইলেও সকলের নিকট বিশ্ব মিথ্যা হইয়া যাইবে না। বিশ্ব কাল্পনিক হইলেও যেরূপ সত্যরূপে প্রতীত। স্বর্গও কাল্পনিক হইলেও সেইরূপ সত্যরূপে প্রতিভাত। জীব যতদিন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে, ততদিন বিশ্ব তার কাছে সত্য। স্থূলদেহবিমুক্ত জীব পুণ্যানুযায়ী যতদিন পারলৌকিক সুখভোগ করে, ততদিন তাহার নিকট স্বর্গ সত্য, স্বপ্নের অবগতি যেমন সত্য, স্বর্গে সুখানুভব তেমনই সত্য।

"স্বপ্নাবগতি হি সত্যং।"

যতদিন পুণ্য, ততদিন স্বর্গভোগ। পুণ্যক্ষয়—যেমন হইয়া আইসে, তখনই মানবের স্বর্গচ্যুতি ঘটে। বলিতে পার, স্বর্গসুখ ত বড় কষ্টের কারণ। মুটের কয়েক মাস রাজভোগের পর আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা যেমন কষ্টকর, স্বর্গভোগের পর পৃথিবীতে সুখদুঃখময় স্থানে জন্ম গ্রহণ করা লোকের তেমনই কষ্টকর! তবে লোকে কেন স্বর্গ চাহিবে? সুখ, সুখ কেন? দুঃখ পার্শ্বে থাকে না, এই জন্যই সুখ সুখ। কিন্তু বহুকাল স্বর্গভোগে দুঃখ পার্শ্বে থাকে না বা দুঃখের স্মৃতিও বড় মনে পড়ে না, কাজেই সুখ, সুখ বলিয়া মনে হয় না। তখন ঐ পুণ্যক্ষয় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের খেলাও মিটিয়া যায়। ফলে সে সুখ তখন বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে, শেষে অত্যাজ্য নেশাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সুখ আর ভাল লাগে না। তখন পৃথিবী ভাল বলিয়া মনে হয়। পাখী স্বর্ণপিঞ্জরে নিশ্চিন্তে সুস্বাদু আহার পায়, তথাপি সে তাহাতে সুখ বোধ করে না। জীবেরও স্বর্গসুখ শেষে ঐরূপই দাঁড়ায়। অপ্সরারা বেশ্যার মত হৃদয়হীনা, প্রেমহীনা বলিয়া প্রতীত হয়। কতলোক স্বর্গ হইতে চলিয়া যাইতেছে; অপ্সরারা যেমন, তেমনই আছে। তখন মনে হয়, এ অপ্সরা অপেক্ষা ধরার পত্নী প্রেমময়ী, রক্তমাংসময় হৃদয় সমন্বিতা পত্নী অনেক ভাল। এইরূপ পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে মনোভাবও এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। তখন স্বর্গ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই সুখ ও তৃপ্তি বোধ হয়। এইরূপ অবস্থায় ভোগদেহ সাধারণ পাপ-পুণ্যকারীর ছায়া দেহের মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সেই জীব সূক্ষ্ম জীবানুরূপে বৃষ্টিধারার সহিত পতিত হয়।

"তস্মিন যাবৎ সম্পাতং (কষ্টমানং) উষিত্বা এত মেবাবধানং নিবর্ত্ততে।

যথেতং আকাশং আকাশাদ্বায়ুঃ বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি। মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষাতি। যবয়েন্তু ব্রীহি বনস্পতয়ন্তিন মাষা জায়ন্তে।" (ছান্দোগ্য শ্রুতি)।

জীবাত্ম অবস্থায় শস্যসংশ্লেষ বা স্থাবর সংশ্লেষ জীব যখন লাভ করে, তখন অনুভূতি এক প্রকার থাকে বলিলেই হয়। "সংমূর্চ্ছিতাং অবতিষ্ঠন্তে।" (শঙ্কর ভাষ্য)। "কুণ্ডন্ন পেষণাদিনা নানুভব।" দেহের রক্তের ভিতর অবস্থিত জীবাত্মগণের দেহচ্ছেদে যেমন মূলজীব কষ্ট পায় না, স্থাবর সংশ্লিষ্ট জীবেরও তদ্রূপ স্থাবর দেহচ্ছেদে ব্যথা জন্মে না। স্থাবর সংশ্লেষ জন্মের দ্বার। পুণ্যবান্ পাপী ও নিরীহ জীব সকলকেই স্থাবর আশ্রয় করিয়াই মর্ত্ত্যে স্থূলদেহ ধারণ করিতে হয়। পাপের ফলে যে স্থাবর যোনির বা স্থাবর জন্ম—সে পৃথক বস্তু। স্থাবর জন্মে, স্থাবরের দেহই জীবের দেহ। জীবের চৈতন্য বা আত্মাই স্থাবরের চৈতন্য বা বীজ।

পুণ্যের ফল বর্ত্তমান জন্মে এবং জন্মান্তরে ভোগ হয়। তবে আবার স্বর্গে কেন ভোগ করিতে হয়? উত্তরে বলিব, ঐহিক কর্ম্মে পুণ্যই মর্ত্ত্যে ভোগ হয়। পারলৌকিকার্থ পুণ্য মর্ত্ত্যে ভোগ হয় না, পরলোকে হয়। মানুষ যেমন কামনা করিবে, যদি সেই কামনা পূরণ করিবার মত সাধনা করিয়া যায়, তবে তাহার কামনার পূরণ হইবেই। মানবের আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকিলে তাহার সুখ কি? কামনার পরিপূরণ অন্তরে রাখিয়া মানব যে যে ভাল কার্য্য করিয়া যাইবে, সমস্ত ভাল কার্য্যের ফলে, সেই কামনার পরিপূরণই সর্ব্বাগ্রে করিবে। মানব হয়ত এমন কামনা অন্তরে পোষণ করিয়াছে, যাহার ভোগ হওয়াও চাই; সেই পুণ্যফলের মানস ভোগে চরিতার্থ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ভোগ করিব, অথচ অবসাদ আসিবে না, ভোগের কোন ব্যাঘাত হইবে না, ইহা মর্ত্ত্যে স্থূল দেহে সম্ভব নহে। আমি সূর্য্য মণ্ডলের উপরে উঠিব, আকাশে বেড়াইব, সাগরের ভিতরে প্রবেশ করিব—এই সকলই চাই। আর এই সকল চাওয়ার মত সাধনাও করিয়াছি। সে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এক মানস ভোগ ব্যতীত কি করিয়া পূর্ণ হইবে? চিরযৌবনা অপূর্ব্ব নারী, অবসাদহীন ভোগ, কল্পনামাত্র ইহার পূরণ, চিরবসন্ত, নিত্য জ্যোৎস্না, এ সব মর্ত্ত্যে কোথায় পাওয়া যাইবে? ঐহিকার্থ পারলৌকিকার্থ যে পুণ্য করে, সে অনেক রকমেই পুণ্য করে। যে সমস্ত চাওয়া মর্ত্ত্যেই পূরণ হয়, তাহার ভোগ আর পরলোকে করার আবশ্যক হয় না, মর্ত্ত্যেই করিলে চলে।

ঐহিকার্থ পুণ্য যাহা থাকে, তাহার ফলে স্বর্গভ্রষ্ট জীব ভাল জন্ম লাভ করে। পারলৌকিকার্থ পুণ্যের কিছু শেষ—অবশেষ থাকিয়া যায়, আর তাহারই ফলে জন্মান্তর। এমতটি আচার্য্য শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন। পাত্রে তৈলাবশেষের মত পুণ্যের অবশেষ কিছু থাকে, ইহা তিনি মানেন না। শেষ থাকিয়া যাইবার কারণই তিনি স্বীকার করেন না। পারলৌকিকার্থ পুণ্য কি? পরলোকে সুখ হইবে, এই বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্মই পারলৌকিকার্থ পুণ্য; কিম্বা পরলোক আছে, ইহা মান বা নাই মান ভাল কার্য্য করিলেই ফল পাইতেই হইবে। সাধারণ পুণ্যকারী ব্যক্তিকে স্বর্গভোগ করিতে হয় না। সাধারণ ছায়া দেহীরা কিছুদিন বড়জোর এক বৎসর মাত্র ছায়াদেহে থাকিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করে। তবে পুণ্যবানেরা ছায়াদেহে পুণ্যময়ী প্রকৃতির সুসংস্কার বশে তৃপ্তি লাভ করে, অতৃপ্তি পায় না, এই মাত্র।

জীব অভ্যস্ত সংস্কার বশে হয় ত ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিল, মানস ক্ষুধা তৃষ্ণা মানসিক ভাবেই পূর্ণ করিয়া লইল! স্বাভাবিক ভাবে না পাওয়ার জন্যই আমাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদিরূপ চিকিৎসা করিতে হয়। এ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এক প্রকার আধ্যাত্মিক চিকিৎসা।

সাধারণ পুণ্যকারী ব্যক্তিরা যে সময়ে ছায়াদেহে থাকে, তাহাতে ঐ সময়ে তাহাদের পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। পুণ্যের ফল ইহলোকে পরলোকে, স্বর্গে ভোগদেহে এবং জন্মান্তরেও ভোগ হয়।

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৌরব-সভা।

(দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, শ্যালা, শকুনি, শল্য ও অশ্বত্থামা।)

দুর্য্যো। হে আচার্য্য—মদ্রবীর শ্যাল ভোজরথি—
গুরুপুত্র হে মাতুল ক্ষত্রিয় সমাজ—

* স্বত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

হায় মহারথি শূন্য হ'ল কৌরব বাহিনী,
রথীন্দ্র কুলের পূজ্য বিচিত্র ধানুকী,
চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেধ পূর্ণিত হৃদয়,
পরাজয় নাহি যার ইচ্ছা হলে মরে,
দ্বৈরথ সমরে জিনি দুর্জ্জয় প্রতাপে
ক্ষত্র কুলান্তক জামদগ্ন মহাবীরে
এই কুরুক্ষেত্রোপরি সগর্ব্বে রোপিলা
চন্দ্র বংশ কীর্ত্তি-ধ্বজা চন্দ্র বংশ চূড়া
বীর গঙ্গার নন্দন—হেন পিতামহে
মোক্ষ সেনাপতি পদে বরিলাম যবে,
হৃদে আশা হইল বিকাশ—মহারণে
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে পরাজিব অবহেলে।
বাহু বলে বিনাশি পাণ্ডবে
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা ভুঞ্জিব অবাধে ;
স্নেহবশে না যুঝিলা—কহে দিলা শেষে
আপনার মৃত্যু কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে।
শিখণ্ডির আড়ে থাকি দুর্জ্জয় কিরিটী
পাড়িলা রথীন্দ্রে মূঢ় শর-শয্যাপরি ;
পরে সেনাপতি পদে মহারণে বরি
রথিকুল গুরু দ্রোণে আচার্য্য প্রবীন,
অব্যর্থ সন্ধান যার এ তিন ভুবনে,
পরাক্রমে দুর্দ্ধর্শ দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ,
শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় পাপীষ্ঠ পাণ্ডব
বধিল গুরুরে কহি পুত্র হতবাণী,
অনাথ বাহিনী যবে, বরি মহাহবে
শূরাশূর জয়ী শূর কর্ণ ধনুর্দ্ধরে,
যার বাহু বলে সদা কম্পিত অন্তরে
পৃথিবীর রাজকুল কর জোড় করি
থাকিত কৌরব দ্বারে বারিত হইয়া,
যার ভয়ে দুর্জ্জয় পাণ্ডব সশঙ্কিত।

নিদ্রা না যাইত কভু অরণ্য ভিতরে,
যার বাহু দর্পে আমি দর্পিত হইয়া
বৈরীভাব আচরিনু পাণ্ডবের সনে,
অনুক্ষণ করেছি অশেষ অপকার,
কিন্তু মম ভাগ্যদোষে কি বলিব আর;
ভীষণ দ্বৈরথ রণে গাণ্ডিবীর শরে
পড়ি আজি হেন সখা প্রাণের দোসর,
কি করিব এবে সবে বল সদুপায় !
কারে সেনাপতি করি তরি রণার্ণবে,
কে হবে কাণ্ডারী—জয় করে কোন জন।

কৃপ। আমার বচনে দেহ—মন দুর্য্যোধন !
সখ্য সন্ধি কর ত্বরা পাণ্ডবের সনে ;
বার বার কহিয়াছি উপদেশ কথা,
না শুনিয়া কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায়
জ্বালিলা যে সমরাগ্নি-মহাবহ্নি সম,
দহিল নিঃশেষ করি কৌরব বাহিনী,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি মহারথ সনে,
অক্ষৌহিনী মাত্র ঠাট দেখিনু গণনে,
সক্ষম ধরিতে অস্ত্র—নাহি গণি তাহে।
এবে জীবিত কেবল শল্য হার্দ্দিক্ষ শৌবল,
অমর বলিয়া রয়েছি জীবিত আমি,
কৃতান্তের করাল বদন সম ঘোর
রণে আজি কোন বীর সেনাপতি হয়ে,
ব্যূহ মুখে নিবারিবে ভীম ধনঞ্জয়ে,
সহ মাদ্রীপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান,
দুর্জ্জয় শিখণ্ডি সহ দ্রৌপদেয় গণে,
দুর্ব্বার উন্মত্ত সবে বিজয় উল্লাসে,—
যা হবার হইয়াছে, নাহি চারা তার ;
এবে শল্য কৃতবর্ম্মা সঞ্জয় বিদুর,
আমা আদি করি তব যারে লয় মন,

বর দৌত্য—কার্য্যে সখ্য-সন্ধির প্রস্তাব,
করুক ত্বরায় গিয়া পাণ্ডব গোচরে ;
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির সদা ক্ষমাশীল,
যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁর সতত বিরাগ,
বিশেষ তাঁদের মন্ত্রী দেব নারায়ণ,
ভাই চারিজন সদা অনুগত তারে,
অবশ্য ক্ষমিবে তোমা পাণ্ডব প্রধান।
নহে নাহিক নিস্তার দেখি এ কাল সমরে।
যে দিকে তাকাই, বিকট নৈরাশ্য হায়,
বিভীষিকাময় চিত্র ধরে—নেত্রোপরে,
এখনও ধর বৎস মম উপদেশ,
পিতৃ-পিতামহ তব পালিলা আমারে,
শিষ্য স্নেহ পুত্র স্নেহ একই সমান,
পুত্রাধিক যত্নে তোমা করিনু দীক্ষিত,
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞতম কৌরব প্রধান,
কেন প্রাণ হারাও আহবে অভিমানে ?
যথোচিত ভাগ চায় পাণ্ডুর তনয়,
পাণ্ডুর বিভাগ এখনও দাও ফিরে,
অচিরে করহ সখ্য সন্ধির স্থাপন।

দুর্য্যো। কি কহিলা আচার্য্য কি সন্ধির প্রস্তাব ?
জীয়ন্তে পাণ্ডব সনে সন্ধির প্রস্তাব,
আমা হতে এ কর্ম্ম না হবে কদাচন,
যখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণে পাঠাইয়া
পাঁচ-খানি গ্রাম মাত্র মাগে মম স্থানে,
কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সভার ভিতরে—
ভুলেছ কি সবে ? যেই ভূমি পরিমাণ,
সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র বিদ্ধ করিবারে পারে,
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে না দিব কখন ;
এবে কোন মুখে বল প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া
ইন্দ্র-প্রস্থ রাজধানী ছাড়ি দিব তারে ?

বিনা যুদ্ধে ? কহ তবে কিসের কারণে
জ্বালিনু এ সমরাগ্নি ? পুড়িল যাহাতে,
পৃথিবীর রাজকুল মম হিতে রত,
নির্ম্মূল কৌরব বংশ—আছে মাত্র প্রাণ,
সংসার শ্মশান সমান হেরি নয়নে।
কোন আকর্ষণে কহ আজি তোমা সবে,
ক্ষত্র-ধর্ম্ম পৌরুষ বীরত্ব অভিমানে
জলাঞ্জলি দিয়া—নীচ কাপুরুষ হেন,
মাখিব কলঙ্ক কালী, হাসাব সংসার ?
জয় দৃপ্ত পাণ্ডবেরা অল্প জ্ঞান করি
কহিবে হাসিয়া "আজি রাজা দুর্য্যোধন
আপনার প্রাণ লাগি হয়েছে কাতর।"
দুষ্ট বুদ্ধি ভীমসেন সগর্ব্বে পামর,
পদাঘাত করিবেক সন্ধির প্রস্তাবে ;
এ হতে মরণ শ্রেয় গণিয়াছি মনে,
এ শিরে কলঙ্ক ডালি কভু না বহিব,
ক্ষত্র হয়ে অপমান কভু না সহিব।

কৃত। ক্ষত্র-কুলমণি মানি কৌরব ঈশ্বর !
তব যোগ্য কথা রাজা কহিলা সভায় ;
ক্ষত্রিয় দুর্ল্লভ বীর প্রতিজ্ঞা তোমার,
ক্ষত্র হয়ে যেই গণে মৃত্যু ভয় মনে,
তবে এ ছার জীবনে কিবা ফল তার।
সত্য বটে এ বীর পৌরুষ চিরকাল
রবে তব।
তবু রাজধর্ম্ম বীর মদে পাশরিছ কেন ?
নৃপতির এই নীতি আছে চিরকাল,
বিগ্রহে প্রচণ্ড বৈরী দমিত নহিলে,
সন্ধি বন্ধে নিজ শ্রেয় খুঁজিবে সর্ব্বথা।
মহাবীর্য্য পাণ্ডব পাঞ্চাল বল সহ,
দুর্দ্ধর্ষ প্রচণ্ড তেজ দুর্দ্দার সমরে,

জান ভাল, কি হেতু নৃমণি আজি তবে—
সন্ধির প্রস্তাবে হেলা কর ক্রোধাবেশে ?
রাজনীতি ক্ষত্রধর্ম্মে বিশারদ তুমি,
কি আর বলিব তোমা—ভেবে দেখ মনে,
বিগ্রহে যখন বলক্ষয় হয় নিতি,
সন্ধি বন্ধে সেই বল পাবে পুনর্ব্বার।

শল্য। যা কহিলে সত্য সব ভোজরাজ রথী,
রাজনীতি এইরূপ আছে চিরকাল!
নরপাল ! নহি কভু সমরে কাতর,
গদা করে মদ্রের ঈশ্বর নাহি ডরে,
যুঝিবারে দণ্ডধারী সম অরি সহ ;
কিন্তু শুধু প্রকাশি বিক্রম কিবা ফল ?
প্রবল পাণ্ডব হইতেছে নিত্য রণে—
পরাজয় অবশেষে অবশ্য ঘটন।
যবে রাজা তব তরে ত্যজিনু আপন
ভাগিনারে—সমরে সাধিব তব কর্ম্ম,
পালিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম যাবৎ জীবন,
যবে আজি রাখিনু স্যন্দন ব্যূহমুখে,
জিজ্ঞাসিল মোরে কর্ণ "কহ মদ্রবীর !
অই যে আসিছে রণে বীর ধনঞ্জয়,
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষয় শরীর,
দ্বৈরথ সংগ্রামে যদি পরাভবে মোরে,
কৌরবের তরে তুমি কি কায সাধিবে ?"
কৈনু পণ—যদি দৈবে তব পরাজয়,
সন্ধি নাহি হয়, তবে লয়ে মুখ্যভার,
ভীমার্জ্জুনে কৃষ্ণ সহ সমরে জিনিব ;
না পারি মরিব তথা।

দুর্য্যো। ধন্য ধন্য মহাবীর মদ্রের ঈশ্বর !
সদা চিন্তা কর তুমি আমার মঙ্গল ;
তোমা বিনা মহারথী নাহিক আমার,

তোমার ভরসা করি এ ঘোর সমরে
পশিব প্রভাতে কালি—সেনাপতি পদে
বরিনু তোমারে আজি—উপরোধ ত্যজি
বিপুল বিক্রমে বীর যুদ্ধে দেহ মন !
পাণ্ডবে মারিয়া তুমি কর বশ মোরে,
যশ রত্ন অক্ষয় উজ্জ্বল ধর শিরে।

শল্য। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিনু রাজন !
প্রাণ-পণ উপরোধ ত্যজি ভাগিনার,
মিটাইব চিররণপিপাসা হৃদয়ে।
কিন্তু তা বলিয়া কভু বীর মদ ভরে
না হব বিমুখ দিতে বিহিত মন্ত্রণা,
তাই বলি—
কে কবে পুরুষকারে লভিয়াছে জয় ?
দৈবে বলী কৃষ্ণার্জ্জুন, নতুবা রাজন !
সমরে পড়িবে কেন কর্ণ মহাযশা ?
জয় আশা গিয়েছে তখনি,
যুঝি প্রাণ পণে কি করিলা কৃষ্ণার্জ্জুনে ?
ভুলিল ভার্গব অস্ত্র আসন্ন সমরে,
এ সব দৈবের কর্ম্ম জানিবা নিশ্চয় ;
প্রতিকূল দৈব জানি করহ বিধান।

শকু। শুন তাত ! আমার বচন—ক্ষম দ্বন্দ্বে,
সন্ধি বন্ধে দেহ মন—এ ঘোর সমরে
না দেখি নিস্তার আজি যে কোন উপায়ে,—
যখন পড়িল রণে কর্ণ বসুন্ধর,
তখনি জেনেছি বিধি প্রতিকূল তব।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি প্রীত পাণ্ডবেরে,
তেঁই না হইল জয় পঞ্চদশ দিনে ;
কিন্তু যবে অঙ্গরাজ যুঝি প্রাণ পণে
পড়িল অন্যায় রণে অর্জ্জুনের শরে,
তখনি জেনেছি তব নাহিক বিজয়।

অতএব সম্প্রীতে পাণ্ডবগণ সনে,
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী ছাড়ি দেহ এবে।
সময় পাইলে পুনঃ পাশার প্রবন্ধে
সমগ্র সাম্রাজ্য দিব তব করতলে ;
কি হেতু ভাবিছ তাত ?

দুর্য্যো। ধিক হে মাতুল !
এ হীন কৌশলে আর নাহি প্রয়োজন,
তোমাদের ঘৃণাস্পদ পরামর্শ লয়ে
কপটে পাণ্ডবগণে পাঠাইনু বনে,
সে কলঙ্ক আজও মোর ঘোষিছে জগতে।
ভেবেছিনু, কুরুক্ষেত্র সমর সাগরে
ধুইব কলঙ্ক কালী,—দেখাব জগতে
কৌরবেশ্বর নহে সমরে কাতর।
আশা মায়াবিনী কহিল আমার কাণে,
"বর ভীষ্ম দ্রোণে
রণে সেনাপতি পদে,
পাণ্ডবে জিনিয়া রাজ্য-ভুঞ্জ নিরাপদে।"
মুখে মম পক্ষে—মনে পাণ্ডবেরে প্রীতি,
অবিশ্বাসী সেনাপতি; যথা, কোথা জয় ?
কার তরে রাজ্য আশ ? কার তরে আজ
রাজ্য লোভে প্রাণ ভয়ে পাণ্ডব সংহতি
সখ্য সন্ধি করি জিত হীন জন মত !
পাণ্ডবের অনুমতি শিরোধার্য্য করি
বহিব এ শিরে ঘৃণ্য এ রাজ মুকুট ?
তুচ্ছ রাজ্য সিংহাসন বৈভব সম্পদ,
চির বৈরী অনুগ্রহে ভুঞ্জিব সে সব ?
করেছি প্রতিজ্ঞা স্থির পাণ্ডবে জিনিয়া
সমগ্র সাম্রাজ্য লব নিজ করতলে ;
নতুবা সমরে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন,
চিরদিন অটল থাকিবে মম পণ।

শল্য। ধন্য কুরুকুলে মহামানি দুর্য্যোধন !
বীরেন্দ্র সমাজ মাঝে ধন্য বীর তুমি,
নাহি জানি ক্ষত্র হ'য়ে কে পারে সহিতে
জয়শীল গর্ব্বিত বৈরীর অবমানে।
হতমান জীবনে কি ফল ?
না বুঝিনু আচার্য্যের এ হেন মন্ত্রণা,
করিয়া গণনা দেখিনু কৌরব সেনা
নহে উনবল, তথাপিও নাহি জানি
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব প্রবল হইল কিসে—
ডরিলাকি মদ্ররাজ গোপাল যাদবে ?
বৃদ্ধ ভীষ্ম দ্রোণ সেনানীর গুরুভার
করিতে বহন আছিল অশক্ত সদা—
নহে বিজয়ের কালে ধনুশর ত্যজি
কে দেয় সমরে পৃষ্ঠ ? কে দেখে দাঁড়ায়ে
আপন রক্ষিত চমূদলে বৈরী দলে ?
তেঁই না হইল জয় এ ঘোর সমরে।

অশ্ব। ধিক্ ধিক্ বীরত্বে নিষ্ফল ভুজভারে—
ধিক্ ধনুর্ব্বেদে—ধিক্ মহা অস্ত্র জালে,
পিতৃনিন্দা ধিক্ মোরে পিতৃ অপমান
শুনিতে হইল আজ কৌরব সভায়
হা পিতঃ ! কি এই তরে তনয়ে তোমার,
শিখাইলা ধনুর্ব্বেদ দিব্য অস্ত্র যত ?
মাত্র দুই দিন গত পাঞ্চাল পামর
কেশে ধরি তোমা পাপী ধরিল যে কালে,
শুনি মম মিথ্যা মৃত্যুবাণী,
যোগাসনে আরম্ভিলা নিজ বিনাশন,
সেই ক্ষণ প্রতিজ্ঞা করিনু রণস্থলে
না মারি পাঞ্চাল আর পঞ্চ পাণ্ডবেরে,
এ অঙ্গুলি ত্রাণ নাহি খুলিব কখন।
হা পিতঃ ! হা দুরাচার দুর্য্যোধন তরে,

নীচ পাঞ্চালের করে ত্যজিলা জীবন !
আজি কিনা সেই দুর্য্যোধন
সহ পাপাশয় শল্য সুবল নন্দন,
নিন্দিছে তোমারে—ধিক্ মোরে,
আরে দুষ্ট পাপী ক্ষত্রগণ !
জাননা কি ভৃগুরাম পিতৃ অপমানে
নিক্ষত্রী করিলা পৃথ্বী তিন সাত বার,
সেই ব্রাহ্মণের ক্রোধ—সেই অস্ত্রানল,
দহিবে পতঙ্গ-প্রায় ক্ষত্রিয় মণ্ডল ।

কৃপ । সম্বর সম্বর তব ক্রোধ বীর মণি !
শুষ্ক তৃণ দহিবারে ব্রহ্মাস্ত্র অনল
কি হেতু জালিবা ? তাত দূর কর রোষ ।
আরেরে দুর্ম্মতিগণ ! নাহি জ্ঞান লেশ,
পতঙ্গের প্রায় চাহ অগ্নিতে পশিতে ?
উঠ শীঘ্র কুরুবর ! বিনয় বচনে
শান্ত কর দ্রোণের নন্দনে—সখা তব !
ক্রোধ দূর কর বাপু, স্থির কর মন ।
সম্মুখে বিপক্ষ করে বিক্রম প্রকাশ,
আজন্ম কৌরব তব বাহু বলাশ্রিত,
পুত্র ভ্রাতা বান্ধব বিনাশ শোক তাপে
ক্ষিপ্ত প্রায়,—উচিৎ না হয় ক্রোধ তারে ।
তব পিতৃঘাতী পাপী পাঞ্চাল দুর্জ্জন,
কৈলা পণ তাহার নিধনে বীরবর,
না করি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোন হেতু এবে
আত্ম পক্ষে দ্বন্দ্ব তাত কর অকারণ ?
শত্রু হর্ষ বৃদ্ধি কর কিসের লাগিয়া ?
আমার বচনে তাত স্থির কর মন,
অবশিষ্ট সেনাদল রথীর সহায়ে,
শত্রু জিনি রাজ্য দেহ রাজা দুর্য্যোধনে,
পিতৃ বৈরী মারি কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ।

অশ্ব । কেবা আত্ম পক্ষ আর পর পক্ষ কেবা
না গণিব, আজি হৃদে যেই হুতাশন
ভীষণ দাহনে প্রজ্জলিত নিরন্তর,
বিপক্ষের লোহে মাত্র নিভিবে কেবল ।
বলিছ কৌরব সৈন্য রথির সহায়ে
করিবারে প্রতিজ্ঞা পূরণ ; হা মাতুল !
দ্রোণের নন্দন পিতৃ-বৈরী মারিবারে
পর বলাশ্রয় ধিক্ না লয় কখন ;
ক্রুদ্ধ মৃগেন্দ্র কেশরী গজেন্দ্র মারিতে
শৃগাল সহায় লয় কবে ?
হের এই যমদণ্ড সম বাহুদ্বয়,
হের তৃণে মহা অস্ত্রচয় থরে থরে,
ইহার সহায়ে অশ্বথামা মহারণে
পাঞ্চাল পাণ্ডব বংশ করিবে নির্ম্মূল ।
তবে যে বলিছ ক্ষমা দিতে দুর্য্যোধনে
দিনু আমি, তা বলিয়া কুরুক্ষেত্র রণে
আর অস্ত্র না ধরিব ।

দৈববাণী । ক্ষম বীরমণি !
এ প্রতিজ্ঞা কভু নাহি সম্ভবে তোমারে,
পাঞ্চাল পাণ্ডব বংশ রোষানলে
হবে ভস্মীভূত ; অস্ত্র ধর বীরবর,
প্রতিজ্ঞা তোমার কভু না হবে নিষ্ফল ।

দুর্য্যো । সখা ! ক্ষম মোরে আজি ।
শুনিলা শূন্যেতে শূর দেবের নির্ব্বন্ধ,
তোমার বিজয় পাণ্ডবের পরাজয় ।
বরিয়াছি মদ্ররাজে সেনাপতি পদে,
তোমার আদেশে শল্য সংগ্রামে পশিয়া
শত্রু-সৈন্য বিমর্দ্দিবে বিপুল বিক্রমে—
কিন্তু তুমি নিরপেক্ষ কাণ্ডারী হইয়া
সমর সাগরে মোরে করহ উদ্ধার ।

তোমার প্রসাদে শৌর্য্য-বীর্য্য বাহুবলে
পাণ্ডবে মারিয়া করি পৃথিবী শাসন,—
দেহ অনুমতি সখে !

অশ্ব। দিলাম সম্মতি।
চতুরঙ্গ বলে কালি আক্রম পাণ্ডবে।

শল্য। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য আচার্য্য তনয়,
দুরাশয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃবধি তব,
কালি রণে তুমি অধিকারী,
অস্ত্রধারী কুলে অগ্রগণ্য মহারথ,
অনুক্ষণ, সবে মোরা থাকিব তোমার
বীর অবতার সৃঞ্জয় পাঞ্চালে
কালি দেহ রসাতল।

দুর্য্যো। হে সখা, হে মদ্ররাজ, আচার্য্য প্রবীর !
হে মাতুল ভোজরাজ শাল্ব নরপাল,
আর সমবেত বীর ভাগ ! রণাশ্রমে
ঘোর ক্লিষ্ট, যাও সবে যে যার শিবিরে।
রেখ মনে সংহারের রণ কালি প্রাতে,
কৌরব গৌরব সমর্পিত
তোমাদের বীর বাহুবলোপরে।

(সকলের প্রস্থান।)

ক্রমশঃ।

সাগরের ডাক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কতিপয় সহৃদয় ভদ্রলোক ধীবরগণের পক্ষ হইতে কালেক্টার সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন দাখিল করিলেন। সদাশয় সাহেব সরকারের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু সে প্রার্থনা বিশেষ ফলপ্রসূ হইল না।

দয়ালু সাহেব স্বয়ং কিছু চাঁদা দিলেন এবং স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সকলেই নিঃসহায় ধীবরগণকে যথা সম্ভব সাহায্য করিলেন।

সাহায্য যথোপযুক্ত না হইলেও, পৈত্রিক বাস্তুভিটায় ফিরিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষায় ধীবরগণ অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব বাসস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শ্রেণী নির্ম্মাণ করিল। তালপত্রাচ্ছাদিত, মৃৎপ্রাচীর পরিবেষ্টিত, গোলাকৃতি সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে যাহারা সৌভাগ্যক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—তাহারা সকলেই তখন সর্ব্বস্বান্ত, অস্থিচর্ম্মাবৃত নর কঙ্কাল মাত্র।

কাল প্রত্যূষে প্রত্যাবর্ত্তনের শেষ দিন। নূতন পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী পুরাতন পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে ও দুই একজন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

একখানি অতি ক্ষুদ্র—অতি জীর্ণ কুটীরের অধিবাসীদিগের স্থান ত্যাগার্থ কোন উদ্যোগই পরিলক্ষিত হইল না। দুইটী মাত্র প্রাণী সেই কুটীরাভ্যন্তরে বাস করে। তাহারা স্ত্রী পুরুষ—আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বায়েমা ও মোচনারা।

যে কাল ব্যাধিতে ধীবর পল্লী শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, সেই কাল ব্যাধিতে বায়েমা শয্যাগত। বায়েমার মুখে মৃত্যু আপনার গাঢ় ছায়া বিস্তার করিয়াছে। পত্নীবৎসল স্বামী মোচনারা শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ; তাহার মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ; নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত।

স্বামীর ইচ্ছা নয় যে, স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করে ; কিন্তু স্ত্রীর আন্তরিক ইচ্ছা যে পিতৃ পিতামহের চরণরেণু-পূত পূর্ব্ব বাসস্থানে যাইয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু অনিবার্য্য ; তবে কেন না সেই গুরু গম্ভীর, প্রাণানন্দ কর, সমুদ্র গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে, পূর্ব্ব পুরুষের পবিত্র পাদস্পৃষ্ঠ—তাঁহাদের জন্ম-জীবন-জরা-মৃত্যু-লীলা নিকেতন—তাঁহাদের কত শত সুখস্মৃতি বিজড়িত—সেই পবিত্র তীর্থে না মরিব।

মৃত্যু ? সে কঠিন কি কোমল ? বায়েমা মনে করিল,—কঠিন হউক, অথবা কোমল হউক—মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন মরণে ভয় কি ? জন্ম হইলে মৃত্যুত অনিবার্য্য ; তথাপি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে রাখিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না। বায়েমার স্বামী তাহাদের সমাজের অন্যান্য যুবকের তুলনায় দেবোপম ; এমন স্নেহশীল প্রণয়ী স্বামীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যু—সে যে বড় কষ্টের ! কিন্তু উপায় ত নাই। যম নিয়ম সংস্থাপক ; তাঁহার নিয়মে ত্রুটী বিচ্যুতি নাই ; সে যে বড় নির্ম্মম—বড় নিষ্ঠুর—বড় নির্দ্দয়। তবে—এস মৃত্যু ; কিন্তু এখানে নয়। বায়েমা শীর্ণ করদ্বয় যুক্ত করিয়া ডাকিল, "হে ভগবান ! হে অনাথের

নাথ! হে দয়াময়! আমি প্রস্তুত, মরিতে প্রস্তুত; কিন্তু কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; আমাকে সেই পবিত্র তীর্থে যাইতে দাও। সেই অনন্ত, গভীর, অক্ষয়, অব্যয়, বিরাট, প্রশান্ত সলিল রাশির মৃদু মধুর কল্লোল—ক্ষণে ক্ষণে বায়ু বিতাড়িত বীচি বিক্ষোভ, মূহুর্ত্ত মধ্যে মেঘ মন্দ্রের ন্যায় গুরু গর্জ্জন; আবার কখন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রুদ্র মূর্ত্তিতে, সংহার মূর্ত্তিতে সৃষ্টি স্থিতি বিলয়কারী গভীর আর্ত্তনাদ—সে সমুদ্রকে যে আমরা বড় ভালবাসী, সে যে আত্মীয় অপেক্ষাও আমাদের অধিক আত্মীয়, সে যে আমাদের বাল্য সখি—যৌবনের সহচর, প্রৌঢ়ের প্রণয়িনী, বার্দ্ধক্যের শিক্ষা দাতা এবং অন্তিমে শান্তিদাতা—আশ্রয় দাতা, সে যে আমাদের বড় আপনার. সে যে স্বামী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী অপেক্ষাও আমাদের প্রিয়, প্রিয়াদপি প্রিয়—তাহার কূলে অথবা উপকূলে মৃত্যু, সে যে বড় সুখের—বড় সৌভাগ্যের—বড় গৌরবের!

স্ত্রীর যুক্ত কর ও ভক্তিপ্লুত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বামীর প্রাণে আশঙ্কা গাঢ়তর হইল। মোচনারার তদানীন্তন মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে; প্রাণের নিভৃত কন্দরে—অন্তরের অন্তঃস্থলে সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্নেহে অনুভব করিবার বিষয়।

দরিদ্রের হৃদয়ে যে কত গভীর ভালবাসা, দীনের অন্তঃকরণে যে কত করুণ সহানুভূতি, তাহা সুখী অথবা সৌখিন লোকে কল্পনায়ও আনিতে পারে না। স্বামীর মনে হইতেছিল, স্ত্রীকে পুনরায় পুরাতন গৃহে লইয়া গেলে, সে আর বাঁচিবে না। মোচনারার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পুরাতন পল্লীতে যাইয়া মরিবার নিমিত্তই বায়েমার তৈলহীন জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াও নিবিয়া যায় নাই।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোচনারা করুণ কণ্ঠে কহিল, "বায়েমা! তুমি কি ছিলে, আর এখন কি হইয়াছ!" স্ত্রীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া; স্বামীর মনে পড়িতেছিল, স্ত্রীর বৎসরেক পূর্ব্বের পরিপূর্ণ যৌবনের পরিণত কান্তি পুষ্টি। জীবন যৌবন কত ক্ষণস্থায়ী।

স্বামীর কাতরোক্তিতে স্ত্রীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজল নয়নে স্ত্রী বলিল, "আমার কথা আর ভাবিও না। আমি আর কিছুতেই বাঁচিব না। আমার দিন ফুরাইয়াছে। কিন্তু—কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার প্রাণ চাহে না।"

উভয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তারপর স্ত্রী পুনরায় ধীরে ধীরে বলিল, "কালই আমাকে এখান হইতে লইয়া চল। এখানে মরিলে মরণে

আমার সুখ হইবে না। আমার প্রাণ সেই সমুদ্রতীরে ক্ষুদ্র কুটীরে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে, আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, আমার নিশ্বাস যেন ক্ষণে ক্ষণে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।"

স্বামী নিজের অশ্রু মুছিয়া স্ত্রীর অশ্রু মুছাইয়া দিল। স্ত্রীর মস্তকে অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্বামী বলিল, "তাই হইবে। তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন তোমাকে কালই সেখানে লইয়া যাইব। কিন্তু বায়েমা, তোমার অসুখের জন্য আমি যে সেখানে ঘর বাঁধিতে পারি নাই। তোমাকে এরূপ অবস্থায় কোথায় লইয়া যাইব?"

স্ত্রী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার—আমার জন্য আর ঘর বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে সেই ভাঙ্গা ঘরের ভাঙ্গা ভিটায় লইয়া চল। আমার কোন কষ্ট হইবে না। ঘর আর আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি খোলা যায়গায় শুইতে চাই।"

স্বজাতীয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সেই রাত্রির জন্য বায়েমার নিকট রাখিয়া সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, মোচনারা পুরাতন ভিটার উপর তাল পত্রের ক্ষণ-ভঙ্গুর কুটীর নির্ম্মাণ করিল। তাহাতে প্রাচীর দিল না, তাহার চতুর্দ্দিক খোলা সে ঘরে শয়ন করিলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পরদিন প্রত্যূষে বায়েমাকে একখানি দড়ির ঘাটে করিয়া মোচনারা এক বন্ধুর সাহায্যে পুরাতন ভিটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মুমূর্ষুর মলিন মুখে আনন্দের দীপ্ত রেখা প্রতিফলিত হইল। কিন্তু সে কতক্ষণ?

ধীরে ধীরে আনন্দের অভিব্যক্তি তিরোহিত হইয়া মৃত্যুর ধূসর রেখা বায়েমার মুখে প্রকটিত হইল। আসন্ন মৃত্যুর অবসাদে স্নিগ্ধ শান্তির ছায়া পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বহুদিন—সে কত দিন তাহা বায়েমা স্মরণ করিতে পারিল না, বোধ হয় যুগ যুগান্তর পরে বায়েমা আবার সমুদ্র দেখিল। প্রাচীর হীন কুটীরাভ্যন্তর হইতে সেই চির পরিচিত সমুদ্র গর্জ্জন শ্রবণ করিল! কত শ্রবণ সুখকর সে ধ্বনি! বারিধির বিশাল বিস্তৃত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বক্ষ—সে কত সুন্দর। দূর চক্রবালে অনন্ত সলিল রাশির সহিত অনন্ত নীল আকাশের শুভ সম্মিলন, সে কি মহান, কি উদার, কি গম্ভীর দৃশ্য! বায়েমার পাংশু বদন মণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত হইতেছিল, আবার মৃত্যুর ধূসর ছায়ায় বিবর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

সমস্ত দিন এই ভাবে কাটিল। বায়েমা কখন মৃদু মৃদু হাসিল—কখন ধীরে

ধীরে কত পুরাতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। কখন উৎসাহ, কখন উত্তেজনা—আবার কখন অবসাদ। শ্রান্তির পর শান্তি!

দিন কাটিল; কিন্তু দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বায়েমার সকল উৎসাহ, সকল আনন্দ ধীরে ধীরে স্তিমিত দীপের ন্যায় নিবিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকারের ঘনাবরণে বায়েমার মুখে মৃত্যু আপনার প্রগাঢ় ছায়া বিস্তার করিল।

যখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ প্রজ্জ্বলিত হইল। তখন হতভাগ্য মোচনারার গৃহে তাহার একমাত্র গৃহ-দীপ নিবিয়া গেল! সেই দীপের শেষ রশ্মির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মোচনারার ভগ্ন হৃদয় ও ক্ষুদ্র কুটীর চিরতরে শূন্য ও নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অশ্রু-কণা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)

প্রমথ আপনার কক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া " ... ... " নামক মাসিক পত্র পাঠ করিতেছে। কক্ষটী নিস্তব্ধ। শুধু ব্রাকেটের উপরিস্থিত একটী ঘড়ি নিয়মিত টক্ টক্ করিয়া অবশেষে টং টং টং করিয়া আটটা বাজিয়াছে জানাইয়া দিল।

এমন সময় সেই কক্ষে হুঁকা হস্তে করিয়া দীনদয়াল বাবু ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অমিয়বালা প্রবেশ করিলেন। প্রমথ মাসিক পত্রিকা খানি বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দাদা মহাশয় ও মাতার দিকে একটা বিস্ময় সূচক লক্ষ্য করিল। তাহার এরূপ ভাবে চাহিবার কারণ, ইঁহারা হঠাৎ এমন সময় তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন কেন?

দীনদয়াল বাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভায়া, তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এলুম। রাগ কোরনা।"

প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, রাগ আবার কিসের?"

দীনদয়াল বাবু হুঁকার গাত্রটী হস্ত দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "দেখো ভায়া!"

প্রমথ হাসিতে লাগিল।

দীনদয়াল বাবু আবার বলিলেন, "একটা কথা বলি ভায়া, যদি রাখ।"

প্রমথ আবার হাসিয়া বলিল, "রাখ্‌বার হ'লেই রাখ্‌ব।"

দীনদয়াল বাবু গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঐ ত ভায়া, আগে রাখ্‌বে বল।"

প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনি এ অবধি যা বলেছেন, কখনো কি তা অবহেলা করেছি" তবে কেন আর, ও কথা বল্‌ছেন?"

দীনদয়াল বাবু হুঁকায় দু একটী টান দিয়া বলিলেন, "তোমার বিয়ের ঠিক্ করিচি ভায়া, বুঝলে কিনা, হ্যাঁ, অমত কোরনা।"

প্রমথর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। চক্ষের সম্মুখে সব ঘুরিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে প্রমথ বলিল, "বিয়ে কোথায়?" তাহার মুখাবয়ব বিকৃত হইয়া গেল।

দীনদয়াল বাবু ও অমিয়বালার চক্ষে প্রমথর মুখভঙ্গী এড়াইল না, উভয়েই মনে ব্যথা পাইলেন। দীনদয়াল বাবু তবু মুখে জোর করিয়া হাসি আনিয়া বলিলেন, "ও গাঁয়ের সন্তোষ বাবুর মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটী খাসা ভায়া—আঃ পরীর মত! লেখা পড়াও বেশ জানে। আমারই ভায়া লোভ হয়।"

প্রমথ গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

দীনদয়াল বাবু প্রমথর দিকে চেয়ারটা একটু টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চুপ ক'রে রইলে যে! তার ধ্যান করচ বুঝি?"

এইরূপ কঠিন পরিহাসে প্রমথর বুক ভাঙ্গিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল। মুখের উপর ডান হাতখানি চাপা দিয়া প্রমথ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দাদা মশাই, আপনাদের সাম্‌নে কি বলব কিছু ঠিক কর্‌তে পাচ্ছি না।"

দীনদয়াল বাবু হুঁকায় খুব জোরে জোরে দুই একটান দিয়া ধুম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন; "কেন ভায়া?"

প্রমথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, দাদা মশাই, আমার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে নেই।"

দীনদয়াল বাবু প্রমথর দিকে কৃত্রিম বিস্ময় দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, "কেন ভায়া ? সন্ন্যাসী হবে ?"

প্রমথর এত দুঃখেও হাসি পাইল। কিন্তু সে হাসি বড় মলিন। প্রমথ বলিল, "না মাকে আর আপনাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'তে পারব না। তা হলে আপনাদের যে কষ্ট হবে।"

দীনদয়াল বাবু বাম হাতে হুঁকা ধরিয়া ডান হাত দিয়া প্রমথর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "তবে কেন ভায়া অমত কচ্চ ?"

প্রমথ নত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, "আপনারা যার সঙ্গে আমার বে দেবেন, আমি তাকে ভালবাসতে পারব না।"

অমিয়বালা এতক্ষণ সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার অমিয়-বালা বেশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেন ?"

প্রমথ অধমুখে টেবিলের উপর অঙ্গুলি ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আমি এক-জনকে ভালবাসি। তাকে ছাড়া ... ... ।" প্রমথর মুখ লাল হইয়া গেল, কাণের কাছ দুটো গরম হইয়া উঠিল।

অমিয়বালা শান্ত স্বরে বলিলেন, "কাকে তুমি ভালবাস ?"

প্রমথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অধোমুখে বলিল, "জীবন বাবুর ... ... ।" কিন্তু সে কথা শেষ করিতে পারিল না, কথা আটকাইয়া গেল। তাহার কান দুইটী লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিল না। প্রমথ অধোবদনে ঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই যেন মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই কক্ষের বাতায়ন পথে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। বাহিরে লীলা-চঞ্চল প্রকৃতি নিস্তব্ধ। রঙ্গীন আলোয় ভরা অসীম নীল আকাশ—কাছের ও দূরের পটের ন্যায় গৃহ ও পর্ণ-কুটীর—ছোট পাতা হইতে বড় বড় গাছগুলি পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে বিরাট নিস্তব্ধতার হাট বসিয়াছে। বাহিরে বা ঘরের মাঝখানে বাতাসের একটুও বেগ নাই। মাত্র ব্রাকেটের ঘড়িটী টক্ টক্ করিয়া বাজিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তার স্বর এই জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে তিলমাত্র সাহসী হইতেছিল না। টক্ টক্ টক্ করিয়া যাইলেও তাহা সেই বিরাট নিস্তব্ধতা অধিকতর গাঢ় করিয়া দিতে ছিল।

কিছুক্ষণ পরে অমিয়বালা বলিলেন, "তোমার অশ্রুর সঙ্গে বে দিতে আমার কোন অমত নেই। বাবারও বোধ হয় না।"

দীনদয়াল বাবু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইলেন যে, তাঁহারও কোন অমত নাই।

পুনরায় অমিয়বালা বলিলেন, "কিন্তু তার হরেন বাবুর ছেলের সঙ্গে বে'র ঠিক হ'য়ে গেছে, তুমি বোধ হয় জান ?"

প্রথম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জানি মা।"

অমিয়বালা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তবে তুমি আর কেন ঠাকুর পোর মেয়েকে চাও ? সেত অপরের বাগ্‌দত্তা। আর যদি তোমার সঙ্গে অশ্রুর বে দোবার ইচ্ছে থাকত, তারা ত একবার এ কথা বলত। যখন বলিনি, তখন তাদের নিশ্চয় তোমার সঙ্গে বে দোবার ইচ্ছে নেই।"

প্রমথ অভিমান সূচক কণ্ঠে বলিলেন, "আমি ওকে চাই না, বা আর কাউকে বে ক'রবো না।"

দীনদয়াল বাবু এইবার বলিলেন, "দেখ ভায়া, তুমি যখন খুব ছোট, তখন তোমার বাবা মারা যায়। সেই থেকে আমরা তোমাকে অশেষ যত্নে লালন পালন করে আসছি। তোমাকে যোগ্য লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে কল্‌কাতায় পড়িয়েছি। এখন তুমি বড় হয়েছ। জ্ঞানী হয়েছ। সকল বিষয় বুঝে কাজ করতে শিখেছ। তবে কেন এ রকমে আমার মনে ও তোমার মার মনে কষ্ট দিয়ে 'বিয়ে করব না' বলছ ? তুমি বে না কর্‌লে কে বংশ রক্ষে কর্‌বে ?"

প্রমথ মুখ তুলিয়া দীনদয়াল বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে নাই, তাই বল্‌ছি।"

দীনদয়াল বাবুর হুঁকার কলিকা হাত লাগিয়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল। দীন-দয়াল বাবু কলিকা হুঁকার উপর চাপাইয়া বসাইয়া বলিলেন, "আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কি তোমার কোন কাজ করা উচিত ? তুমি কি জাননা, আমরা তোমার ভাল বই মন্দ ইচ্ছে করতে পারি না।"

প্রমথ শান্ত নম্র কণ্ঠে বলিল, "আমি কি তাই বলছি ?"

কলিকা ভাল করিয়া বসাইলেও উহার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল,। দীনদয়াল বাবু হুঁকাটী দেওয়ালের গাত্রে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া টানা টানা স্বরে বলিলেন, "তবে তুমি কেন আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে 'বিয়ে করব না' বলছ ?"

প্রমথ আবার অধোমুখে বলিল, "কেন বলছি জানেন, আপনারা আমার সঙ্গে যার বে দেবেন, সে হয়ত আমাকে তার প্রাণের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ভাল বাসবে—কিন্তু প্রতিদানে কিছু পাবে না! আমি নিজে কষ্ট ভোগ করতে পারি, কিন্তু আর একজন সরলা বালিকাকে কেন আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে দোব ?"

এই সময় প্রমথ অমিয়বালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে। প্রমথ অধোবদনে চাহিয়া রহিল। কিঞ্চিৎ পরেই আবার মাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু হইতে টস্ টস করিয়া জল পড়িতেছে।

(পাঠক-পাঠিকা, দীনদয়াল বাবু যে সময় প্রমথকে বলেন, "দেখ ভায়া, তুমি যখন খুব ছোট, তখন তোমার বাবা মারা যায় ··· ··· ।" সেই সময় স্বামী স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হওয়ায় সতী লক্ষ্মী অমিয়বালার চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠে ও তাহার পরই দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে থাকে।)

ক্রমশঃ।

দময়ন্তী।*

লেখক — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরদিন প্রত্যূষে মহামূল্য গজবাজী ও বিবিধ মণিরত্নরাজী যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বর-কন্যা পরমানন্দে নিষধ রাজ্যে যাত্রা করিলেন।

নবীন নরপতির শুভ পরিণয়ে পরম পুলকিত হইয়া রাজ্যবাসী সমস্ত প্রকৃতি-পুঞ্জ মহোৎসবে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিল; রাজাও সেই মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোককে অজস্র ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। প্রজাবর্গ পরম সুখী হইল। রাজ-দম্পতি রাজ্যের কল্যাণ সাধনে নব নব উপায়ে কায়মনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

দিন যাইতে লাগিল। যশস্বিনী সহধর্ম্মিনী লাভ করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ নল নরপতি নিত্য নিত্য নব নব প্রমোদে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যথাযোগ্য সময়ে দময়ন্তীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন, কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা।

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এ দিকে কলি অসূয়াবশে নিজ সংকল্প সুসিদ্ধ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল; সংগোপনে মন্ত্রণা করিয়া দ্বাপরকে বলিল, "আমি নলের শরীরে প্রবেশ করিব, নলরাজা অক্ষক্রীড়ায় অপটু, অথচ তৎক্রীড়ায় আশক্তি শূন্য নহে; আমি তাহার ক্রীড়ার নিমিত্ত অক্ষসৃজন করিব, তোমাকে সেই অক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।"

দ্বাপর সম্মত হইল; দুরভিসন্ধি সিদ্ধিকল্পে উভয়েরই প্রবল আগ্রহ। কোন প্রকার সূত্র প্রাপ্ত না হইলে পুণ্যবানের শরীরে কলি প্রবেশ করিতে পারে না; নলরাজা পরমধার্ম্মিক, সদাচারানুষ্ঠানে তাঁহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না, সুতরাং কলিও তাঁহার দেহাশ্রয়ের অবসর পায় না।

একাদশবর্ষ অতিক্রান্ত। একদিন নলরাজা মূত্রত্যাগ করিয়া বারি শৌচান্তে পদ প্রক্ষালন করিতে বিস্মৃত হইলেন, সেই ছল পাইয়া ক্রূরমতি কলি তাঁহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিল। কলির পরাক্রমে রাজা তদবধি এক এক বিষয়ে ভ্রান্ত হইতে লাগিলেন, কলি ওদিকে উত্তম অবকাশ পাইয়া রাজভ্রাতা পুষ্কর সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, "অগ্রজের সহিত তুমি দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে অভিনব অক্ষসারি প্রদান করিব, পণ রাখিয়া উভয়ে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ কর, প্রত্যেক বাজিতেই তোমার জয় লাভ হইবে, তুমি একেশ্বর রাজ্যেশ্বর হইবে।"

কলির প্ররোচনা বাক্যে রাজ্যলোভে পুষ্করের মন টলিল, তিনি স্নেহময় সহোদরের সহিত পাশক্রীড়া করিতে স্বীকৃত হইলেন। কলি তাঁহাকে অক্ষসারি প্রদান করিল, সেই অক্ষ গ্রহণ করিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান কারলেন। কালর প্রভাবে নলরাজার তখন মতিভ্রংস হইয়াছিল, বিবেক শূন্য হইয়া তিনি পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে বসিলেন। নিত্য নিত্য ক্রীড়া হয়; প্রত্যেক পণেই পুষ্করের জয় লাভ। প্রথমে ধনরত্ন, তৎপরে স্বাধিকারস্থ স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির সহিত রাজ্য পণ। মন্ত্রীগণ, হিতৈষী বন্ধুগণ এবং রাজ্ঞী দময়ন্তী অলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া নিত্য নিত্য নিবারণ করেন, মতিচ্ছন্ন ভূপতি সে সকল কথায় কর্ণপাত করেন না। বুদ্ধিমতী দময়ন্তী এই সময় আপন মনে স্থির করিলেন, মহাবিপত্তি নিকটবর্ত্তি; যতই বিপত্তি উপস্থিত হউক, কোন মতেই পতিকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু পুত্র কন্যার উপায় কি হইবে? অনেক চিন্তা করিয়া এই সময় বার্ষ্ণেয় সারথিকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক তিনি যথা কর্ত্তব্য মন্ত্রণা করিলেন। চেদী রাজ্যের নরপতি বাহুকের সহিত

তাঁহাদের মৈত্রী সম্বন্ধ ছিল, গোপনে বাষ্ণেয়র দ্বারা স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা দুটিকে তিনি সেই বাহুক রাজার নিকেতনে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ কুমার ও রাজ কুমারীকে চেদী রাজ্যে রাখিয়া বাষ্ণেয় আর নিষধ রাজ্যে ফিরিয়া আসিল না; কোথায় গেল, কোথায় রহিল, তৎকালে কেহই তাহা জানিল না। মাতৃ ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা চেদী রাজ্যের রাজ অন্তঃপুরে প্রতি-পালিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে প্রতিদিন সমভাবে দ্যূতক্রীড়া চলিতে লাগিল। নল রাজার শেষ পণ রাজ্য ধন। পুষ্কর অবহেলে সেই রাজ্য ধন জিনিয়া লইলেন; বিদ্রূপ করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহাশয়! এখন ত তোমার রাজ্য সম্পদ সমস্তই গেল; বাকী আছে কেবল দময়ন্তী; এক্ষণে দময়ন্তীকে পণ রাখিয়া পণ কর; আমি দময়ন্তীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিব।"

নয়নে অশ্রু, লজ্জায় অধোমুখ, ক্রোধে সর্ব্বশরীর কম্পবান; নল রাজার তখন এইরূপ ভাব। বিষাদে পরিম্লান হইয়া, কম্পিত-চরণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ক্রীড়াগার হইতে তিনি বহির্গত হইলেন; এক বস্ত্র পরিধান করিয়া দীনবেশে অধোবদনে রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অশ্রুমতী দময়ন্তী অচিরাৎ এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ গোচর করিয়া, মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র মলিন বসনে আবৃতাঙ্গী হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, ক্ষণেকের মধ্যেই রাজ্য-ত্যাগী, গৃহ-ত্যাগী, পতিদেবতার অনুবর্ত্তিনী। রাত্রিকালে উভয়ে নির্ব্বাসিত দম্পতি সেই নগর প্রান্তে এক দরিদ্রের কুটীরে অতি কষ্টে অবস্থান করিলেন।

গ্রহ যখন বিগুণ হয়, তখন বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। নল-দময়ন্তী নগর মধ্যে নিশাযাপন করিয়াছেন, চরমুখে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া, দুঃশিল নব নরপতি পুষ্কর তৎক্ষণাৎ রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, "তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে কেহ নলরাজাকে আশ্রয় দিবে, তিনি তাহার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবেন।

ঐরূপ রাজ ঘোষণা প্রচার হওয়াতে রাজ্যবাসী প্রজারা কেহই তার নল রাজাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিল না; সকলেই কাতর হইল, ক্রন্দন করিল, অনুগামী হইতে চাহিল, ধর্ম্ম পথগামী প্রিয়ম্বদ নৃপতি নল সুমিষ্ট বচনে তাহা-দিগকে প্রবোধ প্রদান করিয়া, প্রিয়ম্বদা দময়ন্তীর সহিত নিজ রাজ্যের সীমা হইতে বহির্গত হইলেন। কোথায় যাইবেন? লোকালয়ে প্রবেশ করিতে আর

তাঁহার ইচ্ছা হইল না; স্থির হইল, বনবাস। ধর্ম্মপ্রাণ প্রজা রঞ্জক রাজ্যেশ্বর এখন বনবাসী, ধর্ম্মপ্রাণা সর্ব্ব মঙ্গলালয়া রাজরাণী এখন বনবাসিনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

নল দময়ন্তীর বনবাস। পরিধান এক এক খণ্ড মলিন বসন! বনবাসে কত ক্লেশ। বনবাসী ঋষি সন্ন্যাসী তাহা অনুভব করেন না, কিন্তু যাঁহারা জন্মা-বধি চিরদিন সুখভোগে লালিত পালিত, বনবাস ক্লেশ তাঁহারাই বিশেষরূপে অনুভব করেন; এই নিত্য বাক্যের বিপরীত দৃষ্টান্ত নল দময়ন্তীতে বিদ্যমান। অতি আশ্চর্য্য! রাজ্য ধন গিয়াছে, সুখ ভোগ গিয়াছে, পুত্র কন্যা পর গৃহে কষ্টের অবধি নাই, অথচ নল-দময়ন্তীর মুখমণ্ডল সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল। সেই মুখ দু'খানি বিজন বন মধ্যে ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করে। পতিসেবা নারীজাতির পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্ম পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ সৎ পুরুষের পরম ধর্ম্ম। বনবাসে ফলমূল ভক্ষণ, ভূতলে তৃণাসনে শয়ন, স্বজনগণ পরিবর্জ্জন, এই সকল কষ্ট নল-দময়ন্তী সমভাবে সহ্য করিতেছেন। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের প্রকৃত হেতু কি? হেতু এই ধর্ম্মব্রত নলরাজের পার্শ্বে ধর্ম্মচারিণী দময়ন্তী, পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা দময়ন্তীর পার্শ্বে নল রাজা। বনবাসে নলের নিত্য সঙ্গিনী দময়ন্তী, পতিব্রতা দময়ন্তীর নিত্য সঙ্গী পতিদেবতা নলরাজা! নির্ব্বাসনের মহা দুঃখেও তাঁহারা সুখী; মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দময়ন্তী সর্ব্বক্ষণ পরম যত্নে পতিসেবা করেন, কায়মনোবাক্যে নলরাজাও বনবাসিনী ধর্ম্ম পত্নীর চিত্তরঞ্জন করেন, এই সুখেই তাঁহারা মহা সুখী।

ক্রমশই দিন গত হইতে লাগিল। মহাকষ্টে কষ্ট বোধ না করিয়া নল-দময়ন্তী নিবিড় অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। একদিন নল-দময়ন্তী একস্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময় অতি সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট এক ঝাঁক পক্ষী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া নানা ভঙ্গিতে ক্রীড়া আরম্ভ করিল; সেই সুন্দর পক্ষীগুলিকে ধরিবার অভিলাষে নলরাজা আপন পরিহিত বস্ত্রখানি উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাদের গাত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন; মায়াবী বিহঙ্গদল সেই বস্ত্রখানি পৃষ্ঠে লইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল; উড়িতে উড়িতে বলিয়া গেল, "মহারাজ, আমরা পক্ষী নহি! যে সকল অক্ষ লইয়া তুমি পুষ্করের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, আমরা দ্বাপরাশ্রিত সেই সকল অক্ষসারি; পক্ষী-রূপ ধারণ করিয়া তোমার বস্ত্র হরণ করিলাম।"

নল-রাজার মনে মহাবিস্ময়; মহাবিস্ময়ে দময়ন্তীও যেন মোহ প্রাপ্তা। মতান্তরে কথিত আছে, পক্ষী কর্ত্তৃক বস্ত্র হরণের পূর্ব্বে একদিন, নলরাজা এক জলাশয় হইতে একটি শকুল মৎস্য ধরিয়া আনিয়া ছিলেন; রন্ধন করিবার পাত্রাদি ছিল না, বৃক্ষের শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিয়া দময়ন্তী সেই মৎস্যটি দগ্ধ করেন, পতি আহার করিবেন, পতি প্রাণা সতীর মনে কতই আনন্দ; দগ্ধ করিবার পর গাত্রের ভস্মাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত তিনি সেই মৎস্যটি জলাশয়ে লইয়া যান; অল্প জলে জীবন প্রাপ্ত হইয়া সেই দগ্ধ মৎস্য গভীর জলে পলায়ন করিয়াছিল। গ্রহ বৈগুণ্যে, প্রবল প্রতাপ কলির ছলনে কতস্থানে কত প্রকার অস্বাভাবিক অনর্থ সংঘটিত হয়, দগ্ধ মৎস্যের পলায়ন তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পক্ষী কর্ত্তৃক বস্ত্র হরণের পর কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও এইস্থানে বলিতে হইতেছে। নলরাজা উলঙ্গ (বিবস্ত্র) দ্বিতীয় বস্ত্র নাই; সতী মুক্ত নেত্রে পতির উলঙ্গ (এই) মূর্ত্তি দর্শন করিতে প্রাণে ব্যথা পান, অতএব নিজের পরিহিত বসনের অর্দ্ধাংশ পতির কটিদেশে বেষ্টন করিয়া, উভয়ে এক বস্ত্রে সংযুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। তাহাতেও দময়ন্তীর আনন্দ। সে আনন্দের কারণ কি? পতির মতিভ্রম ঘটিয়াছে, অসহ্য কষ্টে পতি যদি একাকী অন্যত্রে চলিয়া যান; এক বস্ত্রে আবদ্ধ থাকিলে পলাইতে পারিবেন না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ!

এক বস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজ-দম্পতি বনে বনে পরিভ্রমণ করেন, মনে মনে কি ভাবিয়া রাজা মধ্যে মধ্যে কথারচ্ছলে রাণীকে বলেন, "প্রিয়ে! এই পথ দিয়া ঐ দিকে গেলে বিদর্ভ নগরে যাওয়া যায়।" ক্রমাগত কয়েক দিন পতি মুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সতী একদিন তাঁহাকে বলেন, "নাথ! অভাগিনীকে অনাথিনী করিয়া পরিত্যাগ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হইয়াছে?"

রাজা তাহাতে এই উত্তর দেন যে, "প্রাণেশ্বরি! তোমারে কি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি? বিবাহ সভায় ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি- জীবন থাকিতে বিচ্ছেদ হইবে না; আমার সে প্রতিজ্ঞা কি তোমার মনে নাই?" পতির মুখপানে চাহিয়া কাতরে মৃদু বচনে দময়ন্তী বলেন, "প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই, কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটাইবার ইচ্ছা যদি তোমার মনে না থাকে, তবে বারম্বার আমাকে আমার পিত্রালয়ের পথ নির্দ্দেশ কর কি জন্য?" অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া নল রাজা সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলেন।

ক্রমশঃ।

ঝড়ের মাঝে।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

ভাঙ্গা কুটি আজ ছেড়ে দিয়ে তোরা,
এই ঝড়ের মাঝেতে দাঁড়া;
ছেঁড়া ধড়া যদি তাই পরে' আয়,
কেন মিছে—কাঁড়া আকাঁড়া?
ধূলা হ'য়ে যাক্ ধূলির কুটির
বিশ্ব মাটিতে মিশিয়া;
এক ঝঞ্ঝায় খসিয়া যাউক্
যাউক্ যাউক্ পিষিয়া!
চেয়ে দেখ্ ওরে কি ঝড় উঠেছে—
যেতেছে পাখীরা উড়িয়া;
উপাড়ি পড়েছে উচ্চ পাদপ—
গিয়েছে কুলায় চুরিয়া।
কবির পরাণে রুদ্রের বীণা
বাজিয়া উঠেছে রুদ্রতালে,
ক্ষুদ্র আলয় ত্যজিয়া ছুটেছে
মহা তুফাণের উগ্রকালে।
তোদের মাঝারে যোগ দিব আজ,
তোদের ভূষায় শোভিব;
ছেঁড়া চীর তাই, পরিবারে চাই,
তাতেই প্রভাব লভিব।
আয় তোরা আয়, কবির বীণায়
সুর নিয়ে আয় সব,
মহা ঝটিকায় মিলে চল্ ভাগে
করে' রুদ্র কলরব।
কবির চিত্তেও উঠিয়াছে ঝড়—
নীড় বিরাগী কবির মন,

ওরে অসহায় তোদেরি প্রায়
অনন্তে উধাও প্রতিক্ষণ।
নিশুতে জাগাতে চায় কবি আজ,
বিশ্বে দিবারে চেতনা,
ঝঞ্ঝা মিলনে আহ্বান দিতে,
অখিলে করিতে উন্মনা ;
বাহিরের পথে করিতে বাহির,
পাইতে প্রাণের সাড়া।
ভাঙ্গা কুটী আজ ছেড়ে দিয়ে তোরা,
ঝড়ের মাঝেতে দাঁড়া॥

সমালোচনা।

রয়েল অক্‌সান ব্রিজ। (Royal auction brindge) শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, ৭ নং গুরুপ্রসাদ লেন হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানি আগাগোড়া পড়িলাম, আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। বইখানির কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। লেখকের বঙ্গ ভাষায় বেশ হাত আছে, বইখানি টানিয়া টুনিয়া লেখা নয়, ভাষা বেশ ঝর্‌ঝরে।

আমাদের দেশে নাটক নভেল, চিকিৎসা, কবিতা, গান ইত্যাদি অনেক পুস্তকেরই প্রচলন আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ একখানি মনোরম ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। লেখক আমাদের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে বিশেষ জায়গায় রেখাঙ্কন করিয়া খেলিবার উপায়, বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকখানির প্রথম পরিচ্ছেদের 'পরিচয়' হইতে সুত্রপাত করিয়া, প্রত্যেক পরিচ্ছেদই স্তরে স্তরে উত্তরোত্তর এরূপ উঠিয়াছে যে, তাস ক্রীড়ায় (অবশ্য "ব্রীজ" খেলায়) একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিও এ খেলা বেশ শিখিতে পারিবেন। এবং দুই চারি বার অভ্যাস করিয়া লইলেই তাঁহার এ খেলায় বেশ হাত হইবে।

অনেক যুবক-যুবতী অন্যান্য তাস ক্রীড়া অবগত আছেন, কিন্তু এ খেলায় সম্যক পারদর্শী নহেন, এবং আমি যতদূর অবগত আছি, তাঁহারা "ব্রীজ" খেলিতে পারেন না, বলিয়া দুঃখ করেন। আমি তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িয়া, খেলা অভ্যাস করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীহরিধন মিত্র।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲০ ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩১শ. বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩২. [১ম, সংখ্যা

১।	নব-বর্ষ		১
২।	রুদ্র-ভক্ত	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	[illegible]
৩।	নবরশ্মি	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু	[illegible]
৪।	সাগরের ডাক	শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]
৫।	মানস-কমল	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. বি.	[illegible]
৬।	সমালোচনা	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়	[illegible]

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র.

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 14-7-2[illegible]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

[illegible]

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৭ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1333.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible]

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হবে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

মূল্য এক টাকা।
ডাকমাশুল [illegible]

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "জবাকুসুম"
টেলিফোন নং : [illegible]

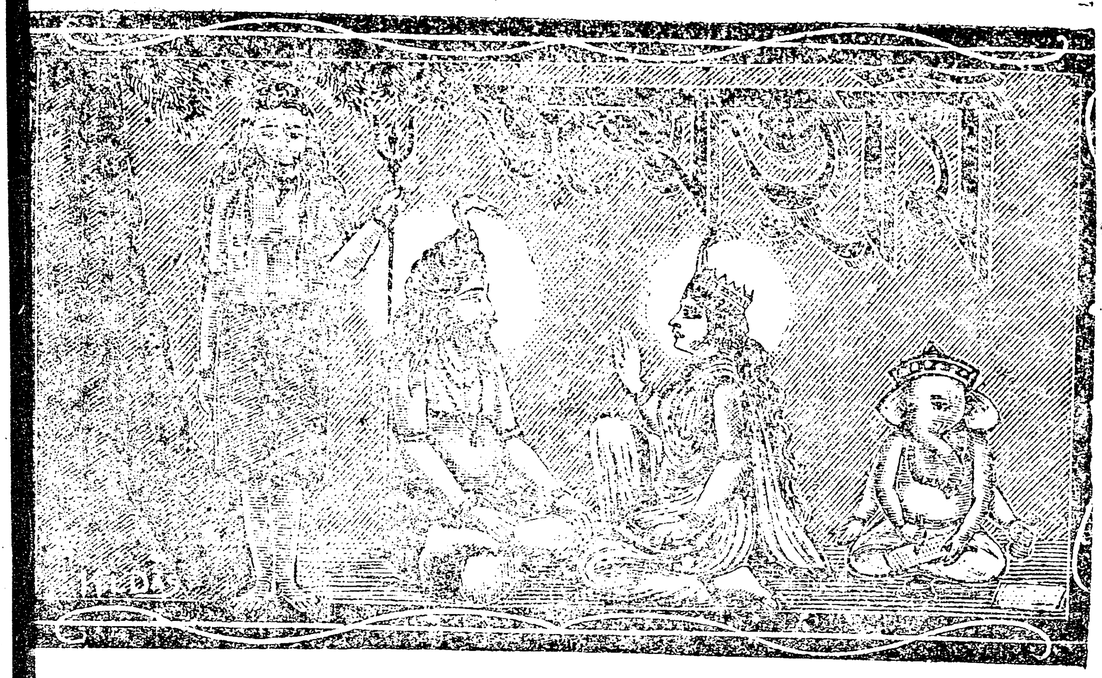

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩১শ, বর্ষ। ১৩৩২ সাল, বৈশাখ। ১ম, সংখ্যা।

নব-বর্ষ।

মহাকালের বিধানে আর একটি বৎসর অতীত-কাল সাগরে বিলীন হইল। ১৩৩১ সাল, অনন্ত-কাল গর্ভে লুপ্ত। ১৩৩২ সাল কাল-তরঙ্গে উত্থিত। পুরাতন-বর্ষের তিরোধান, নব-বর্ষের আবির্ভাব, এমনই যুগ-যুগান্ত-কাল চলিয়া আসিতেছে; মহাকালের কালদণ্ড এমনই অবিচ্ছিন্নরূপেই প্রবাহিত হইতেছে; নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল সংসারের নিত্য কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; কে তাহার ইয়ত্তা করে?

হিন্দু ধর্ম্ম-নীতি সমাজ ও সাহিত্যের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে ১২৯৭ সালের পৌষ মাসে "বঙ্গবাসী" সংবাদ পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যোগে "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করে। তৎকালে বঙ্গে সুলভে সচিত্র-মাসিক-পত্রিকার একান্ত অভাব ছিল, জন্মভূমি মাসিক-পত্রিকার আবি-

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কত গুলি মাসিক-পত্রিকার আবির্ভাব ও তিরোধান হইয়াছে,—কেহ তাহার হিসাব রাখেন কি? কয়জন সার্থক কর্ম্মী এই কাল-তরঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম-নীতি-সমাজ সাহিত্যের সেবায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দীর্ঘকাল আত্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন?

১৩৩১ সাল, চিরদিনের মত চলিয়া গেল। ১৩৩২ সাল শুভাগমন করিল। বর্ত্তমান বর্ষের ভাবি ফল সুখের কি দুঃখের হইবে, তাহা ভাগ্য বিধাতাই জানেন, মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর।

আমাদের বিশ্বাস সুখ-দুঃখ ভোগ প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ম্মফল মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন.—"কর্ম্মির পক্ষে কর্ম্মই স্বায়ত্ত, কর্ম্মফলে কোন কর্ম্মির অধিকার নাই।" কারণ, কর্ম্মফল অনন্ত পারম্পর্য্যের বিকাশ বিশেষ মাত্র। মানুষ সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন পুরুষাকারের পরিচয় দিতে পারে নাই, যাহাতে অনন্ত কর্ম্মশৃঙ্খলার উপর তাহার প্রাধান্য বা ইচ্ছা শক্তির বিস্তার করিতে পারিয়াছে। সুতরাং সুখ-দুঃখ অদৃষ্টের অধীন।

অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। যদি পারি ত কূঠার ন্যায় অনাদি অনন্ত বিরাট কালস্রোতে ভাসিয়া যাইব। বৃথা অহঙ্কারের বিস্তার করিয়া নিত্য নূতন অপূর্ব্ব দুঃখের ব্রণে জীবাত্মাকে পীড়িত করিব না।

প্রত্যেক মনুষ্যের ভাগ্যের যেমন বিকাশ হয়, মনুষ্য-সমষ্টী ও মনুষ্য-সমাজের তেমনি ভাগ্যের পরীক্ষা আছে। আমাদের ভাগ্যে ভাগ্য-বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ঘটিবে।

ভক্ত কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"হেথা সেথা বেড়াওরে মন বিধিলিপি কপাল জোড়া;
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র শ্যামা মা কেবল হেমের ঘড়া।"

কথাটা আপ্ত বাক্যের ন্যায় সত্য, কেননা,—ভক্ত মুখকমল নিসৃত টাকা বা ঐশ্বর্য্য প্রকৃত সাধনার সামগ্রী নহে, সাধনার গৌণ ফলমাত্র। জীবের একমাত্র সাধ্য শ্যামা বা ইষ্ট-দেবতা। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে টাকা আপনি আসিবে। ভারতবাসী বাঙ্গালী এ সাধনায় কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৩৩১ সাল বৃথাই গিয়াছে।

তবে সৌভাগ্য সঞ্চয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। ব্রাহ্মণ সভা, হিন্দু সভা প্রভৃতি হিন্দু নামের মাহমা বুঝিতে পারিতেছেন। শিক্ষিত ভারতবাসী বাঙ্গালী সমাজ আর ব্রাহ্ম হইতে চাহেন না, খৃষ্টান হয় না, হিন্দু হইতে চাহে। প্রকৃত হিন্দুর অনুষ্ঠানে ও

শুদ্ধাচারে সংযমে থাকিবার সামর্থ্য না থাকিলেও বাঙ্গালী হিন্দু হইতে চাহে। বিবাহে ও শালগ্রামশীলার আদর করে, জাতীয় মর্য্যাদা বুদ্ধির পুষ্টি করিবার চেষ্টা করে, জাতীয় ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি করিতে উদ্‌যোগী হয়। ইংরাজী শিক্ষিত পাশ্চাত্যভাবযুত বাঙ্গালী খাঁটী বাঙ্গালী হইবার উদ্দেশে এখন সাধন পরায়ণ হইতেছে। সৌভাগ্যের লক্ষণ ইহাই ত। শিশু দাঁড়াইতে শিখিবার পূর্ব্বে কতবার পড়ে, চিররোগী—আরোগ্য লাভ করিলে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টায় কতবার টলিয়া পড়ে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর দু-একবার হোঁচট্ খাইয়া পড়িবে না? হিন্দু হইবার উদ্দেশ্যে যে পড়িয়া যাইতে পারিতেছে, ইহাইত সৌভাগ্যের লক্ষণ। হিন্দুয়ানীর দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যতই তীব্রতর হইবে, ততই আমরা ভাবী সৌভাগ্যের ঊষা-বিকাশ দেখিতে পাইব। ততই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে।

নববর্ষের আহ্বান করিবার পূর্ব্বে গত বর্ষের অনেক কথা মনে পড়ে। ঘটনার আবৃত্তি করিতে নাই। তবে ঘটনা ফলের হিসাব রাখিতে হয়। ঘটনাফলের হিসাব করিয়া বুঝিলাম, হিন্দুয়ানীর প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জাতীয় মর্য্যাদা-বুদ্ধি দিনে দিনে তীব্রতর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা শুভলক্ষণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি অঘটন ঘটাইতে পারেন, যাঁহার ইচ্ছায় সব হইতেছে, যিনি আমাদের সর্ব্বস্ব—সেই জননী জন্মভূমি, জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী জগদম্বার শ্রীচরণে করযোড়ে আজ আমাদের এই প্রার্থনা যে, মা! আমরা যেন মায়ের নাম না ভুলি, আমরা যেন মায়ের ছেলে হইতে পারি, আমরা যেন তোমা ছাড়া এক মুহূর্ত্তের জন্য মায়ের নাম না ভুলি,—মা জগদম্বা আমাদের মঙ্গল করুন। নববর্ষের যথাযোগ্য নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া পুনরায় আমরা আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে মা জগদম্বার আশীর্ব্বাদ এবং গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের শুভ ইচ্ছাই আমাদের সম্বল।

ছত্র-ভঙ্গ।

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেব-মন্দির।

(সন্ধ্যাকাল-অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত)

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। সর্ব্বভুক সর্ব্বস্থচি দেব বৈশ্বানর—
সপ্তদশ অহর্নিশি সংকল্প করিয়া,—
তব মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া নিরাহারে
পূজিতেছি কায়মনে আমি অভাগিনী।
দ্রুপদ নন্দিনী মোরে বলে সর্ব্বজনে ;
অযোনী-সম্ভবা দাসী—তব-অঙ্গ হতে
উদ্ভব পাঞ্চালী পাঞ্চালের যজ্ঞশালে।
সব জান তুমি পিত! তোমার তনয়া ;
কায়মন বাক্যে থাকে তব পদে মতি ;
যদি মম নিষ্পাপ অন্তর-বৈশ্বানর—
তমগুণে সংহারি সংহার লোচন,
পাবক প্রলয় বহ্নি দেব দীপ্তমান,
ভগবান লহ পূজা প্রসন্ন অন্তরে।
অন্তর্যামী তুমি দেব দেখ অন্তস্থল,
আর অভিলাষ কিছু নাহি এ হৃদয়ে ;
পতি পুত্র রাজ্যধন বৈভব সম্পদ,
যার তরে তপ জপ সদা লোকে করে,
তব বরে এ সংসারে সকলি লভেছি।
যাচি পদে এক মাত্র বর—
অহঙ্কারে মত্ত মূঢ় পাপী দুর্য্যোধন,

সহ শকুনী দুর্ম্মতি কর্ণ দুরাশয়,
কৌরব সভায় মোরে কৈল অপমান ;
হতজ্ঞান দুঃশাসন স্পর্শিল আমারে ;
রজঃস্বলা যবে, নিল কেশে ধরি বলে
এক বস্ত্রা সভাতলে, উন্মত্ত কৌরব
চাহে বাস করিতে মোচন, উপহাস
করে কর্ণ দুর্য্যোধন, সেই অপমান
দহিছে হৃদয় নিত্য তুষানল প্রায় ;
সেই দিন হতে
না বেঁধেছি কেশ, নাহি অন্য সুখ আশ,
শত্রু নাশ প্রতিহিংসা হৃদে স্তরে স্তরে
দহিছে দারুণ দাহে ; দেহ বর পিতঃ!
আজি রণে সেই সব দুষ্ট হোক হত,
শত্রুরক্তে হৃদানল হোক নির্ব্বাপিত ;
আর বর বিভাবসু না চাহি তোমারে,
যাজ্ঞসেনী পূর্ণাহুতি দিল তব পদে।

দৈববাণী। পতিব্রতা পণ কদা ব্যর্থ নাহি হয়,
সুপ্রসন্ন বৈশ্বানর তব আরাধনে ;
কোপমনে আজি মহারণে,
প্রলয় প্রতাপে রুদ্ররোষ
বিপুল কৌরব কুল কৈলা ভস্ম প্রায়।
কালি হেন কালে কুরুরায়,
সতী অপমান পাপে, ভীম গদাঘাতে
লুটাইবে ধরণী শয়নে। সুলোচনে!
তব তপে সন্তাপিত অমর মণ্ডল।
সফলা তোমার বাঞ্ছা, বরসিদ্ধা তুমি।
যাও সতি নিজ কার্য্যে সানন্দ অন্তরে।

সখি। শুনিলা কি রাজেন্দ্রানি দেবের সংবাদ ?
চল তবে, তব প্রতি প্রসন্ন অমর।
শুননি কি—হাহাকারে বহুক্ষণ হতে

নাদিছে কৌরব সেনা ?

দ্রৌপদী। কেমনে জানিব—
আছিনু মগন ধ্যানে।

সখ। শুন স্থির কর্ণে,—
আবার সে হাহারব উঠিছে সঘনে
ভেদিয়া পাণ্ডব জয়ধ্বনি কোলাহল ;
বুঝি বা নির্ম্মূল আজি বিপক্ষ বাহিনা।
অই শুন পাণ্ডবের জয়ধ্বনি উঠে।

দ্রৌপদী। দিবা অবসান প্রায়,—বিশাল অম্বর
ধূসর অঞ্চলে ঢাকি আসিছে যামিনী।
জান দেখি পার যদি রণের বারতা।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

সখি। হের, হেথা আগুয়ান পাণ্ডব প্রধান।

দ্রৌপদী। মহারাজ ! অস্ত্রানলে দগ্ধ তব তনু,
ক্ষত মুখে শতধারে বহিছে রুধির,
অধীর পদ চালন,—না যুয়ায় কভু
যাইবারে শিবির বাহিরে।

যুধি। হায় দেবি,
কি কুক্ষণে রাজসূয় কৈনু আরম্ভন !
আয়োজনে, মগধ রাজন মহাতেজা
হইল নিধন মোর তরে ;
সমাপন কালে চেদীশ্বর শিশুপালে
বিনাশিলা যদুবীর ; নৃপতি রুধির
রাজসূয় যজ্ঞ অগ্নি করিল নির্ব্বাণ।
কুরুক্ষেত্রে, ক্ষত্রমেধ যজ্ঞ হুতাশন,
পাণ্ডব শোণিত বিনা কভু,—
ভাবি চিতে,—নাহি হবে নির্ব্বাপিত।
ধিক যুধিষ্ঠির নামে !
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে, পীড়ি বাক্য বাণে,
প্রেরিনু দুর্গম রণে,—না পাই সংবাদ।

অই শুন সতি,
মুহুর্মুহু ভীষণ নিনাদ জয়াহ্লাদ
উন্মাদ আরাবে উঠিছে অম্বর ছাদে ;
নাহি জানি কে জিনিল কে হারিল আজি।
দুস্তর সাগর সম কৌরবের দল ;
তিমিঙ্গিল সম তাহে কর্ণ মহাবল ;
দুর্ম্মদ সমর কৃতী সেনানী প্রধান,
আগুয়ান জয়োল্লাসে দ্বৈরথ সংগ্রামে।
ভীমার্জ্জুন কলেবর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ,
কেলি রণ অকূল পাথারে
কেমনে শিবিরে রহি স্থির।

দ্রৌপদী। মহারাজ ! না হ'ন অধীর,
যাদব প্রবির—
চক্রধারী অকূলে কাণ্ডারী :
পাচান ধরিয়া হাতে অর্জ্জুনের রথে।
মুরারী মধুসূদন আপনি সারথি,
তাহে দেবরাজ সহ অমর সমাজ
সদা চিন্তে পাণ্ডব মঙ্গল—
হেন মহাবল কেবা এ ভুবনে
জিনে নর-নারায়ণে দ্বৈরথ সংগ্রামে।
অই শুন "জয় পাণ্ডবের জয়" নাদ
লম্ফে লম্ফে লঙ্ঘিয়া অম্বর
ধাইছে শিবির পানে, ক্রমে স্ফুটতর—
হের অগ্রসর হেথা দ্বিতীয় পাণ্ডব—
উল্লাস উৎফুল্ল কায় শোণিত রঞ্জিত—
ধূম হীন হুতাশন পুনঃ যেন আজি
দহিয়া খাণ্ডব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়।

নেপথ্যে। জয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ভারত ঈশ্বর।

(ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। জয় পাণ্ডবের নাথ প্রণমি চরণে,

আজি মহাহবে দেব প্রতিজ্ঞা আমার
অর্দ্ধ পূর্ণ—ক্ষত্রিয় সমাজ মাঝে রণে,
চির বৈরী দুঃশাসন হৃদয় বিদারি—
খরোষ্ণ রুধির ধারা সুধার সমান
পান করি জুড়াইনু শোণিত পিপাসা—
রণ আশা না মিটিল—সংগ্রাম ত্যজিয়া
ভঙ্গ দিল কুরু কুলাধম—
আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
কালদণ্ড সম এই গদার প্রহারে
চূর্ণ শির লুটাইল সংগ্রাম মাঝারে।
আকুল কুরঙ্গ যথা দাব দগ্ধ বনে
ছিন্ন ভিন্ন কুরুদল—
কৌরব ভরসা সুতপুত্র মহাবল,
প্রিয় পুত্র মহারথী বৃষসেন সাথে,
মহামত্ত গজরাজ করভ সংহতি
কেশরী সমরে যথা মহারণ্য মাঝে—
রথীন্দ্র কুলের শ্রেষ্ঠ গাণ্ডিবীর শরে
নির্ভিন্ন মস্তক পড়ি যায় গড়াগড়ি।

দ্রৌপদী। ধন্য সখা যাদবেন্দ্র দেব নারায়ণ!
ধন্য নরসিংহ পার্থ পাণ্ডব কিরিটী!
ধন্য ধন্য ধন্য নাথ তোমার প্রতাপ!
পাঞ্চালীর হৃদয়ের তাপ
তোমা বিনে কে আর বারিবে;
কে বর্ণিবে কত ঋণে ঋণী
চির দিন যাজ্ঞসেনী তোমার কৃপায়।

যুধি। ধন্য কৃষ্ণার্জ্জুন পুরাতন পুরুষ প্রধান,
ধন্য ভাই তব বাহুবল,
তব প্রেম অক্ষয় আমাতে—
আয় ভীম বহুদিন পরে
করি আলিঙ্গন তোরে—

হারে মোর তরে চির হতভাগ্য আমি,—
কত যে সয়েছ তোমা সবে
নীরবে হৃদয় দহে,
বাল্যকালে হারাইনু পিতা,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পালিতে নারিনু কনিষ্ঠেরে—
রাজার তনয় ভিক্ষা তরে দীন দ্বারে
ফিরিলি আমার লাগি,—
রাজ্য ত্যাগী মোর পণে গহন কাননে
ভ্রমিলিরে কিরাতের প্রায়,
এবে প্রাণ নাশি দারুণ অরির অস্ত্রঘায়
শতধারে সর্ব্বগায় বহিছে রুধির,
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ কেন নাহি জানি
হায় ভীম জ্যেষ্ঠ ভাই না পাইনু আমি
হতভাগ্য ভ্রাতা যুধিষ্ঠির।

ভীম। মহারাজ হউন যুধিষ্ঠির
এই শরাঘাতে কুরুশির
যতদিন নাহি পারি পাড়িতে ধরায়,
অনুজ তোমার চির অনুগত পদে—
না জানিবে ভোগ সুখ বিলাস বাসনা,—
সতী যাজ্ঞসেনী হয়ে পাণ্ডব গৃহিণী
সিংহের রমণী
সহিয়াছ অপমান শৃগালের স্থানে;
পঞ্চগোটা স্বামী বিদ্যমানে
ধরিল তোমার কেশে সেই দুরাচার,
রুধিরে তাহার রঞ্জিত যুগল পাণি
রাজার সদনে মম প্রতিজ্ঞা পালনে
দেহ অনুমতি সহি বাঁধি তব বেণী

(বেণী বন্ধন)

লজ্জা নাহি দেহ সুলোচনে! হেন কালে
কালি কুরু কুলাধমে

উরু ভাঙ্গি পাড়ি রণে
তপস্বিনী বেশ তব ঘুচাব নিশ্চয়।

যুধি। আগুবাড়ি চল সতি চল বৃকোদর,
ভেটিব মাধব সহ ভাই গাণ্ডিবীরে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির কক্ষ।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী।

ভীম। হের আর্য্য হের হোথা পাণ্ডব ঈশ্বরী।
যথা মহাশক্তিধর পার্ব্বতী তনয়,
কার্ত্তিকেয় অমর সেনানী—
বিনাশি তারকাশূরে ফিরিলা অমর পুরে—
হের শচীপতি প্রতিম প্রতাপ পার্থ—
রুদ্র পরাক্রমে বিনাশিয়া বৈকর্ত্তনে,
শ্রীকৃষ্ণ সংহতি—
সহদেব নকুল পশ্চাৎ অনুগামি
ধীরগতি ফিরিছে শিবিরে।
হের চারিভিতে মহারথিগণে
স্তুতি গানে তুষিছে রথীন্দ্রে
বীরবৃন্দে বন্দি সম বন্দিছে কেশবে,—
তুষ্ট স্তবে দেব নারায়ণ
উৎফুল্ল নয়নে স্নেহে,
চাহিছেন মুহু মুহু অর্জ্জুনের পানে।

দ্রৌপদী। হেরি হায় বিদরে হৃদয়,
দারুণ বিশিখ জালে বিবর্ণ বিকল
বরবপু, বামকরে গাণ্ডিব কার্ম্ম ক

ধরিছে অযত্নে যেন—
দক্ষ হস্ত শিথিল অসাড়
আরোপিত মাধবের স্কন্ধোপরি ;
হরি হরি কোথায় কিরিট
সর্ব্বগায় বহিছে রুধির
অস্থির স্খলিত পদক্ষেপ।

নেপথ্যে। জয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ভারত ঈশ্বর।

(শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। জয় জয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারি
দুরাচারি দুর্ম্মতি অরাতি কুল তব
হইল নির্ম্মূল প্রায় আজিকার রণে।
কত গুণে পুণ্যে রাজা লভেছ সংসারে
হেন সহোদরগণে।
জপ তপ অক্ষয় তোমার—
নহে দেব অবতার রথীকুল চূড়া
মহাসত্ত্বা সূতপুত্র পড়ে কি সমরে,
ধন্য ক্ষত্র ক্ষত্রকুলে গাণ্ডিবী বিজয়
তুষ্ট মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যার সনে।

যুধি। ধন্য বৃষ্ণিবীর ধন্য ভাই ধনঞ্জয়,—
নর ঋষি দেব নারায়ণ,
যুগে যুগে দোঁহে
ভূভার হরণ কারণ মানব দেহ ধারী,
পুরাণ পুরুষ পূর্ণ প্রেম,—
দুর্জ্জন পীড়ন ধর্ম্মের রক্ষণ
সংসার পালন দেব প্রিয়,
পুরুষ প্রধান উক্ত বেদের বচনে ;
অকিঞ্চনে
অপার করুণা তব করুণা নিধান
ভব ত্রাণ অকূলে কাণ্ডারী—
পাতালে বলির দ্বারি

দর্পহারি লঙ্কার দুয়ারে—
দীনবন্ধু, প্রেমখেলা কে বুঝে তোমার—
দুর্গম দুস্তর কুরুক্ষেত্র মহারণে
প্রেমের পাঁচনি লয়ে করে ;
চালাইলা অর্জ্জুনের হয় দয়াময়
পাণ্ডব বান্ধব আজি ;
তব কৃপাগুণে ভারতের সিংহাসনে
একছত্রা নরপতি পাণ্ডব প্রধান।
জনার্দ্দন
তোমার মহিমা আমি কি বর্ণিব
ভাবে ভোলা হর পঞ্চানন
তব প্রেম কীর্ত্তন গাইয়ে পঞ্চাননে ;
বিশ্বরূপ অপরূপ দেব লীলা তব ;
প্রেমে মোহিনী সাজিলা যতীন্দ্রে মোহিলা
দিলা অর্দ্ধ অঙ্গ দিগম্বরে—
হীন মতি নরে ঘোর মায়ার সংসারে
মুক্তকর নারায়ণ এই আকিঞ্চন।
রাজ্য ধন সর্ব্বস্ব আমার
তব প্রেমাধার
চরণ যুগল হে মুরারী
কহ শুনি ভাই ধনঞ্জয়—
ভাগ্যবান আমি তোমা হেন ভ্রাতৃধনে,
কহ ভাই !
যাহার বিক্রমে দেবাশূর শশঙ্কিত,
বিত্রাসিত রাজেন্দ্র মণ্ডল,
সর্ব্ব অস্ত্রবেত্তা সূত পুত্র মহাবল
ভার্গবের প্রিয় শিষ্য প্রচণ্ড প্রতাপ
দাপে যার সাত্যকী প্রমুখ রথীগণে
ভঙ্গ দিলা রণরঙ্গে—
চতুরঙ্গ বাহিনী আমার

তুলা সম ভস্মরাশি যার অস্ত্রানলে
মহা অস্ত্র-যুদ্ধে রণস্থলে
পাইলাম পরাজয় জীবন সংশয়—
যার বাণে, কহ ভাই কোন অস্ত্র বলে
হইল বিনাশ হেন কর্ণ মহারথি।
অর্জ্জুন। শিবদাতা শিবশূল পাণি
সহ ভদ্রকালী কেশরী বাহিনী
চিন্তে দেব মঙ্গল তোমার,—
হেন ধনুশর কেবা ধরে ত্রিভুবনে
গাণ্ডিবধারি অর্জ্জুনে নিবারে সংগ্রামে ?
প্রেমগুণে চক্রপাণি সারথি যাহার
কোন ভার তার জিনিবারে রণে—
কর্ণ হেন মানব রথীরে ?
ভারতের নৃপতি সমাজ ধর্ম্মজ্ঞানে
ধর্ম্ম অধিকারি বলি তোমায় বাখানে,
মহাক্রতু রাজসূয় সমাপনে, মিলি
ত্রিভুবনে ভারতের সিংহাসনে তোমা
ধর্ম্মরাজ চক্রবর্ত্তি বলিয়া বন্দিল।
পীড়িতা মেদিনী তোমার পালনে সুখি,
এ মানব যুগ
তব সত্য ধর্ম্মে ধন্য হইল মহাশয়।
দুরাশয় দেব দ্বেষী
দানব প্রতাপ ক্ষত্রগণে,
হইছে নির্ম্মূল নিত্য তোমারে হিংসিয়া।
চিরদিন প্রতিজ্ঞা আমার
প্রাণনাশি অস্ত্রাঘাতে সংগ্রাম ভিতরে
তব রক্তপাত করিবেক যেইজন,
দয়া ক্ষমা না বিচারি
সবংশে নিধন করিব তাহারে রাজা।
সে কারণে আজি উপরোধ ত্যজি

নাশি কর্ণে সূতপুত্র রথিকুল চূড়া।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয় সখি।
হের-হেথা কর্ণ রণে অক্ষয় শরীর
সখা মম সম্ভাসিছে তোমা।
কেনা জানে পৃথিবী মণ্ডলে
কেশব পাণ্ডব প্রেমে বিক্রীত শরীর!
রণযাত্রা কালে যতেক কহিলা মোরে,
পাণ্ডবের তরে ভুলি নাই পাণ্ডব ঘরণি,
এবে সত্যে মুক্ত সতি অর্জ্জুন সারথি।

দ্রৌপদী। দাসী প্রতি চিরদিন দয়া তব সম।
দয়াময় কৌরব সভায় অবলায়
করিলে হে লজ্জা নিবারণ।
বিপদ ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন তব নামে
দীনা আমি দুর্ব্বাসা পারণ করাইনু
বিজন কাননে দীননাথ—
এবে কুরুক্ষেত্র রণে পাণ্ডব মধ্যমে
কোন বড় ভার হরি হইবারে পার
ভব পার কাণ্ডারী সঙ্গের সাথি যার;
পাণ্ডব সারথি
সত্যে মুক্ত হ'তে চাহ, এ কোন্ ব্যাভার?
পদযুগ তরী তরীবার
রাখিব বাঁধিয়া ভক্তিডোরে, এ সংসারে
মোহ ঘোরে যতদিন নাহি পাই পার।

অর্জ্জুন। অবধান, হের দেবী অনুগত জনে
সতি অপমানে
সূতপুত্র রক্ত:স্রোত শুষিছে অবনী;
সুচারু হাসিনী!
লক্ষ বেন্ধা ব্রাহ্মণে কি পড়ে আজি মনে?

দ্রৌপদী। পড়ে মনে সকলি আমার,—
জটা ভার হেরিয়াছি শিরে,

বিভূতি ভূষিত অঙ্গ কমণ্ডলু করে
ভ্রমিতে কুরঙ্গ সনে গহন মাঝারে,
হেরিয়াছি বিলাস ভবনে
কস্তুরী চন্দনে চর্চ্চিত শ্যামল কায়,
প্রেমালাপে নিরব নিক্কণে
সুখের সময় বয়ে যায়,
হেরিয়াছি কৌরব সভায় হেঁটমুণ্ডে
সহিতে নীরবে অপমান হীন করে
নর্ত্তকের বেশে হায় বিরাটের ঘরে,
সব্যশাচি চিহ্ন আজানু লম্বিত ভুজে
ঢাকিয়াছ
অঙ্গদ বলয় আদি নারী অলঙ্কারে,
দীর্ঘ বেণী শিরে
রক্তবাসে আবরিত অস্ত্র লেখা কায়,
পড়ে মনে বৃহন্নলা ফিরিছে ভবনে
উত্তর গোগৃহ রণে জিনিয়া কৌরবে।
হেরি আজি
কর্ণ হন্তা কৌরব বিজয়ী ধনঞ্জয়—
শ্রমজল লোহে আদ্র অঙ্গের দুকুল
আকুল পাঞ্চালী প্রাণ কাঁদে উভরায়—
চির অভাগিনী হায় পাণ্ডব রমণী।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব অবতার পঞ্চ পাণ্ডব দুর্জ্জয়।
স্বামী তব জন্মভূমি ভার হরিবারে।
কোন ছার পাপী দুর্য্যোধন
খল শকুনি দুর্ম্মতি
কৌরব আশ্রয়গিরি কর্ণ বীর বিনা
যাবে তল একদিন রণে;
দুঃখ তব সখি নাহি বহুদিন আর।

সহ। ক্ষম দেবী একদিন তরে
সর্ব্ব অনর্থের মূল সুবল নন্দনে

নাশিবার ভার মোর,
হীন মতি কপট সমরি
এই ধরি নাহি পারি যায় পলাইয়া
মায়ার নিদান
দৈবন সংগ্রামে খল সম চিরদিন ;
কিন্তু কালি নাহিক নিস্তার
সমক্ষে সবার করিলাম অঙ্গিকার,
মারিব শকুনি মূঢ়ে পশুবৎ করি।
নাহি পারি বৃথা এ পাণ্ডব নাম ধরি,
হস্ত পদ স্কন্ধ মুণ্ড খণ্ড খণ্ড কাটি
ছড়াইব রণভূমে, দিব উপহার
শৃগাল কুক্কুর গৃধ্র মাংসলোভিগণে ;
চির বৈরী গান্ধার শোণিতে
নিভাইব শোক তব
ক্ষোভ তবে মিটিবে আমার।

দ্রৌপদী। অনুকুল দেবকুল করুণ সফল
পাণ্ডব প্রতিজ্ঞা কালি সংগ্রাম ভিতরে।

ভীম। হের পাণ্ডবের নাথ নকুল দুর্জ্জয়
রণজয়ী নমে রাজপদে ;
কর্ণের বৈমাত্র দীক্ষা কর্ণের সদনে,
চিত্রসেন সুসেন বিক্রমে মহাবল
সহ চতুরঙ্গ অঙ্গদল
এক রথে দলিলা সুরথি
সুতপুত্র দোঁহে নকুলের বাণে
বজ্রাহত ছিন্ন শির শালবৃক্ষ সম
লোটায় সংগ্রামে ঘোর
ভীরুজন ত্রাস ভয়ঙ্কর।

নকুল। পাণ্ডব ঈশ্বরী সতি তব কোপানলে
নিত্য পাণ্ডবের অরি দলে
পুড়িছে সলভ সম

ধর্ম্মে হিংসা তোমা নিন্দা যেই জন করে—
মারিব তাহারে এই দৃঢ় পণ মম।

দ্রৌপদী। অভাগিনী পার্শতির সন্তোষ সাধনে
সতত আয়াস তব জানি নাথ ভালো।
এ জীবনে নারিব ভুলিতে দয়া তব,
কোন্ ভয় তার যেই পাণ্ডব গৃহিণী।

যুধি। কহ বৃকোদর,
কি হেতু পাঞ্চালে নাহি হেরি তব সাথে ?
পিতৃ বধ স্মরি
অনুক্ষণ আসে দ্রোণী মারিতে তাহারে।

দ্রৌপদী। কোথায় কুমার ভাগ ?

ভীম। নাহি চিন্তা ধর্ম্মরাজ অজেয় সমরে সদা
ব্রহ্ম অস্ত্র বেত্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলী
সখা মম,
শত দ্রোণী নাহি পারে জিনিতে তাহারে।
অই শুন যাজ্ঞসেনী দূর জয় নাদ,
অবসাদ নাহি জানে অগ্রজ তোমার,
অনুবল কুমার ভাগ সহ
শিখণ্ডি সাত্যকি সনে
দলিয়া কৌরব সেনা ফিরিছে ভবনে।

শ্রীকৃষ্ণ। আজিকার ঘোর রণে পরিশ্রান্ত সবে,
লভহ বিশ্রাম ক্ষণে যে যার শিবিরে।
শুন ধর্ম্মরাজ ! কদা না হও বিস্মৃত,
জীবিত কৌরব শ্রেষ্ঠ শকুনি সহিতে ;
কদা ক্ষান্ত নহে দুষ্ট হিংসিতে তোমায়।

(সকলের প্রস্থান।)

ক্রমশঃ।

দময়ন্তী।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

নিষধদেশে বীরসেন নামে এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র, নল এবং পুষ্কর। পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে রাজা বীরসেন পরলোক গমন করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র নল সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। নল-রাজা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাকেন, তাঁহার রূপ লাবণ্য যেমন অতুল সংগুণ রাশিও তাহার অনুরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতেন, রূপ দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেব-কুমার বলিয়া প্রশংসা করিতেন। নল-রাজা কেবল রূপে গুণে প্রশংসনীয় ছিলেন না, প্রতাপে মহা শৌর্য্যশালী, সমর বিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও স্বধর্ম্মে সবিশেষ ভক্তিমান ছিলেন।

একদা বসন্ত কালের দিবাবসানের প্রাক্‌কালে নলরাজা আপন প্রাসাদ সংলগ্ন রমণীয় উপবনে পাদ বিহার করিতেছেন, প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলোকিত হইতেছেন, পিককুল মধুরস্বরে কুহু কুহু রব করিয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, সরসীজলে কমল প্রস্ফুটিত হইয়া মধুলোভা মধুকর দলকে মধুদানে পরিতুষ্ট করিতেছে, ভ্রমরকুল গুণ গুণ স্বরে গীত গাহিয়া কমলিনীর বক্ষ চুম্বন করিতেছে, নানাজাতি কুসুম বিকসিত হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সুবাস বিতরণ করিতেছে, দক্ষিণানীল মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া সেই সকল পুষ্প পরিমল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছে, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া নব-যৌবন সুলভ আনন্দে বীরসেন-কুমার ক্ষণে ক্ষণে প্রমোদিত ও ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুণ্ণ মনে বিষাদিত হইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সুবর্ণ পুচ্ছ শোভিত একটি পরম সুন্দর হংস অদূরে নৃত্য ভঙ্গিতে মন্থর পদে বিচরণ করিতেছে। সেই অপরূপ হংসকে দর্শন করিয়া নল রাজা কৌতুহল বশে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তি হইলেন; হংস উড়িয়া গেল না, রাজা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। জলচর হংস স্থলে উঠিয়া মনুষ্য হস্তে বন্দী হইল, প্রাণ ভয়ে কাতর হইয়া মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় মিনতি বচনে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি পক্ষীজাতি আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, বিনা দোষে আমাকে

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

করিও না, ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার একটি উপকার করিব। তুমি পরম রূপবান নব-যৌবনে অলঙ্কৃত এখনও অবিবাহিত, আমি তোমার একটি যোগ্যপাত্রী মিলাইয়া দিব। বিদর্ভ রাজ্যের কুণ্ডিননগরে ভীমসেন নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার একটি কন্যা আছে; দমন ঋষির বরে জন্ম, সেই কারণে কন্যার নাম দময়ন্তী। কন্যাটি পরমা সুন্দরী, পৃথিবীতে তাহার রূপের তুলনা নাই; সেই রূপবতীর শরীরে নব যৌবনের সঞ্চার; যৌবনাগমে রূপ লাবণ্য অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়; যৌবনাগমে দময়ন্তী যেন রতিদেবীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে নরবর! রূপ গৌরবে তুমি দ্বিতীয় কন্দর্প, তোমার সহিত সেই রতিদেবীর সম্মিলন হইলে যথার্থই তোমরা রতি-কাম তুল্য শোভা ধারণ করিবে।" এই সকল কথা বলিয়া হংসবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দময়ন্তীর রূপ গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়াদিল; পরিশেষে বলিল, "রাজন্! দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কুণ্ডিন নগরে দময়ন্তীর নিকটে যাই, দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইয়া যাহাতে তোমাকে পতিত্বে বরণ করে, সেইরূপ উপদেশ দিয়া আসি।"

হংস মুখে বিদর্ভ রাজ কুমারীর রূপ গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মানসিক প্রেমানুরাগে প্রেমানুরাগী নল রাজা তৎক্ষণাৎ হংসটিকে ছাড়িয়া দিলেন, পক্ষপুট বিস্তার করিয়া হংস তন্মুহুর্ত্তে শূন্যমার্গে উড্ডিন হইল। হংস প্রস্থান করিলে পর নল রাজা পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক আপন কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া দময়ন্তী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন; তদবধি দময়ন্তী তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইল; অদর্শনেও অজ্ঞাত বিরহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হংসদূত অঙ্গিকার পালন করিল। বিদর্ভ রাজ-কুমারী দময়ন্তী সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরস্থ কুসুম কাননে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই অবসরে হংস তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন পূর্ব্বক পক্ষ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দময়ন্তী কৌতুকী হইয়া একটি সখীকে বলিলেন, "প্রিয় সখি! দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর হংস; কি মনোহর বিচিত্র রূপ; পক্ষ চক্ষু যেন স্বর্ণ রঞ্জিত! সখি! তুমি ঐ হংসটি আমাকে ধরিয়া দাও, আমি ওটিকে পুষিব, ক্ষীরখণ্ড প্রদান করিয়া পরম যত্নে রাখিব; তুমি ধরিয়া দাও!"

মৃদু হাস্য করিয়া সখী ধীর পদ সঞ্চারে হংস ধরিতে চলিল; দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তিনী হইল। হংস যেন কত কালের পোষা পক্ষী, ঠিক সেই ভাবে শান্ত

হইয়া বসিয়া রহিল। যুগল হস্ত বিস্তার করিয়া সখী তাহাকে ধরিল; সাদরে কোলে করিয়া রাজ কুমারীর নিকটে লইয়া আসিল। রাজ কুমারী তাহাকে কোলে লইয়া স্বস্নেহ বচনে বলিলেন, "হংস তোমার কাছে তুমি থাক, আমি তোমারে পরমাদরে রক্ষা করিব।"

হংস বলিল, "রাজ কুমারি! আমি সামান্য পক্ষী, আমাকে ধরিয়া রাখিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আমি তোমারে একটি প্রিয় সংবাদ দিতে আসিয়াছি। ধরাধামে তুমি অসামান্য রূপবতী, সর্ব্ব গুণে গুণবতী, তোমার উপযুক্ত পাত্র নিষধাধিপতি নলরাজা; তাহার নিকটে আমি তোমার রূপ গুণের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি, তিনি তোমার পাণি গ্রহণার্থ একান্ত অনুরাগী হইয়াছেন; তুমি স্বয়ম্বরা হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও, তাঁহার তুল্য রূপবান গুণবান রাজ কুমার এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তুমি তাহাকে পাণি দান করিবে, আমার কাছে এই অঙ্গীকার কর, আমাকে মুক্তি দান কর, আমি পুনর্ব্বার নিষধ রাজ্যে উড়িয়া যাই, তোমার অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নল রাজাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া হংস সবিস্তারে নল রাজার রূপ গুণ বর্ণনা করিল, দময়ন্তীকে অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ করিয়া নিজেও উভয়ের সম্মিলনে অঙ্গীকার করিল। দময়ন্তী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, হংস উড়িয়া গেল।

অনুরাগের বিচিত্র-শক্তি, সেই দিন হইতেই দময়ন্তীর বিরহ। কল্পনার যেরূপ অপরূপ ক্রীড়া, দময়ন্তীর বিরহও সেই প্রকার। উদ্দেশে অনুরাগ, উদ্দেশে চিন্তা, উদ্দেশে নল প্রাপ্তির বাসনা কেহই কিছু জানিল না, তাঁহার মুখে কেহই কিছু শুনিল না, নব যুবতী রাজ নন্দিনী অন্তরে অন্তরে বিরহ বাণে বিদ্ধ হইতে থাকিলেন, নব প্রণয়ের নব অনুরাগ তাঁহার হৃদয় মধ্যেই লক্কায়িত রহিল; নল ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন না, মনে মনে ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

তৃতীয় অধ্যায়।

উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস কন্যাকে বিমনায়মানা দর্শন করিয়া রাজ মহিষী এক দিন নির্জ্জনে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার দময়ন্তী দিন দিন কৃশাঙ্গী হইয়া যাইতেছে, মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখ দেখিলে আমার প্রাণ

কাঁদিয়া উঠে, বাছা সর্ব্বক্ষণ কি যেন ভাবে, সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ থাকে, সখীদের সঙ্গেও পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য, কৌতুক করে না, আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভাল করিয়া উত্তর দেয় না, মুখখানি নত করিয়া অন্য গৃহে চলিয়া যায়। মহারাজ! আমার দময়ন্তী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তুমি সেদিকে মনোযোগ না রাখিয়া স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া আছ, গৃহে অনূঢ়া যুবতী কন্যা, আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা শোভা পায় না, তুমি অবিলম্বে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভা আহ্বান কর। যেরূপ লক্ষণ আমি দেখিতেছি, তাহাতে আর অধিক দিন অবিবাহিতা অবস্থায় রাখিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা। আমার কথা রাখ, আমার কথা শোন, স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া ব্রাহ্মণগণকে দেশে দেশে পাঠাও, এ কার্য্যে আর অবহেলা করিও না।"

রাজা কহিলেন, "আমিও তাহা বুঝিয়াছি, কল্যই আমি স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিব।" রাণী প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া নীরব হইলেন।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। দেশে দেশে রাজ পুত্রগণের নামে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল, যেদিন সভা হইবে, পত্রে তাহা লেখা থাকিল। দিন সমাগত শত শত রাজ কুমার দময়ন্তীর পাণি গ্রহণার্থি হইয়া কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; নল রাজাও নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আকাঙ্ক্ষিত পত্নী লাভের অভিলাষে মনের উল্লাসে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আগমন পথে চারিটি লোকপালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেবরাজ পুরন্দর, হব্যভুক্ অগ্নি, জলাধিপতি বরুণ এবং দণ্ডধর ধর্ম্মরাজ। পথি মধ্যে নল রাজাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন; মর্ত্যলোকে সেরূপ দেবোপম রূপরাশি সম্ভবে ইহা তাঁহাদের জানা ছিল না, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নর প্রবর! তুমি কে? কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছ?" নলরাজা আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। দময়ন্তী লাভের আশায় বিদর্ভ রাজ্যে স্বয়ম্বর সভায় যাইতেছেন, অদ্যই স্বয়ম্বর একথাও বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সুমিষ্ট বচনে দেবরাজ বলিলেন, "রাজন্! আমরাও সেই স্বয়ম্বর সভায় যাইতেছি, আমরা লোকপাল; আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি বরুণ, ইনি যম। তুমি সদয় হইয়া আমাদের একটি অনুরোধ রক্ষা কর; আমাদের দূত হইয়া তুমি রাজ কুমারী দময়ন্তীর নিকটে যাও; আমাদের নাম করিয়া তাঁহাকে গিয়া বল, স্বয়ম্বর সভায় তিনি যেন আমাদের একজনকে বরমাল্য প্রদান করেন।"

আশা পূরণের প্রতিকূলতা আশঙ্কা থাকিলেও নিষধাধিপতি বিনম্র বচনে বলিলেন, "দেবরাজ! রাজকুমারী দময়ন্তী অন্তঃপুরে অবস্থান করেন; প্রতাপ-

শালী রাজার অন্তঃপুর ; দ্বারে দ্বারে অস্ত্রপাণি প্রহরি, আমি কিরূপে সেই প্রহরি রক্ষিত রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব ?”

ইন্দ্র বলিলেন, “চিন্তা নাই, আমি তোমাকে দৈবশক্তি প্রদান করিতেছি, সেই শক্তি প্রভাবে তুমি নির্ব্বিঘ্নে সকলের অলক্ষিতে স্বচ্ছন্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে, প্রহরিরা তোমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি নির্ভয়ে গমন কর, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাজকন্যা কি বলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সেই সংবাদ প্রদান করিও।”

নলরাজা দেবদূত হইয়া দৌত্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চলিলেন, অলক্ষিতে অন্তঃপুর মধ্যে দময়ন্তীর আবাস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাজ কন্যার সহচরীগণ অকস্মাৎ একজন অপরিচিত পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। হংসমুখে নলরাজার যে প্রকার রূপের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দময়ন্তী চিনিতে পারিলেন, ইনিই নলরাজা ; তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাভাগ! আপনি কে ? কি অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ ? সমস্ত দ্বারে অস্ত্রধারী প্রহরী, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কিরূপেই বা আপনি এখানে আসিলেন ?”

পরিচয় প্রদান করিয়া নলরাজা দেব দৌত্যের বিবরণ পরিব্যক্ত করিলেন ; কহিলেন, “ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম, এই চারিজন লোকপাল আপনার স্বয়ম্বর সভায় আসিতেছেন, তাঁহাদের বাসনা এই যে, আপনি তাঁহাদের একজনকে বরমাল্য দান করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। হে কল্যাণি! সেই দেবতারা আমাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ; আমি তাঁহাদের দূত হইয়া ঐ বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, অনুমতি করুন, আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিতে হইবে।”

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পে দময়ন্তী কহিলেন, “মহারাজ! দেবতারা দেবতাই থাকুন, উদ্দেশে আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ; আমি স্বয়ম্বরা, দেবতায় আমার প্রয়োজন নাই। হংস মুখে আপনার পরিচয় শ্রবণ করিয়া মনে মনে আপনাকেই আমি দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি ; আপনিই আমার পতি, আপনিই আমার সর্ব্বময় প্রভু, আপনিই আমার পরম দেবতা। হংস যাহা বলিয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষে আমি তাহাই দেখিলাম, তদপেক্ষা বরং অধিক দেখিলাম, স্বয়ম্বর সভায় ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপনাকেই আমি বরণ করিব।

নলের চরণে আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, অ-নলে আমি থাকিতে পারিব না ; তাহা যদি থাকিতে হয়, তবে আমি অনলে প্রবেশ করিয়া আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন দিব। মহারাজ! দেবগণের নিকটে গমন করিয়া আপনি আমার এই অটল সুদৃঢ় সংঙ্কল্প বিজ্ঞাপন করুন।”

কিং কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নলরাজা কহিলেন, “রাজ কুমারি! তাহা কিরূপে হইতে পারে ? আমি তাঁহাদের দূত হইয়া আসিয়াছি, আপনার প্রত্যাখ্যান বাক্য তাঁহাদিগকে জানাইব, দূতের এরূপ উচিত কার্য্য নহে। অবিকন্তু স্বর্গবাসী দেবতারা আপনাকে কামনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনি একজন মনুষ্যকে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া দময়ন্তী কহিলেন, “আপনি বুঝিতে না পারুন, আমি বুঝিয়াছি। আমার অভিপ্রায় তাহাদিগকে জ্ঞাত করা দূতের উচিত কার্য্য নহে, এই কথা আপনি বলিতেছেন ; ইহার উত্তরে আমি একটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। দেবতারা যদি স্বয়ম্বর সভায় আসিতে ইচ্ছা করেন, আসুন, তাঁহাদের সাক্ষাতেই সর্ব্ব সমক্ষে আমি আপনাকে বরমাল্য প্রদান করিব।”

নলরাজা পূর্ব্ববৎ অলক্ষিতে রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; দেবগণ যেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, তথায় উপনীত হইয়া দময়ন্তীর বাক্যগুলি অবিকল তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। দেবতারা নিজ নিজ শক্তি প্রভাবে নলরাজার রূপধারণ করিয়া নলরাজার সহিত সভায় আসিয়া দর্শন দিলেন, পাঁচ জনেই একস্থানে উপবেশন করিলেন। সভা মধ্যে একাকার পঞ্চ নল উপবিষ্ট।

পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথা সময়ে কুমারী দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করিলেন, স্বর্ণপাত্রে মাল্য চন্দনাদি হস্তে লইয়া দুইজন সহচরী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সুশীলা সলজ্জ বদনা রাজনন্দিনী এক একবার বক্র নয়নে সভাস্থ রাজ কুমারগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন, অনন্তর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যেস্থানে পঞ্চনল, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। অভিন্নরূপ, অভিন্নবেশ, অভিন্ন বয়স পঞ্চমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দময়ন্তীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মনে মনে তিনি বুঝিয়া লইলেন, নল কথিত লোকপাল চতুষ্টয় মায়া করিয়া নলরূপ ধারণ করিয়াছেন। মায়া তিনি বুঝিলেন বটে, কিন্তু কোন চারিটি দেবতা, কোনটি প্রকৃত নলরাজা, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেবগণের যেরূপ অলৌকিক লক্ষণ থাকে, বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়াও দেবশরীরে সেরূপ কোন চিহ্ন

তিনি দেখিতে পাইলেন না। উপবেশন কালে দেবতারা ভূমিস্পর্শ করেন না, তাঁহাদের চক্ষের পলক থাকে না, অঙ্গের ছায়াও ভূতলে পতিত হয় না, ঐ মায়াধারী দেবচতুষ্টয়ের সেরূপ লক্ষণ নয়ন গোচর হইল না, পাঁচজনেরই নর কলেবর, আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই সমভাব।

বিস্ময়াবিষ্টা দময়ন্তী গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া গদ্ গদ ভাষে মিনতি বচনে বলিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ! আমি আপনাদের স্মরণাপন্ন হইলাম, মায়াবলে আপনারা আমারে ছলনা করিতেছেন, দয়া করিয়া মায়া সম্বরণ করুন। আমি ইত্যগ্রে নল রাজার রূপ-দর্শন না করিয়াই মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আমি অপর কোন পুরুষের গ্রহণীয়া হইতে পারি না; আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া নল রাজাকে চিনাইয়া দিন।

দেবতারা প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদের শরীরে তখন দেব লক্ষণ প্রকাশ পাইল, নল রাজা প্রকৃত নর রূপেই উপবিষ্ট রহিলেন।

রাজ কুমারী দময়ন্তী অগ্রে দেবগণকে প্রণাম করিয়া, তৎপরে নলরাজাকে সাতবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে ও ললাটে চন্দন অর্পণ করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। দেবগণ পরিতুষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া সতী সাধ্বী দময়ন্তীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সমাগত রাজপুত্রেরা লজ্জায় ও হতাশে মৃয়মাণ হইয়া অধোমুখ হইলেন। নলরাজা অতঃপর দেবগণের সাক্ষাতে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া দময়ন্তীর পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন থাকিতে কদাচ দিচ্ছেদ ঘটিবে না।" দময়ন্তীও সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। অনন্তর রাজা ভীমসেন শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া নলরাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

দেবতা চতুষ্টয় এই সময়ে প্রসন্ন বদনে নলরাজাকে চারিটি বর প্রদান করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "রাজন্! তুমি পরম ভাগ্যবান, তুমি ধন্য; আমার বর প্রভাবে তুমি অশ্বরথ পরিচালনে সকলের উপর জয় লাভ করিবে, চরমে পরম গতি লাভ করিবে।" অগ্নি কহিলেন, "নরবর! তুমি স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইব।" বরুণ কহিলেন, "রাজন্! স্মরণ মাত্রেই আমি তোমার সমীপস্থ হইব। তোমার অঙ্গে কুসুম-মাল্য নিরন্তর অমলিন হইয়া থাকিবে।" যম কহিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইচ্ছা মাত্র রন্ধন করিতে পারিবে, তোমার হস্তে অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু হইবে, ধর্ম্ম নিষ্ঠা অবিচলিত থাকিবে।"

বরকে বর প্রদান করিয়া বরবপু পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেবেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সেই সভা মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহারা যখন গগনমার্গে উত্থিত হইতেছেন; সেই সময় দেখিতে পাইলেন; দ্বাপর ও কলি দিব্য বেশ পরিধান পূর্ব্বক প্রসন্নাননে সেই দিকে আগমন করিতেছে। তাহাদিগকে সম্মুখীন দেখিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমরা কোথায় যাইতেছ?"

দম্ভভরে কলি উত্তর করিল; "পৃথিবীতে বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তী অদ্য স্বয়ম্বরা হইয়াছে; দময়ন্তীকে লাভ করিবার আশায় আমরা সেই স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতেছি।"

হাস্য করিয়া দেবরাজ বলিলেন; "তোমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও; আমরাও সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলাম; ভীম কুমারী দময়ন্তী আমাদের সাক্ষাতেই নিষধাধিপতি নলরাজাকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন।"

অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া হিংসা পরায়ণ কলি সগর্জ্জনে বলিল; "তুচ্ছ মানবের এতদূর দর্প? আমি সেই নলরাজাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দময়ন্তী একজন মানবকে বরণ করিল; তাহাকেও আমি সুখী হইতে দিব না; নিশ্চয়ই নলের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইব।"

প্রবোধ বাক্যে মহেন্দ্র বলিলেন; "ক্ষান্ত হও; তাদৃশ অনুচিত কার্য্য করিও না। নলরাজা সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক পুরুষ; রাজকুমারী দময়ন্তী যেমন সর্ব্বগুণে গুণবতী; একান্তে তাদৃশী ধর্ম্মশীলা; তাঁহাদের প্রতি অসদাচরণ করিলে আমাদের অপ্রিয় সাধন করা হইবে।"

দুরাচার কলি অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া দেবতাদের বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিল না। সুরগণ সুরপুরে প্রবেশ করিলেন; দ্বাপর ও কলি অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ।

সাগরের ডাক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মুখে সমুদ্র—দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি; তর্ তর্ ছল্ ছল্ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে; ক্ষুদ্র বীচিমালা—তৎপশ্চাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর বীচি বিক্ষোভ।

ঢেউএর পর ঢেউ—একটী ছুটিয়া অপরটিকে ধরিতেছে—অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অনন্ত অম্বুরাশিতে মিলাইয়া যাইতেছে।

বিধাতার বিচিত্র লীলা। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়; আবার সৃষ্টি আবার স্থিতি আবার লয়। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি—ক্ষণভঙ্গুর স্থিতি—আবার পর মুহূর্ত্তেই বিলয়। বিরাম নাই বিশ্রাম নাই; অবসাদ নাই উত্তেজনা নাই; যুগযুগ-ান্তর হইতে প্রবহমান, আরও কত যুগ-যুগান্তর এইরূপ চলিবে কে বলিতে পারে?

ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ—মেঘলেশ শূন্য; তাহাতে নক্ষত্র জ্বলিতেছে। শশধর ধনুকাকৃতি, কিন্তু কিরণকুণ্ঠ নহে; অমল ধবল তরল রজত রশ্মিতে পৃথিবী পুলকাপ্লুত।

পশ্চাতে বালির পাহাড়—অনতি উচ্চ; তাহাতে বৃক্ষ নাই; কেবল স্থানে স্থানে তৃণ গুল্ম জন্মিয়াছে। শ্রম সহিষ্ণু শ্রম জীবির অক্লান্ত, অপ্রতিহত অধ্যবসায় গুণে বিশুষ্ক বালির উপর ফসল ফলিয়াছে।

পাহাড়ের পাদমূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালপত্রাচ্ছাদিত গোলাকৃতি কুটীর শ্রেণী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, গোময়লিপ্ত। মৃৎ প্রাচীরের বহির্ভাগে এবং দ্বার সম্মুখীন ক্ষুদ্র আঙ্গিনা বিবিধ বিচিত্র বর্ণের আলেপনা দ্বারা অলঙ্কৃত। নিরবচ্ছিন্ন অভাবের নিদারুণ নিষ্পেষণ ললিতকলা বৃত্তিকে নিষ্পেষিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন কুটীরগুলি অতি দরিদ্র কৌপিনধারী ধীবরগণের বাস গৃহ। এই সকল পর্ণ-কুটীরের অভ্যন্তরে কি নিদারুণ দৈন্য, দুঃখ এবং দারিদ্র্য আত্মগোপন করিয়া বিরাজমান তাহা মনে করিলেও চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। উলঙ্গ, অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত নর-নারী—পিতা পুত্র; ভ্রাতা ভগ্নী; স্বামী স্ত্রী; মাতা কন্যা; পুত্র পুত্রবধু কন্যা জামাতা একই গৃহে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বসবাস এবং আহার বিহার সম্পন্ন করে।

যাঁহারা এই স্থানের সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে আমি ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যতীর্থ ওয়াল্‌টেয়ারর দক্ষিণাংশ ব্রাইজাগাপট্টমের কথা বলিতেছি। যাঁহারা এই ভীষণ দারিদ্র্যের নির্ম্মম নগ্নমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বিভৎস ব্যভিচার কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মনুষ্যে এবং পশু পক্ষীতে এখানে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? পরম-পিতা পরমেশ্বর? না সর্ব্বশক্তিমান্ শাসক সম্প্রদায়? আমরা অদৃষ্টবাদী—আমরা বলিব—প্রাক্তন কর্ম্মফল।

রাত্রি দশটা। গৃহ প্রত্যাগত ধীবরগণের কোলাহলে ধীবরপল্লী মুখরিত। কেবল একখানি কুটীরে কোন সাড়াশব্দ নাই। কুটীর প্রাঙ্গনে বসিয়া একটী যুবতী স্বামীর গৃহাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্য দিন স্বামীর গৃহে ফিরিতে এত বিলম্ব হয় না। আজ কোন বিশেষ কারণে স্বামীর গৃহে ফিরিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাই পতিগত প্রাণা সতী স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কুটীর দ্বারে উপবিষ্টা।

কাহার পদশব্দে যুবতী গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিল, স্বামী সমাগত। যুবতী স্বামীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে একখানি ক্ষুদ্র শতছিন্ন মসীমলিন আসন বিস্তৃত করিয়া দিল। স্বামী উপবেশন করিল, স্বহস্তে একছিলিম তামাকু সাজিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিল এবং স্বামী সন্নিধানে ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?"

সুখোপবিষ্ট স্বামী নিবিষ্ট চিত্তে তামাকু সেবন করিতে করিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে জবাব দিল, "আজ আমাদের সর্দ্দারদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। শুনিতেছি, আমাদিগকে এখান হইতে বাস তুলিতে হইবে। কালেক্টর সাহেব দুই চারিজন প্রবীণ ধীবরকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, এখানে বন্দর বসিবে; সেই জন্য সরকার আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি সমুদ্রের নিকট; অথবা সমুদ্র হইতে দূরে?"

"সমুদ্র হইতে দূরে—বহুদূরে। সেই যে সহর ছাড়িয়া রেল, সেই রেল হইতে আরও কিছু দূরে।"

"তাহা হইলে আমরা কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? সমুদ্রের কোলে আমাদের জন্ম; সমুদ্র সৈকত আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র—সমুদ্র সলিলে আমাদের পণ্য—সমুদ্র বক্ষ আমাদের বিহার ও ব্যবসায় কেন্দ্র; সমুদ্রতীরে আমাদের বংশ পরম্পরাক্রমে বাস। কেমন করিয়া আমরা এই সমুদ্র ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিব।"

"আমাদের সর্দ্দার সকল এতক্ষণ সেই কথাই আন্দোলন করিতেছিল। সমুদ্র হইতে দূরে বাস করিলে আমাদের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ব্যবসার ক্ষতি হইলে মোটা ভাত এবং পোড়া মাছও আমাদের অদৃষ্টে জুটিবে না।"

"সরকার কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা করিতেছেন?"

"সরকার বলেন, এখানে বন্দর বসিবে। বন্দর বসিলে আমাদের দেশের

বাণিজ্যের উন্নতি হইবে ; বাণিজ্যের উন্নতি হইলে দেশের ও দশের উন্নতি হইবে ; আমরা বিদেশী পণ্য ও ধন সম্পদের আমদানীতে অর্থবান হইব।"

অশিক্ষিতা নারী বায়েমা বলিল, "ভুল—ভুল—বিষম ভুল। সরকারের লাভ হইবে—টাকা হইবে ; সরকারের কর্ম্মচারীদের ধন সম্পদ বাড়িবে ; আর আমরা গরীব অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত নগ্ন ধীবর সম্প্রদায় আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র স্বামী মোচনারা সম্মতি সূচক কণ্ঠধ্বনি করিয়া একমুখ তামাকুগন্ধ পরিপূরিত ধূম নির্গত করিল। বায়েমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সরকার কেন এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন ? আমরা ত সরকারের কোন অনিষ্ট জনক কার্য্য করি নাই। সরকার কেন অন্যত্র বন্দর স্থাপন করুন না।"

"সরকার বলেন, এই বন্দর বসাইবার উপযুক্ত স্থান। বড় বড় জাহাজ ভিড়িবার ইহাপেক্ষা বিস্তৃত স্থান আর কোথাও নাই।"

"তাহাতে আমাদের দোষ কি ? আমরা সরকারের অতি নিরীহ প্রজা ; আমরা যে ধনে প্রাণে মারা যাই ! আমাদের ত কোন অপরাধ নাই।"

"সরকার বলেন, আমাদের গুরুতর অপরাধ আমরা সমুদ্রতীর অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর করিয়া রাখি।"

উত্তেজিত কণ্ঠে যুবতী প্রত্যুত্তর করিল, "মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরাই সমুদ্র কূল ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখি। এই যে স্বাস্থ্যান্বেষী শত শত ভদ্র স্ত্রী পুরুষ সান্ধ্য ভ্রমণার্থ সমুদ্র কূলে ইতস্ততঃ বিচরণ ও ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করে একি আমাদের চেষ্টায় নহে ? আমরা সমুদ্র কূল অপরিচ্ছন্ন রাখিলে ইহারা কোথায় ভ্রমণ করিত ?"

আরও উত্তেজিত ভাবে আরক্তিম মুখে যুবতী বলিল, "সরকার আমাদিগকে এখানে থাকিতে দিবেন না। তাই এমন মিথ্যা কথা রটনা করিতেছেন। তা আমাদের সর্দ্দার সকল কিরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন ?"

"আমরা সকলে মিলিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিব ; দেখি তাহাতে যদি কোন ফল ফলে।"

অশিক্ষিতা নারী বায়েমা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "কোন ফল হইবে না। সরকার যখন মনে করিয়াছে, আমাদিগকে এখান হইতে উঠাইয়া দিবেন তখন আমাদিগকে উঠিয়া যাইতেই হইবে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইবে না।"

স্বামী স্ত্রী উভয়ে কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতী বলিল, "ভগবান্ বলিতে পারেন কেমন করিয়া আমরা সমুদ্র ছাড়িয়া

থাকিব ? আজন্ম এই সমুদ্রতীরে বাস ; এই সমুদ্রতীরে জন্ম ; এই সমুদ্রকূলে আমাদের শৈশব, যৌবন অতিবাহিত, এই সমুদ্রবক্ষে আমাদের পিতা, পুত্র, স্বামী, কুটুম্ব প্রভৃতি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মৎস্যানুসন্ধানে রত ; এই সমুদ্র গর্জ্জন আমাদের একমাত্র সুশ্রাব্য সঙ্গীত ; আজ সরকারের এক দিনের হুকুমে কেমন করিয়া আমরা এই পূর্ব্ব পুরুষগণের লীলাক্ষেত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব ? কিন্তু আমার মন বলিতেছে, আমাদিগকে যাইতেই হইবে ; আর অন্য গতি নাই।"

অশিক্ষিতা ধীবর রমণী বায়েমা যাহা বলিয়াছিল ঘটিলও তাহাই। সমগ্র ধীবরগণের সমবেত প্রার্থনা নিষ্ফল হইল। ধীবরগণের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। আন্তরিক প্রার্থনা আকুল আবেদন বিনীত নিবেদন সমবেত আন্দোলন নীরব রোদন মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন সকলই বিফল হইল।

যুবতী বায়েমা বলিয়াছিল, কোন ফল হইবে না ; ফলে কোন ফলই হইল না। নিরীহ দরিদ্র ধীবরগণের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। সে আঘাতের প্রতিঘাত শূন্যে মিলাইয়া গেল ; অথবা শূন্য যাঁহার বক্ষ তাঁহার বক্ষে বিলয়প্রাপ্ত হইল।

আর এক দিন সায়ংকালে শুষ্ক মুখে সজল নয়নে যুবক মোচলারা যুবতী বায়েমাকে জানাইল সব নিষ্ফল ! এক মাসের মধ্যে তাহাদের পিতৃ পিতামহের পুণ্য পূত বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অপরিচিত স্থানে নূতন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

যুবতী বায়েমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। এমন একটী নহে, শত শত বালিকা, কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের হৃদয়ের তপ্তশ্বাস আকাশে বাতাসে মিশিয়া গেল। সমুদ্রের সহিত তাহাদের আজন্ম সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

দুর্ব্বলের ক্রন্দন কদাচিৎ সবলের হৃদয়কে অভিভূত করে। এ ক্ষেত্রেও দীন দরিদ্র ধীবরগণের মর্ম্মান্তিদ রোদন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাঁহারা পীড়িতের এই আর্ত্তনাদকে "কৃত্রিম ভাবুকতা" আখ্যা দিয়া উপেক্ষা করিলেন।

যাঁহারা ধীবরগণের কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, বাসস্থান পরিবর্ত্তনে এই যে ঐকান্তিক অনিচ্ছা ইহা কেবলমাত্র ভাবের খেলা নহে, পরন্তু ইহাতে ভাতের সংস্থান বিশেষরূপে সম্পৃক্ত ; কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন না।

যাঁহারা উদয়াস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা বক্ষে বিচরণ করিয়া মৎস্য ধরে এবং সেই

মৎস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোন প্রকারে আত্ম-পরিজনের জীবন রক্ষা করে ; তাহাদের পক্ষে সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে বাসস্থান সংস্থাপন কিরূপ অসুবিধা জনক হাওয়া গাড়ীতে মুহূর্ত্তে মাইল পরিভ্রমণকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা উপলব্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ফলে নিরীহ নিরন্ন ধীবরগণ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে এবং অসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত করিতে বাধ্য হইল।

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইল। ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ ধীবরগণ পৈত্রিক বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করিয়া দূর পল্লীতে আশ্রয় লইল। স্থানের দূরত্ব; যাতায়াতের ক্লেশ এবং স্ত্রী পুত্র কন্যার সোৎসুক সাহায্যের একান্ত অভাব ধীবরগণের ব্যবসায়ে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইল। ক্রমে ব্যবসায়ের পরিসর হ্রাস হইয়া বাজারে মৎস্যের আমদানী যথেষ্ঠ কমিয়া গেল।

সাধারণতঃ এই ধীবরগণের একবেলার অধিক আহার জুটিত না। সে আহারের উপকরণ ছিল; খুব মোটা চাউলের অন্ন, তেঁতুল পাতার ঝোল এবং পোড়া মাছ। ব্যবসায়ের ক্ষতি হেতু এরূপ আহার্য্যও তাহাদিগের পক্ষে বিরল হইল।

আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য এবং সমুদ্রের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে ব্যঘাত হেতু কিছু দিনের মধ্যে ধীবর পল্লীতে সাংঘাতিক সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হইল। একটী ও দুইটী করিয়া অল্প দিনের মধ্যে বহু সংখ্যক ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সরকারী চিকিৎসক প্রমাদ গণিলেন।

সংক্রামক পীড়ার পরিসর ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ভদ্র পল্লী আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কঠোর বিধি ব্যবস্থার সহিত বিহিত উপায় নির্দ্ধারণার্থে একটী স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ মণ্ডলী গঠিত হইল। কিন্তু পীড়ার প্রকোপ কিছুতেই কমিল না। তখন সরকার বুঝিলেন, ধীবরকুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধীবরগণকে তাহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এক বৎসর পরে কালেক্টর সাহেবের অনুমোদন অনুসারে লাট সাহেবের নিকট হইতে হুকুম আসিল ধীবরগণ পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে।

ধীবর সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উঠিল। কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণ বিলয় ভূষিত বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে মিশাইয়া গেল।

কত পতি হারা পতি শোকে—কত পুত্রহারা পুত্রশোকে—কত অনাথ সন্তান পিতৃশোকে—কত ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতৃশোকে—কত পত্নীবৎসল পত্নীশোকে—কত অসহায় বৃদ্ধ পিতা পুত্রশোকে,—জামাতা শোকে, আত্মীয় বন্ধু বিয়োগ দুঃখে নীরব অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

শোকের আতিশয্য মন্দীভূত হইলে ধীবরগণ ঋণের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত হইল। পুরাতন কুটীর ভাঙ্গিয়া নূতন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে তাহারা ঋণজালে জড়িত হইয়াছিল। এখন পুনরায় কুটীর ভাঙ্গিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিবার ব্যয়ভার বহন তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বুঝিয়া তাহারা ম্রিয়মাণ হইল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মানস-কমল।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

বিভো! অতি ক্ষুদ্র হেয় ফুল
তোমারি দয়ায় ফোটে।
আবার ঝরিলে পরে—
তোমার চরণে লোটে॥
মানস কমল মম
ফুটিয়াছে তব প্রেমে।
নির্গন্ধ যদিও তারে—
স্থান দিও ওচরণে॥

সমালোচনা।

W. C. Bonnerjee—হাইকোর্টের উকিল, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, তাঁহার পরলোকগত আত্মীয় স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্রের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ব্যারিষ্টারী পেশায় তিনি তাঁহার সময়ের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক রোজগার বিশ হাজার টাকা ছিল ও তাঁহার সমসাময়িক বড় বড় ইংরাজ ব্যারিষ্টারদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। যদিও অধুনা দুই একটী বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার তাঁহার অপেক্ষা অধিক রোজগার করিতে পারিতেছেন ও কেহ কেহ তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তত্রাচ অনেকেরই বিশ্বাস যে, কার্য্য দক্ষতায় তিনি কোন অংশেই তাহাদিগের

অপেক্ষা কম ছিলেন না। আমরা কৃষ্ণ বাবুর পুস্তকখানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। উমেশচন্দ্রের বংশের বিষয়ও তাঁহার বাল্য জীবনের অসাধারণ উন্নতির সম্বন্ধে অনেক গুলি জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তিকা খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি আমূল অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। উমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রধান কারণ তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতি নহে, তিনি স্বদেশের উন্নতি কল্পে বিপুল পরিশ্রমে যে সব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই কীর্ত্তি গুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে, তাঁহা কর্ত্তৃক কংগ্রেস স্থাপন। কংগ্রেসের স্থাপয়িতা যাঁহারা ছিলেন, তাহার মধ্যে উমেশচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। লর্ড রিপণ ইলবার্টবিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনয়ন করিলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীদের মধ্যে একটী ভীষণ কলহ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে লর্ড রিপণ সার স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্রকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিলে এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে Standing Council অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করাতে এই বাঙ্গালী বিদ্বেষ ইংরাজদিগের মধ্যে আরো বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজদিগের উন্নতির বিপক্ষে বদ্ধ-পরিকর হন, সেই সময়ে বাঙ্গালীর নেতাগণ তাঁহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ একটী দল গঠন করেন। এই কার্য্যে উমেশচন্দ্র একজন পরিশ্রমী অধিনায়ক ছিলেন। এই চেষ্টা হইতে কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়। ইহার আদিম কালে উমেশচন্দ্র ও বোম্বাইয়ের সার ফেরোজসাহ মেহতা ইহার প্রধান সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই পারোলোক গমন করাতে কংগ্রেস এখন দলাদলিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। উমেশচন্দ্রের স্বদেশ বৎসলতায় এই কংগ্রেস স্থাপন সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় উপকারার্থ আন্দোলনও উমেশচন্দ্রই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন ও এই জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত তৎজন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ করা উচিত। ইহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে ও কৃষ্ণলাল বাবু এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র এবং Eastern Law House Ceebgr Square North Calcutta এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। উমেশচন্দ্রের একখানি ছবি ও তাঁহার কতিপয় পত্র পুস্তকখানিতে থাকায় বইখানি আরো মূল্যবান হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

আধুনিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্বধর্ম্ম ও স্বদেশভক্ত দূরদর্শী প্রাতঃস্মরণীয়

মহাত্মা স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের শিক্ষার মাহাত্ম্য দিন দিন উজ্জ্বলতরভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

সাধারণ নবেল যদিই পড়িতে হয়, স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে লইয়া—ফেরত দিবেন। যে সে পুস্তক 'ঘরে' রাখিতে নাই। ঘরে সকলকে লইয়া প্রত্যহ ভূদেব গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। গৃহে গৃহে পবিত্রতা, শক্তি, শান্তি এবং সম্মিলন আসিবে।

"পারিবারিক প্রবন্ধ"—গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রসূত। ১৷৷০।

"সামাজিক প্রবন্ধ"—এদেশে আর একখানিও বহি নাই যাহাতে "সামাজিক প্রবন্ধের" ন্যায় এতটা পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা একত্রে আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আচার প্রবন্ধে আর্য্য সংস্কার কার্য্যগুলির ও দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত আমাদের শাস্ত্রাচারের উপযোগিতার প্রমাণ আছে। মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা রিভিউ বলেন—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একলক্ষ ষাটি হাজার টাকা দান করিয়া জন্মভূমির অশেষ হিতের উপায় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকট বহু গুণ কৃতজ্ঞতার ভাজন।

"ঐতিহাসিক উপন্যাস"—ইহার অঙ্গুরীয় বিনিময় গল্পটী বড়ই পবিত্র। মূল্য ৷৷০।

"বিবিধ প্রবন্ধ"—১ম ভাগে সংস্কৃত নাটক—উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলীর সুন্দর সমালোচনা আছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

"বিবিধ প্রবন্ধ"—২য় ভাগে ধর্ম্ম শিল্প ও কর্ম্মপ্রণালী, ভাষাভেদ, আত্মিক সাধনা প্রভৃতি অনেক জটিল বিষয়ের মৌলিকতথ্য অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

"শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব"—৺ভূদেববাবু সুবিখ্যাত শিক্ষক, বালক শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জানিয়া রাখিলে সকল পিতা মাতা ও শিক্ষকের উপকার। মূল্য ১৲।

"বাঙ্গালার ইতিহাস"—৩য় ভাগ স্বদেশভক্তি ইহা হইতে সহজ লভ্য। মূল্য ৷৷০।

ইংলণ্ডের ইতিহাস"—ঐতিহাসিক দৃষ্টিসহকারে লিখিত। মূল্য ৸০ আনা।

"পুরাবৃত্তসার"—মিশর, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ইতিহাস। মূল্য ৸০ আনা।

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান"—স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য ১৲ টাকা।

"পুষ্পাঞ্জলি"—অনেকের মতে এই খানিতেই স্বর্গীয় গ্রন্থকারের রচনার পারিপাট্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মূল্য ৷৷০ আনা।

ভূদেব গ্রন্থাবলী—সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই ১০৲ দশ টাকা।

ভূদেব চরিত—(সচিত্র) ১ম ভাগ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৪২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত

"সদালাপ"—(সচিত্র) ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী। মূল্য ১ম ভাগ (২য় সং) ১৲, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রতি খণ্ড ৸০ বার আনা।

"নেপালী ছত্রী"—(সচিত্র) একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক কথা আছে। মূল্য ৸০।

"অনাথবন্ধু"—(উপন্যাস) মূল্য ১৷৷০ আনা। ভারতের প্রত্যেক নর নারীকে পড়াইতে পারিলে সুখী হইতাম। "হিতবাদী।"

"হিন্দুকণ্ঠহার"—মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ভূদেব পাবলিশিং হাউস।

৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে প্রকারের রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য ডাক্তার কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা। ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸৶০ আনা, ৬ শিশি ৫ টাকা, মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল-তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, তিন শিশি ২৷৷০, মাশুল ৸৶০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ-মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলার আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফুর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে, কি আনন্দ কি স্ফুর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৴০ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৶০ আনা, এক সের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৷৷০, ছোট বোতল [illegible] প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে [illegible] সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা নাশক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল [illegible] মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি [illegible] দুর্দিন যাবৎ ভুগিয়া যাহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সোমনা, পুষ্টি, [illegible] স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্।

কলিকাতার হেলথ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেলথ অফিসারের অনুমত্যনুসারে আমরা তাঁহার [illegible] (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। [illegible] বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে. পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

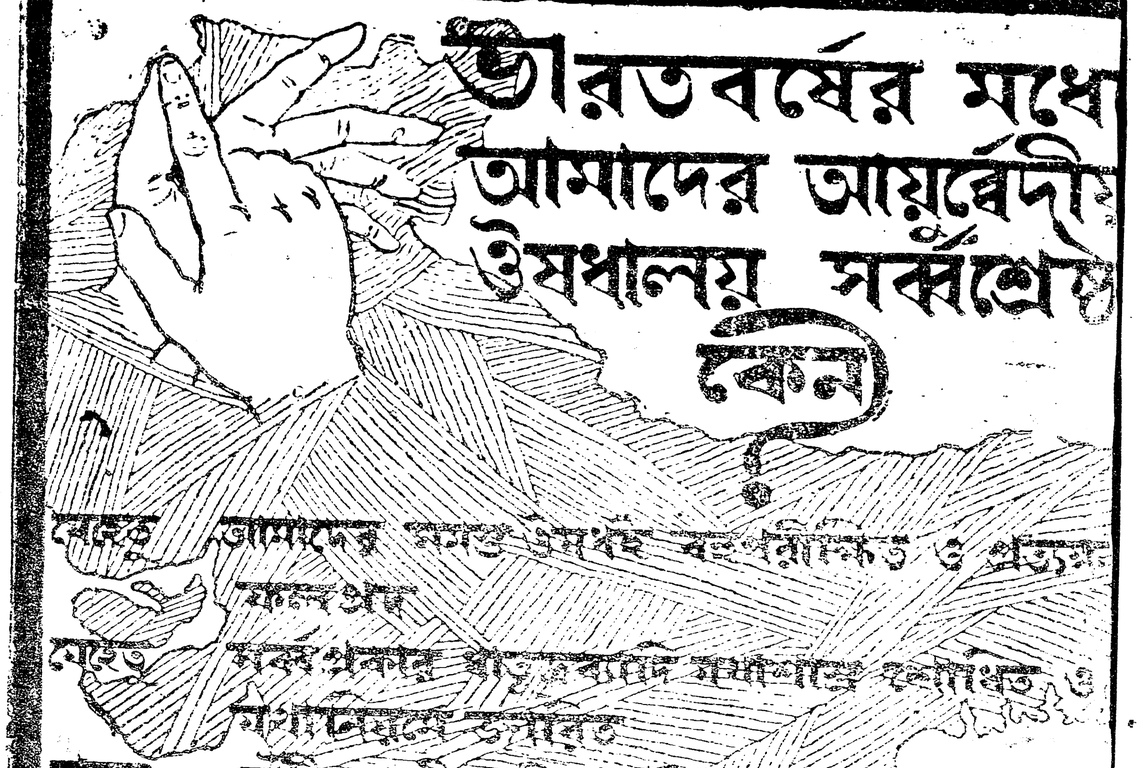

Printed by—N. Dutta at the Janmabhu...
39, Manick Bose's Ghat Street, C...